পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 104 Monday, 16 March, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১০৪ সংখ্যা ✻ ১ চৈত্র ১৪৩২, সোমবার, ১৬ মার্চ ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

ছাব্বিশের নির্ঘণ্ট ঘোষিত

দু দফায় হতে চলেছে রাজ্যের নির্বাচন

বাংলার
ভোট নির্ঘণ্ট
নির্বাচনী বিধি লাগু
১৫।০৩।২০২৬
ভোট ২ দফায়
১ম দফা ২৩।০৪।২০২৬
২য় দফা ২৯।০৪।২০২৬
ভোট গণনা ৪ মে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ মার্চ ঃ একনজরে দেখে নেওয়া যাক রাজ্যের ভোটের নির্ঘণ্টঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন কবে, তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ ছিল না। অবশেষে রবিবার বিজ্ঞান ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। বাংলা, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলায় এবার দু'দফায় ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত। একনজরে দেখে নিন আপনার বিধানসভায় কবে ভোট। ১ম দফায় ভোট- ২৩ এপ্রিল, ২য় দফায় ভোট-২৯ এপ্রিল। ভোট গণনাঃ ৪ মে। ১ম দফায় মনোনয়ন জমাঃ ৬ এপ্রিল, ২০২৬। ১ম দফায় মনোনয়ন স্ক্রুটিনিঃ ৭ এপ্রিল, ২০২৬। ১ম দফায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিনঃ ৯ এপ্রিল, ২০২৬। ২য় দফায় মনোনয়ন জমাঃ ৯ এপ্রিল, ২০২৬। ২য় দফায় মনোনয়ন স্ক্রুটিনিঃ ১০ এপ্রিল, ২০২৬। ২য় দফায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিনঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২৬। প্রথম দফায় কোথায় কোথায় ভোট-

কোচবিহার (৯টি আসন), মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ। আলিপুরদুয়ার (৫টি আসন)ঃ কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট। জলপাইগুড়ি (৭টি আসন)-ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল, নাগরাকাটা। দার্জিলিং ও কালিম্পং (৬টি আসন)ঃ কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া। উত্তর দিনাজপুর (৯টি আসন)ঃ চোপ।ড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইটাহার। দক্ষিণ দিনাজপুর (৬টি আসন) ঃ কুশমন্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর। মালদহ (১২টি আসন)ঃ হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতীপুর, রতুয়া, মানিকচক, মালদহ, ইংরেজবাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর। মুর্শিদাবাদ (২২টি আসন) ঃ ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল, জলঙ্গি। পূর্ব মেদিনীপুর (১৬টি আসন)ঃ

তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরা।

পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝা।গ্রাম (১৯টি আসন)ঃ দাঁতন, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়ারি, খ।গপুর সদর, নারায়ণগ।, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, শালবনি, কেশপুর, মেদিনীপুর, বিনপুর। পুরুলিয়া (৯টি আসন)ঃ বান্দোয়ান, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পাড়া, রঘুনাথপুর। বাঁকুড়া (১২টি আসন)ঃ শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালড্যাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী। দ্বিতীয় দফায় কোথায় কোথায় ভোটঃ নদিয়া (১৭টি আসন)ঃ করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী, হরিণঘাটা। উত্তর ২৪ পরগনা (৩৩টি আসন)ঃ বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাবড়া, অশোকনগর, আমডাঙা, বিজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, বারাকপুর, টিটাগড়, খড়দহ, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম, রাজারহাট-নিউটাউন, বিধাননগর, রাজারহাট গোপালপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বাসন্তী, কুলতলি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩১টি আসন)ঃ গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রাইদিঘি, মন্দিরবাজার, জয়নগর, বারুইপুর পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর, সোনারপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মগরাহাট পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম। কলকাতা (১১টি আসন)ঃ কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর-বেলগাছিয়া। হাওড়া (১৬টি আসন)বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, হাওড়া দক্ষিণ, শিবপুর, ডোমজুড়, জগবল্লভপুর, পাঁচলা, সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জগবল্লভপুর। হুগলি (১৮টি আসন)ঃ উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, চণ্ডীতলা, জাঙ্গিপাড়া, হরিপাল, ধনেখালি, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল। পূর্ব বর্ধমান (১৬টি আসন)ঃ খণ্ডঘোষ, বর্ধমান দক্ষিণ, রায়না, জামালপুর, মন্তেশ্বর, কালনা, মেমারি, বর্ধমান উত্তর, ভাতার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, গলসি পশ্চিম বর্ধমান (৯টি আসন)ঃ পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, কুলটি, বরাকর (সালেপুর)।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ দিচ্ছে রাজ্য, মার্চেই প্রথম কিস্তি-বড় ঘোষণা মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ মার্চ ঃ দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) দেওয়ার কথা ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। চলতি মাসেই কর্মীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ভোট ঘোষণা হওয়ার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘোষণায় স্বস্তি পেয়েছেন রাজ্যের লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী। বকেয়া ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আইনি ল।াই চলছিল রাজ্য সরকার এবং সরকারি কর্মীদের সংগঠনের মধ্যে। এর আগে কলকাতা হাই কোর্ট রাজ্য সরকারকে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এরপর দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলার শুনানি হয় এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে ডিএ কোনও দয়া নয়, এটি সরকারি কর্মীদের আইনি অধিকার। আদালত নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকারকে বকেয়া ডিএ-র অন্তত ২৫ শতাংশ কর্মীদের দিতে হবে। সেই অর্থ দু'দফায় মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পুরো প্রক্রিয়া মে মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করার কথা বলা হয়। এছাড়া আদালত আরও জানায়, প্রথম কিস্তির টাকা অবশ্যই ৩১ মার্চের মধ্যে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে হবে। এরপর বাকি বকেয়া ডিএ কীভাবে এবং কত সময়ের মধ্যে দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইঃদু মালহোত্রার নেতৃত্বে সেই কমিটি পরবর্তী রূপরেখা তৈরি করবে বলে আদালত জানায়। যদিও আদালতের এই নির্দেশ সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারি কর্মীরা কোনও টাকা পাননি। এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বা।ছিল। রাজ্য সরকারের তরফে অবশ্য আদালতে জানানো হয়েছিল যে বকেয়া ডিএ মেটানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত জটিলতা রয়েছে। সরকারের দাবি ছিল, প্রায় ৩ লক্ষ ১৭ হাজারের বেশি কর্মীর নথি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করে ২০১৬ সালের আগের অনেক কর্মীর পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য এখনও ডিজিটাল আকারে সংরক্ষিত নয়। সেই সমস্ত তথ্য সার্ভিস বুক হিসেবে হাতে লেখা নথিতে রয়েছে। ফলে সেগুলো ডিজিটাইজ করতে সময় লাগছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার আদালতে আরও জানায়, প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। এসআইআর সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বের কারণে অনেক আধিকারিককে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ফলে ডিএ সংক্রান্ত নথি যাচাই এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ ধীরগতিতে এগোচ্ছে। এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অতিরিক্ত ছয় মাস সময় চেয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই আবেদন নিয়ে কর্মচারী সংগঠনগুলির মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। তাঁদের অভিযোগ ছিল, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ করছে সরকার।

এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের পথেও নেমেছিলেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে শুক্রবার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই ধর্মঘট রাজ্যজু।ে খুব বড় আকার নেয়নি বলে প্রশাসনের দাবি। তবুও ডিএ ইস্যু নিয়ে চাপ বাড়ছিল সরকারের উপর। এরই মধ্যে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা নতুন মোড় এনে দিল পুরো বিষয়টিতে। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ কর্মীদের দেওয়া হবে এবং সেই টাকা মার্চ মাসের মধ্যেই কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে বহুদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল বলে মনে করছেন সরকারি কর্মীরা। যদিও বাকি বকেয়া ডিএ কবে এবং কীভাবে দেওয়া হবে, সেই প্রশ্ন এখনও পুরোপুরি মেটেনি। সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটি। ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা মূলত সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে কর্মচারীদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই এই ভাতা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের তুলনায় রাজ্য সরকারি কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই কম ডিএ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বৈষম্য ঘিরেই রাজ্যে একাধিকবার আন্দোলন হয়েছে। বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন কেন্দ্রের সঙ্গে সমতা রেখে ডিএ দেওয়ার দাবি তুলেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই ডিএ সংক্রান্ত মামলা আদালতে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এখন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কর্মচারী সংগঠনগুলির অনেকেই এখনও পুরো বকেয়া ডিএ দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। সব মিলিয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং আন্দোলনের পর অবশেষে বকেয়া ডিএ পাওয়ার পথে এক ধাপ এগোলেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা। মার্চ মাসেই প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পাওয়ার সম্ভাবনায় স্বস্তির হাওয়া বইছে সরকারি মহলে।

মানবিক অভিষেক সাইকেল থেকে পড়া বৃদ্ধকে উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ মার্চ ঃ বাংলার মানুষ ফের একবার দেখল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক রূপ। রবিবার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শিবমন্দির এলাকায় যাচ্ছিলেন। পথে একটি ছোট ঘটনাই নজর কাড়ল, এক বৃদ্ধ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অসাবধানতাবশত তিনি রাস্তা থেকে পড়ে যান। এই মুহূর্তে অভিষেকের কনভয় থামানো হয়। গাড়ি থামতেই সাংসদ দ্রুত বৃদ্ধের কাছে গিয়ে নিশ্চিত হন, বৃদ্ধের কোথাও চোট লাগেনি। ঠিক আছেন তো? চোট লেগেছে কোথাও?- এমন প্রশ্ন করে তিনি বৃদ্ধের খোঁজ নেন। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে এগিয়ে যেতে বললেও, অভিষেক ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেন এবং বৃদ্ধকে রাস্তা থেকে তুলে দাঁড় করানো হয়। তিনি দেখেন বৃদ্ধ আবার সাইকেল চালাতে পারছেন কিনা। ঘটনাটির পেছনের প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে এক বছর আগে জাগ্রত শিবমন্দিরের বড় কাছারি সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগে। তাতে মন্দিরের আশেপাশের বহু দোকান-বাসা ভস্মীভূত হয়ে যায়। সেই ক্ষতিগ্রস্ত দোকান পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, রবিবার তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে নিজেই দোকানদারদের হাতে নতুন দোকানের চাবি তুলে দেন। রাস্তায় ঘটে যাওয়া এই ছোট ঘটনায় প্রকাশ পায় অভিষেকের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ। রাজনৈতিক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ান। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের পুনর্নির্মাণ নয়, পথচারী বৃদ্ধের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্যও তিনি সরাসরি উদ্যোগ নেন। নিরাপত্তার সঙ্গে কর্মসূচি পালন ও মানুষের পাশে থাকা-দুটোই সমান গুরুত্ব বহন করে। এই ছোট ঘটনা বাংলার মানুষের মধ্যে আবারও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহানুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। শিবমন্দির এলাকার নতুন দোকানদাররা তার এই মানবিক মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন ঘটনা তৃণমূল নেতার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সহানুভূতির পরিচায়ক হিসেবে মনে রাখা হবে। এইভাবে, অভিষেকের কনভয় থামানো ও বৃদ্ধকে সহায়তার মুহূর্তটি শুধু একটি দৈনন্দিন ঘটনা নয় এটি রাজনীতির চেয়েও মানুষের জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এক নজির হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে পুলিশে বড় রদবদল, ২৭ জায়গায় আইসি-সিআই বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার ঠিক আগেই পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করল রাজ্য সরকার। রবিবার বিকেল চারটের সময় নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের দিন ঘোষণা করার কথা রয়েছে। তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রশাসনিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। মোট ২৭টি জায়গায় এই বদলি কার্যকর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই তালিকায় রয়েছেন বিভিন্ন থানার আইসি (ইনচার্জ) এবং সিআই (সার্কেল ইনস্পেক্টর) পদে কর্মরত আধিকারিকরা। নবান্নের তরফে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ কমিশনারেট এবং জেলা পুলিশে এই বদলি করা হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে যাবে। তাই তার আগে পুলিশ প্রশাসনের এই রদবদলকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে একাধিক থানার আইসি বদলি করা হয়েছে। একইভাবে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকাতেও বেশ কয়েকজন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। এই সব এলাকাকে নির্বাচনকেন্দ্রিকভাবে সংবেদনশীল বলেই ধরা হয়, তাই ভোটের আগে এই ধরনের বদলি প্রায়ই দেখা যায়। শুধু শহরাঞ্চল নয়, জেলার পুলিশ প্রশাসনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক থানার আইসি এবং সিআই পদে কর্মরত আধিকারিকদেরও বদলি করা হয়েছে। এছাড়া বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার আইসিকেও নতুন জায়গায় পাঠানো হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার একাধিক থানাতেও একই ধরনের রদবদল করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, শুধু থানা পর্যায়েই নয়, গোয়েন্দা সংক্রান্ত বিভাগেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের একাধিক পদে বদলি করা হয়েছে। সিআইডি এবং আইবি-র ইনস্পেক্টর পদেও রদবদল ঘটেছে। ফলে নির্বাচন ঘিরে গোটা পুলিশ ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি অনুযায়ী আধিকারিকদের বদলি করা হয়। এটি এক ধরনের রুটিন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বলেই দাবি পুলিশের। তবে রাজনৈতিক মহলে এই বদলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার ঠিক আগে এমন বড় সংখ্যায় বদলি হওয়ায় অনেকেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। যদিও সরকার বা পুলিশ প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও বিষয় জড়িত নয়। উল্লেখ্য, এর আগেও সম্প্রতি রাজ্য পুলিশ প্রশাসনে একাধিক বড় পদে বদলি করা হয়েছিল। কয়েকদিন আগেই শীর্ষস্তরের বেশ কিছু পদে পরিবর্তন আনা হয়।

শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার পর কমিশনের কড়া বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ মার্চ ঃ বাংলায় ভোট ঘোষণার ঠিক আগের দিন, মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, তৃণমূলের মন্ত্রীকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার সময় শশী পাঁজা বাড়িতেই ছিলেন এবং ইটের আঘাতে তিনি আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। আজ ভোট ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে জাতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এ ঘটনায় জবাব দেন। তিনি বলেন, এখন থেকে আর্দশ আচরণ বিধি কার্যকর। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিপ ফেক বা অন্যান্য বিষয়ে যেকোনো অভিযোগ এলে নোডাল অফিসাররা ব্যবস্থা নেবেন। এফআইআর দায়ের করা হবে এবং আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, শনিবার ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার সময় হামলা চালানো হয় শশী পাঁজার বাড়িতে। অভিযোগ, গিরিশ পার্কে বহিরাগত বিজেপি কর্মীরা মন্ত্রীর বাড়ির সামনে থাকা 'ছবি বিজেপি' ব্যানার ছিড়ে ফেলেন। তার পর বাড়িতে ইট ছোড়া হয়। শশী পাঁজা অভিযোগ করেন, বহিরাগতরা বাস থেকে নেমে আমার বাড়ির সামনে প্ল্যাকার্ড ছিড়ে পালিয়ে গেছে। এরা মুখোমুখি লড়াই করার সাহস রাখে না। আমার বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে গেছে, আমাকে আঘাত করা হয়েছে, এবং খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। মামলায় ধারা রয়েছে খুনের চেষ্টা, সরকারি কর্মীদের মারধর, দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা, ধারালো অস্ত্র ব্যবহার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাঙচুর ও বেআইনি জমায়েত। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রথমে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে আরও পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়। সব অভিযুক্তই বিজেপি কর্মী বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর কমিশনের স্পষ্ট বার্তা হলো, নির্বাচনী প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ও আইনের মধ্যে পরিচালিত হবে। ভোট ঘোষণার আগে আর্দশ আচরণ বিধি কার্যকর করা হয়েছে, যা নির্বাচনী আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই বিধি কার্যকর হওয়ার পর যে কোনও ধরনের হিংসা, হামলা বা রাজনৈতিক উত্তেজনা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে। শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনা এবং কমিশনের প্রতিক্রিয়া একদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখালেও, অন্যদিকে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও আইন মেনে চলার গুরুত্বও ফুটিয়ে তুলেছে।

হিংসা বরদাস্ত নয়, ভোট লুঠ বন্ধ করাই লক্ষ্য-কড়া বার্তা জ্ঞানেশ কুমারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গসহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার দিনই নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে- কোনও ধরনের হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, এবারের ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। আজ রবিবার বিজ্ঞান ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার জানান, বাংলায় এবারের নির্বাচন দু'দফায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিল। ভোট গণনা হবে ৪ মে। কমিশন ইতিমধ্যে ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার স্থান এবং দায়িত্বরত পুলিশ আধিকারিকদের তালিকাও প্রস্তুত করেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের শরণাপন্ন বার্তা ছিল স্পষ্টঃভোট প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের হিংসা সহ্য করা হবে না। হিংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশন সমস্ত ভোটকর্মী ও পুলিশকর্মীদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছে, যাতে তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ভুয়ো তথ্য ও ডিপফেক ভিডিও ছ।ানো প্রতিরোধে কমিশন বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। নোডাল অফিসাররা সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখবেন, ভুয়ো ভিডিও ও তথ্য মুছে ফেলা হবে এবং এফআইআর দায়েরের ব্যবস্থা করা হবে। ভোটে কোনো ধরনের ভুয়ো প্রচারণা, বিভ্রান্তিকর পোস্ট বা হিংসাত্মক কার্যকলাপ যাতে মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হবে। ভোটের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ভোট লুঠ প্রতিরোধেও কমিশন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ভোটের দিন প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর ভোটের হার প্রকাশ করা হবে। ভিভিপ্যাট ও ইভিএমের তথ্য মিলিয়ে যেকোনও গরমিল থাকলে তা বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হবে, যা ভোট গণনা এজেন্টদের সামনে সম্পন্ন হবে। ভোট গণনার পরেও কোনও প্রার্থী ইভিএম পরীক্ষা চাওয়ার ক্ষেত্রে সাত দিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। জ্ঞানেশ কুমারের বার্তা স্পষ্ট এবারের নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। ভোট হিংসা।

খুঁজে বের করে হত্যা করব নেতানিয়াহুকে-ইরানের কড়া হুমকি

১৫ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ক্রমশ চরমে পৌঁছেছে। ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলা সংঘাতের আবহে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ঘিরে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক মহলে। তাঁর মৃত্যু হয়েছে-এমন গুজব সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও পরে ইজরায়েল সরকার সেই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করে। কিন্তু সেই ঘটনার পরই আরও কঠোর হুঁশিয়ারি দিল ইরান। ইরানের সেনা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, নেতানিয়াহু যদি সত্যিই জীবিত থাকেন, তাহলে তাঁকে খুঁজে বের করে হত্যা করা হবে। ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এক বিবৃতিতে এই হুমকি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং তাঁকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হবে। তাদের বক্তব্য, নেতানিয়াহু একজন অপরাধী। তিনি অসংখ্য নিরীহ শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। যদি তিনি সত্যিই জীবিত থাকেন, তাহলে তাঁকে খুঁজে বের করে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। এই ঘোষণার পরই ইজরায়েলের দিকে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। জানা গেছে, অন্তত ছয়টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোড়া হয়েছে তেল আভিভসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দিকে। যদিও ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'ডোম' সেই হামলার বেশিরভাগই প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজরায়েলি সেনা। গত প্রায় ১৬ দিন ধরে ইরানের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জ।য়ে রয়েছে ইজরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র। এই সংঘর্ষে দুই পক্ষই পাল্টাপাল্টি হামলা চালাচ্ছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই শুক্রবার একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছিলেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। সেখানে তিনি চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সেই ভিডিও প্রকাশের পরই নতুন বিতর্কের জন্ম হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু ব্যবহারকারী দাবি করেন, ভিডিওটি নাকি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। কারণ ভিডিওর একটি ফ্রেমে নেতানিয়াহুর ডান হাতে ছয়টি আঙুল দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই বিষয়টি নিয়ে নেটদুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনা শুরু

হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, নেতানিয়াহু কি সত্যিই জীবিত আছেন? নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর ভিডিও তৈরি করে প্রচার করা হচ্ছে? এমনকি মার্কিন রাজনৈতিক মহলেও এই নিয়ে কিছুটা জল্পনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতেই দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। একটি সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়, নেতানিয়াহু সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং তাঁর মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ধরনের গুজব ছড়ানোকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও দাবি করা হয়। তবে ইরানের পক্ষ থেকে সেই ব্যাখ্যা মানা হয়নি। বরং নেতানিয়াহুর জীবিত থাকার খবর প্রকাশ্যে আসার পরই আরও কড়া ভাষায় বিবৃতি দেয় ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস। তাদের বক্তব্য, ইজরায়েলের নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানো অব্যাহত থাকবে। এই হুমকির আবহেই তেল আভিভসহ ইজরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। যদিও ইজরায়েলের উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমের সাহায্যে অধিকাংশ মিসাইল মাঝ আকাশেই ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই সংঘাতের পটভূমিতে রয়েছে সাম্প্রতিক এক বড় সামরিক অভিযান। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে যৌথভাবে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল। সেই অভিযানে তেহরানসহ ইরানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইরানের সামরিক অবকাঠামোর ব। অংশ ধ্বংস হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। এই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই নিহত হয়েছেন বলে খবর ছ।য়ে পড়ে, যা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেয়। এর জবাবে ইরান দ্রুত পাল্টা হামলা শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে একাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। কুয়েত, বাহরিন, ওমান, জর্ডন, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, সিরিয়া এবং তুরস্কের আকাশসীমায়ও হামলার চেষ্টা হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংঘাত এখন শুধুমাত্র দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ধীরে ধীরে তা পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠছে।বর্তমানে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, দুই পক্ষই একে অপরের শীর্ষ নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে আন্তর্জাতিক মহলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইরান সরাসরি নেতানিয়াহুকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে, অন্যদিকে ইজরায়েলও ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানোর কথা ইঙ্গিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ বা।ছে বিশ্বজুড়ে। কূটনৈতিক মহলের মতে, দ্রুত কোনও সমাধান না হলে এই সংঘাত আরও বড় আকার নিতে পারে এবং তার প্রভাব বিশ্ব রাজনীতিতেও পড়তে পারে।

সায়েন্স সিটিতে মঙ্গলাভিযানের রোমাঞ্চ, শুরু হলো নতুন থ্রি-ডি চলচ্চিত্র 'ওয়ান স্টেপ বিয়ন্ড'-এর প্রদর্শনী

কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ কলকাতার সায়েন্স সিটিতে (বিজ্ঞান নগরী) শুক্রবার থেকে শুরু হলো নতুন ফুলডোম থ্রি-ডি চলচ্চিত্র ওয়ান স্টেপ বিয়ন্ডঃএ জার্নি টু মার্স-এর প্রদর্শনী। দর্শকদের পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে মানবজাতির পরবর্তী মহাকাশ গন্তব্য- রহস্যময় মঙ্গল গ্রহের এক অসাধারণ যাত্রায় নিয়ে যাবে এই চলচ্চিত্রটি।ভারতের প্রথম থ্রি-ডি ফুলডোম ডিজিটাল থিয়েটার তথা কলকাতার সায়েন্স সিটিতে এদিন এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. গৌতম চট্টোপাধ্যায়। তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নাসা জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির বর্ষীয়ান বিজ্ঞানী এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যুক্ত।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামসের মহাপরিচালক এ. ডি. চৌধুরী, উপ-মহাপরিচালক কে. এস. মুরলি এবং সায়েন্স সিটি কলকাতার অধিকর্তা প্রমোদ গ্রোভারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।চলচ্চিত্রটি চাঁদে মানুষের প্রথম পদচিহ্নের ঐতিহাসিক মুহূর্ত থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানের চিত্র তুলে ধরেছে। এতে রকেট উৎক্ষেপণের রোমাঞ্চকর দৃশ্য, মহাকাশে জীবনযাপনের চ্যালেঞ্জ এবং আধুনিক প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে নাসার ' আর্টেমিস কর্মসূচির সাম্প্রতিক উন্নয়ন এবং পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সন্ধানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।উন্নত সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা এবং শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যের মাধ্যমে এই চলচ্চিত্র দর্শকদের মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থান এবং মঙ্গল গ্রহে পদার্পণের ঐতিহাসিক প্রস্তুতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। সায়েন্স সিটির ফুলডোম থ্রি-ডি থিয়েটারে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোট সাতবার এই ২৫ মিনিটের চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হবে। দর্শকরা তাঁদের পছন্দমতো বাংলা, হিন্দি অথবা ইংরেজি ভাষায় এটি দেখার সুযোগ পাবেন। গত শুক্রবার থেকেই সাধারণ দর্শকদের জন্য এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে জানান।

কলকাতায় সম্পন্ন হলো ৪৬তম পিএসপিবি ইন্টার-ইউনিট গলফ টুর্নামেন্ট, চ্যাম্পিয়ন ওআইএল-এ

কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রয়্যাল ক্যালকাটা গল্ফ ক্লাবে ৪৬তম পিএসপিবি ইন্টার - ইউনিট গলফ টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬ সম্পন্ন হল। ওই প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। পেট্রোলিয়াম সেক্টরের একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী গল্ফাররা উসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এদিন সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুষ্কর, জোনাল সিজিএম (কলকাতা) সাবিনা চৌধুরী, সদস্য সচিব, পেট্রোলিয়াম স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ড (পিএসপিবি) এবং সুনীল কুমার মীনা, প্রধান মহাপ্রবন্ধক (এইচআর), গেইল। সফলদের হাতেই ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগের বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত বিভাগে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স করে ' বেস্ট গলফার অফ দ্য টুর্নামেন্ট' খেতাব জেতেন গুঁতাস কাউর সান্ধু, যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড -কে। টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (নেট) বিভাগে রানার্স আপ হয় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড দল, আর চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিযার সামরিক মহড়ার মাঝেই উত্তর কোরিয়ার ১০টির বেশি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা, বাড়ছে পূর্ব এশিয়ার উত্তেজনা

সিউল,টোকিওঃ১৫ মার্চঃপূর্ব এশিয়ায় আবারও উত্তেজনা বাড়াল উত্তর কোরিয়া। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া চলাকালীন সময়েই ১০টির বেশি স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে দেশটি। গত শনিবার এই ঘটনার পর থেকেই অঞ্চলজুড়ে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র।দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, রাজধানী পিয়ংইয়াং-এর কাছে সুনান এলাকা থেকে স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় ১টা ২০ মিনিট নাগাদ একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়। ক্ষেপণাস্ত্রগুলি জাপান সাগরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উৎক্ষেপণের পর ক্ষেপণাস্ত্রগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং সেগুলি সমুদ্রের দিকে গিয়ে পড়েছে।এই ঘটনার পরই জাপানের তরফেও প্রতিক্রিয়া আসে। জাপান কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, উৎক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্তত একটি ক্ষেপণাস্ত্র সম্ভবত জাপানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার ফলে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তবুও ঘটনাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে টোকিও প্রশাসন।পরিস্থিতির দ্রুত পর্যালোচনার জন্য জাপান সরকারের তরফে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং নিরাপত্তা সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সম্ভাব্য পরিস্থিতি এবং ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করছেন। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যদি আরও কোনও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়, তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও জানা গেছে।অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ বাহিনীর প্রধানদের দফতর জানিয়েছে, এই ঘটনার পর দেশটির সেনাবাহিনী নজরদারি আরও জোরদার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সঙ্গে সমন্বয় করে পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যে কোনও সম্ভাব্য নতুন উৎক্ষেপণের পরিস্থিতির জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষায় সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, এই সময়েই যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই মহড়াকে ঘিরে বহুদিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে আসছে উত্তর কোরিয়া। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার দাবি, এই সামরিক অনুশীলন সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক এবং এর লক্ষ্য কেবল আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করা। তারা বলেছে, উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলার প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এই ধরনের মহড়া পরিচালিত হয়।এদিকে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা Kim Jong-un-এর বোন Kim Yo-jong এই সামরিক মহড়ার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার এই ধরনের সামরিক অনুশীলন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করছে এবং উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। তাঁর মতে, এমন পরিস্থিতিতে বড় মাপের সামরিক মহড়া চালানো কার্যত সংঘাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।বিশ্লেষকদের মতে, উত্তর কোরিযার এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা মূলত শক্তি প্রদর্শনের কৌশল। প্রায়ই দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ মহড়ার সময়ই উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা বা সামরিক শক্তি প্রদর্শনের পদক্ষেপ নেয়। এর মাধ্যমে দেশটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে চায় বলেই মনে করা হয়।উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত দুই দশক ধরে উত্তর কোরিয়া তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেশটি এমন ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে যা পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক মহলে এই কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে।এই কারণে ২০০৬ সাল থেকে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে United Nations Security Council। পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি সীমিত করার উদ্দেশ্যে এসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও, পিয়ংইয়াং প্রশাসন তাদের সামরিক উন্নয়ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।সাম্প্রতিক এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই যৌথভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনগুলিতে এই অঞ্চলে সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়তে পারে।বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও, উত্তর কোরিয়ার এই ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। পূর্ব এশিয়ার ভূরাজনৈতিক সমীকরণে এই ঘটনার প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়ে নজর রয়েছে বিশ্ব কূটনীতিকদের।

এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত, গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন ছত্তিশগড়ের প্রশাসনের

বলরামপুর, ১৫ মার্চ ঃ এলপিজি গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে ছত্তিশগড়ের প্রশাসন। ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের পর্যালোচনা বৈঠকের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করা হযেছে।খাদ্য দফতর সূত্রে জানানো হযেছে, তেল সংস্থাগুলির কাছে এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে গুজব বা বিভ্রান্তিকর প্রচারে কান না দিয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে এলপিজি বুকিং বা পেট্রোল-ডিজেল মজুত না করার অনুরোধ জানানো হযেছে।এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেলের অবৈধ মজুত ও অপব্যবহার রুখতে খাদ্য দফতর এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ দল তল্লাশি চালিয়ে ব্যবস্থা নেবে। কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে প্রয়োজনীয় পণ্য আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।প্রশাসন জানিয়েছে, এলপিজি, পেট্রোল বা ডিজেল পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে গ্রাহকেরা খাদ্য দফতরের ১৮০০-২৩৩-৩৬৬৩ বা ১৯৬৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া রাজ্যস্তরের কন্ট্রোল রুম ০৭৭১-২৫১১৯৭৫ নম্বরেও অভিযোগ জানানো যাবে। অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্যে এলপিজি গ্যাসের বুকিং, বিতরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরও সুসংগঠিত করতে অতিরিক্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, গৃহস্থালির এলপিজি-র পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ে গ্রাহকদের সিলিন্ডার সরবরাহ করা হবে।গৃহস্থালির এলপিজি গ্রাহকদের নির্দিষ্ট ব্যবধানে রিফিল বুকিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তেল সংস্থাগুলির নির্দেশ অনুযায়ী শহরে দুটি বুকিংয়ের মধ্যে ২৫ দিন এবং গ্রামীণ এলাকায় ৪৫ দিনের ব্যবধান রাখা বাধ্যতামূলক। গুজবের কারণে বারবার অনলাইন বুকিং না করার আবেদনও জানানো হয়েছে। বাণিজ্যিক এলপিজি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে আপাতত হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। দাহ্যবিস্ফোরক পদার্থ রাখার সরকারি অনুমতি ছাড়া সর্বোচ্চ ১০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত এলপিজি মজুত রাখার অনুমতি রয়েছে।এছাড়া এলপিজি সিলিন্ডারের মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে জেলা প্রশাসন ও তেল সংস্থাগুলি কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। সমস্ত গ্যাস এজেন্সিকে তাদের কাছে থাকা এলপিজির মজুতের তথ্য প্রকাশ করার এবং প্রতিদিন জেলা কন্ট্রোল রুমে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দাম বাড়ছে জাতীয় সড়কের বার্ষিক ফাস্ট ট্যাগ পাসের, কার্যকর ১ এপ্রিল থেকে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ জাতীয় সড়কের বার্ষিক ফাস্ট ট্যাগ পাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় সাক কর্তৃপক্ষ। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হবে। রবিবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত চার চাকার গাড়ির জন্য ৩ হাজার টাকার এই পাস নতুন আর্থিক বছর থেকে হবে ৩০৭৫ টাকা। দাম বাড়লেও বাকি সব নিয়ম অপরিবর্তিত থাকছে বলেই জানা গিয়েছে। ফলে এই পাসের মেয়াদ আগের মতোই থাকছে ১ বছর এবং ২০০ বার একটি গাড়ি টোল প্লাজা পেরোতে পারবে। এই পাস থাকলে সেই গাড়িকে আলাদা করে গোটা দেশের কোনও জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স দিতে হয় না।

রাজ্যে পুরোহিত ও ময়াজ্জিনদের সাম্মানিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ রাজ্যের পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের মাসিক সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে এখন থেকে তাঁরা মাথাপিছু ১,৫০০ টাকার পরিবর্তে প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন।রবিবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডেলে একটি বার্তার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি লেখেন, আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যাঁদের সেবা গুরুত্বপূর্ণ, সেই পুরোহিত ও ময়াজ্জিনদের জন্য প্রদত্ত মাসিক সাম্মানিক ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে তাঁরা এখন প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে পাবেন।এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের পক্ষ থেকে জমা পড়া সমস্ত নতুন আবেদনও রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেন, আমরা এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে গর্ববোধ করি যেখানে প্রতিটি সম্প্রদায় এবং প্রতিটি ঐতিহ্যকে মর্যাদা দেওয়া হয় ও শক্তিশালী করা হয়। আমাদের সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের রক্ষকরা যাতে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সহায়তা পান, সেই প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখব।রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার পুরোহিত ও মুয়াজ্জিন উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব

ভোপাল,১৫মার্চঃরবিবার পালিত হচ্ছে বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস। প্রতি বছর ১৫ মার্চ বিশ্বজুড়ে এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রাহকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা। নিরাপদ, ন্যায্য এবং টেকসই বাজারব্যবস্থায় উপভোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই দিবসটি বিশেষ তাপর্য বহন করে। একই সঙ্গে উপভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতি, আইন ও বিধান নিয়ে আলোচনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এই উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন Mohan Yadav। রবিবার এক বার্তায় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সকলকে বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবসের শুভেচ্ছা জানান। সামাজিক মাধ্যম স্ব-এ প্রকাশিত বার্তায় তিনি বলেন, অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল উপভোক্তা এবং তাঁদের সচেতনতা বাজারব্যবস্থাকে সঠিক দিশা দেয়।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেন যে, উপভোক্তাদের সচেতনতা বাজারকে শুধু গতি দেয় না, বরং বাজারের স্বচ্ছতা ও মান বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রত্যেক গ্রাহকের উচিত নিজের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা এবং পণ্য ও পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। তাঁর মতে, সচেতন গ্রাহকই সুস্থ ও ন্যায্য বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে ১৫ মার্চ এই দিনটি পালিত হয় উপভোক্তাদের অধিকার রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে। এই দিনটির মাধ্যমে গ্রাহকদের নিরাপত্তা, তথ্য জানার অধিকার, পছন্দের অধিকার এবং অভিযোগ জানানোর সুযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে সরকার, প্রশাসন এবং বিভিন্ন সংস্থাকে উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।এবারের বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হল টেকসই বা সুস্থায়ী জীবনযাত্রার দিকে রূপান্তর। পরিবেশবান্ধব ও দায়িত্বশীল ভোগব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এ বছরের মূল লক্ষ্য।বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ে বাজারব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ডিজিটাল কেনাকাটা বা অনলাইন পরিষেবার ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের অধিকার রক্ষা এবং প্রতারণা থেকে সুরক্ষা দেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস গ্রাহকদের সচেতন করে তোলার পাশাপাশি তাঁদের অধিকার রক্ষায় প্রশাসন ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও স্মরণ করিয়ে দেয়।এই দিনটি উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সচেতনতা কর্মসূচি, আলোচনা সভা এবং প্রচারাভিযানের মাধ্যমে গ্রাহকদের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে। এর মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং দায়িত্বশীল বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

রাহুল গান্ধী সংসদে যান চা-পকোড়া খেতে, সংসদের বিষয় বোঝেন নাঃঅমিত শাহ

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ ঃ ' রাহুল গান্ধী সংসদে চা-পকোড়া খেতে যান। তিনি সংসদের বিষয় বোঝেন না। সংসদ নাস্তা করার জায়গা নয়। সংসদে তিনি কিছু বলতে পারেন না, পালিয়ে বেড়ান। আর যেখানে ভারতের শক্তি দেখতে বিশ্বের মানুষ আসে, সেখানে তিনি বিরোধিতা করেন। ভারতের এআই সামিটের বিশ্বজুড়ে প্রশংসা হচ্ছে। অথচ কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে কাপড় খুলেছে। মোদী ও বিজেপির বিরোধিতা করতে করতে রাহুল গান্ধী ভারতের বিরোধিতা করছেন। মোদী এবং বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি দেশের নিন্দা করছেন।' বক্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গুয়াহাটির বিরুবাড়িতে নবনির্মিত ' প্রাগজ্যোতিষ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল', গোলাঘাট এবং তিনসুকিয়া ক্যানসার কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং তিন জেলায় তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও একটি জেলা হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উদাত্ত ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিত শাহ বলে, গুজরাট-মহারাষ্ট্রের মতো উন্নত হয়েছে অসমের স্বাস্থ্যসেবা। এ জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন করে বক্তব্যের শুরুতে তিনি আদ্যাশক্তি কামাখ্যা দেবী এবং মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মাধবদেবকে স্মরণ করেন। এছাড়া লাচিত বড়ফুকন, বীর চিলারায় এবং মহারাজ পৃথুকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুদিনের সফরে গত শনিবার বিকালে গুয়াহাটি এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ খানাপাড়ায় আয়োজিত বিশাল যুব শক্তি সমাবেশে তিনি অংশগ্রহণ করবেন।রাজ্যে বিজেপি সরকারের কাজের ঢালাও প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, ১০ বছর আগে অসমের স্বাস্থ্যসেবা খুবই নিম্নমানের ছিল। আজ অসমের স্বাস্থ্যব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। অসমে একাধিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ক্যানসার ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠায় স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে।এ সময় তিনি শিল্পপতি রতন টাটাকেও স্মরণ করেন। শাহ বলেন, সরকারি হাসপাতালে প্রোটন থেরাপি থাকা দেশের প্রথম রাজ্য অসম। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বেশি। কংগ্রেস নিজেদের পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়েছিল, অথচ অসমের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবেনি।কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অসম থেকেই মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু অসমের স্বাস্থ্যখাতের জন্য তিনি কোনও পদক্ষেপ নেননি। কংগ্রেস আমলে স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছিল।অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, অসমে ৯৮ শতাংশ প্রসূতির সন্তানের জন্ম সরকারি হাসপাতালে হয়। গুজরাটের মতো অসমে তা সম্ভব হয়েছে হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে।

বাহিঃরাজ্যে রেফার কমাতে টেলিমেডিসিনে গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৫ মার্চ ঃ রাজ্যবাসীকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি বাহিঃরাজ্যে রোগী রেফারের সংখ্যা কমাতে টেলিমেডিসিনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার আগরতলাশ একটি হোটেলে অল ত্রিপুরা মেডিকেল সম্মেলনের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন দেশের চিকিৎসকদের অন্যতম প্রাচীন সংগঠন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতেও চিকিৎসক সমাজের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রশংসনীয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতার ফলেই নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ' ফ্রন্ট রানার স্টেট' হিসেবে অভিহিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা একটি মহ পেশা। রোগীদের প্রতি ধৈর্য ও সহমর্মিতার সঙ্গে পরিষেবা প্রদান করলে চিকিসকের প্রতি মানুষের আস্থা আরও বাড়বে।স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বাড়িয়ে ১৪১৩ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সুপার স্পেশালিটি ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ইতিমধ্যে সাতটি সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু হয়েছে। জিবিপি হাসপাতালে মা ও শিশু হাসপাতাল চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছে। জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে অপারেশন থিয়েটার চালু হওয়ায় জরুরি রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।তিনি আরও জানান, খোয়াই ও সিপাহীজলা জেলায় নতুন জেলা হাসপাতাল নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং গোমতী জেলা হাসপাতালে ১০০টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি আগরতলার রেন্টার্স কলোনিতে হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও টেপানিয়ায় আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে একটি হেলথ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও চলছে।অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ অবদানের জন্য আটজন চিকিৎসককে আইএমএ-ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, ডাঃ জয় চক্রবর্তী, ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ দীপঙ্কর পি ভৌমিকসহ বিশিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

শিমলা-সহ হিমাচলের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি-তুষারপাত, ঝড়-শিলাবৃষ্টির সতর্কতা

শিমলা, ১৫ মার্চ ঃ দীর্ঘদিনের শুষ্ক আবহাওয়ার পর অবশেষে হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাতের ফলে আবারও শীতের অনুভূতি ফিরে এসেছে। আবহাওয়া দফতরের জারি করা কমলা সতর্কতা জারির মধ্যেই রবিবার হঠাৎ আবহাওয়ার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।রাজধানী শিমলা, মানালি ও আশপাশের এলাকায় দিনভর ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা ছিল এবং কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। অন্যদিকে লাহৌল-স্পিতি, কিন্নৌর, কুল্লু ও চম্বার উঁচু পাহাড়ি এলাকায় মাঝেমধ্যে তুষারপাত চলছে। এর ফলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় ঠান্ডা আবার বেড়েছে।কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টির ঘটনাও ঘটেছে। তবে কৃষকদের জন্য এই বৃষ্টি স্বস্তির খবর। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় অনেক জায়গায় জমি শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং বিশেষ করে নীচু এলাকায় গমের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছিল। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৃষ্টি গমের ফসলের জন্য উপকারি হতে পারে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রবিবার ও সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় দমকা হাওয়া, বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকারা উৎসাহ এবং শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবেন এবং আপনার কাজের ধরনে অনুপ্রেরণা দেখা যাবে। শুভদিন

বৃষঃ বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে।

মিথুনঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনেক সুযোগের সংমিশ্রণ নিয়ে আসতে চলেছে।

সিংহঃ নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।

কন্যা ঃচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক স্পন্দন বিরাজ করছে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে নতুন শক্তি এবং সাহস অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি আসবে।

মকরঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য খুবই ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

মীনঃ র্ব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। এক খুশি-প্রাণোচ্ছল-স্নেহশীল মেজাজে-আপনার মিশুকে স্বভাব আপনার চারপাশে যারা আছেন তাদেরকে আনন্দ এবং খুশি এনে দেবে। বিবাহের যোগ হতে আজকে।

আবহাওয়া

রবিবার দুপুরের পর থেকে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হতে পারে। এর প্রভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের প্রায় সব জেলায়। রবিবার থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত গোটা বাংলার বিভিন্ন জেলায় দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির একটি নতুন ' শুরু হতে চলেছে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, সোমবার বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং নদিয়া জেলায় ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। শুধু বৃষ্টিই নয়, সোমবার এই জেলাগুলোতে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। মালদা ও দুই দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিসের তরফে উত্তরবঙ্গের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় এক বা দুই জায়গায়. বজ্রপাত সহ ঝড়ের সঙ্গে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে। আগামী সপ্তাহে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৬শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪০মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

কলকাতার খবর

কালীঘাটেও হামলা হতে পারে’-দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বঙ্গ সফরের দিনই রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটায় রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রীর অভিযোগ, এই হামলা বিজেপির দ্বারা পরিকল্পিত প্রাণনাশের চেষ্টা। ঠিক একই দিনে ব্রিগেডের মঞ্চে দাঁ।য়ে বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী মমতা বংঃদ্যাপাধ্যায়কে আইসিইউতে পাঠানোর হুমকি দিয়েছেন। দিলীপ ঘোষের মুখেও শোনা গেছে একই রকম হুমকির সুর। এসব ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, শশী পাঁজা আক্রান্ত হওয়ার পর এবার কি লক্ষ্য হতে পারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংঃদ্যাপাধ্যায়। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এমন হুমকি দিতে পারার বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রবিবার প্রাতঃভ্রমণের পর নিউটাউনের ইকো পার্কের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, বাইরের লোক লাগে না আমরাই তৃণমূলকে মারতে পারি। সারা বাংলায় মারব। আমার কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে আহ্বান করছি আমরা সামনে আছি। শুরু করেছি। আপনারা হাত লাগান। এবার আপনারাও হাত লাগান। কলকাতায় ঠুকতে পারলে, সারা বাংলায় ঢুকতে পারি। শশী পাঁজা

নাটক করছেন। গুরু যেমন চ্যালাও তেমন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিআই গ্রেপ্তারির সময় মব নিয়ে এসে পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছিলেন। কালও তাই করেছেন। মব নিয়ে বাসে ইট, পাটকেল ছুঁড়ছিলেন। বুঝতে পারেননি সব সময় একরকম হবে না। আমাদের কর্মীরা তৈরি হয়ে আছেন। এবার সাবধান না হলে শুধু মাথায় নয়, আরও অনেক জায়গায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। বোম, বন্দুক সব আনব। দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে হুঁশিয়ারির সুর স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেন, মনে রাখবেন, কাল প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা হিসাব। হিসাব মানে শুধু টাকার হিসাব নয়। এতদিন যা গুন্ডামি করেছেন, তার সব হিসাব চোকাতে হবে। যদি শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা হতে পারে। কালীঘাটেও হামলা হতে পারে। মদন মিত্র বা চেতলার বাড়িতেও হামলা হতে পারে। এবং হবেও এটা জেনে রাখুন। নাড্ডাজির উপর এখানে হামলা হয়েছিল। আমি নিজে গাড়িতে ছিলাম। মোদিতে গো ব্যাক হোর্ডিং দেয়। একদিন পেটাতেই হোর্ডিং নামিয়ে নিয়েছেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি তৃণমূলকেই নামিয়ে দেব।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির এই হুমকির রাজনীতি এক দিকে দলের অঙ্গসংগঠনের দুর্বলতা ও গোষ্ঠীকোঃদলের প্রতিফলন, অন্য দিকে ভোটের ফলাফল নিয়ে আশঙ্কার প্রকাশ। গত কয়েকটি নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি যে ফলাফল প্রত্যাশিতভাবে পাননি, তা দলের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছে। নির্বাচনী চাপ এবং গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে হুমকির রাজনীতি প্রকাশ্য হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের হুমকিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে। তারা দাবি করছে, বঙ্গবাসী হিংসার জবাব দেবে। রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে, ভোটের আগে এই ধরনের উত্তেজক বক্তব্য এবং হুমকির রাজনীতি দলের ভোটযুদ্ধকে আরও তীব্র করবে। শশী পাঁজার বাড়ি হামলার ঘটনা ও দিলীপ ঘোষের হুমকিপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাজ্যের রাজনীতি নতুন এক উত্তেজনাকেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে।

প্রার্থী ঠিক করবে দলই’-জল্পনার মাঝেই বার্তা লাভলি মৈত্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ একুশের নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিধায়ক এবার টিকিট নাও পেতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে। সেই গুঞ্জনের তালিকায. নাম শোনা যাচ্ছে সোনারপুর দক্ষিণের বিধাযক় লাভলি মৈত্রের। এমনও আলোচনা চলছে যে, তাঁকে অন্য কোনও কেন্দ্র থেকেও প্রার্থী করা হতে পারে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রবিবার নিজের এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে বেরিয়ে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন তিনি।

রবিবার লাঙলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর এলাকা থেকে একটি বাইক মিছিলের সূচনা হয়। সেখান থেকে মিছিল হরিনাভী, রাজপুর, সোনারপুর মোড়, ঘাসিযাড়া, তেমাথা হয়ে মকরামপুর পর্যন্ত যায়। মিছিলে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পুরো পথজুড়ে তৃণমূল কর্মীদের স্লোগান ও পতাকায় সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। এই কর্মসূচিকে ঘিরে

এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনাও চোখে পড়ে। টিকিট নিয়ে জল্পনার প্রসঙ্গে লাভলি মৈত্র স্পষ্টভাবে জানান, প্রার্থী কে হবেন বা কোথা থেকে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে দলের ওপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, প্রার্থী কে হবে, কোথায় হবে তা দল ঠিক করে। এটা দলের সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে আমরা কেউ কথা বলি না। আমার কাজ যেটা, আমি সেটা করছি এবং ভবিষ্যতেও সেটাই করে যাব। এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আসন্ন নির্বাচনের প্রসঙ্গও তোলেন। লাভলির দাবি, ভোট ঘোষণা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জয. নিশ্চিত। তিনি বলেন, সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভায় এই র‍্যালি করে আমরা বিজেপিকে একটা ট্রেলার দেখালাম। সিনেমা এখনও বাকি আছে।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, এসআইআর-এর নাম করে সাধারণ মানুষকে হযরানি করা হযেছে এবং বহু বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ঘটনার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ একজোট হয়েছে এবং ভোটের মাধ্যমেই তার জবাব দেবে। লাভলি মৈত্র বলেন, এ লড়াই শুধু ভোটের লড়াই নয়, এটা গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, এবারের নির্বাচনে বাংলায় পদ্মেরই জয়জয়কার হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে টিকিট জল্পনা এবং শক্তি প্রদর্শনের এই কর্মসূচি রাজ্যের নির্বাচনী আবহকে আরও তপ্ত করে তুলছে।

হরিপালে ২জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের বিদায় সংবর্ধনা

বিনয় সিংহরায় , হুগলি, ১৫ মার্চ ঃ হুগলী জেলার হরিপাল ব্লকের আশুতোষ অঞ্চলের অঙ্গনওয়াড়ী দুই কর্মীর চাকরী জীবনের অবসরকালীন বিদায় সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলকায় কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ী সহকর্মী ও আশুতোষ অঞ্চলের সুপার ভাইজার রিতু দে দ্বারা বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয় বিদায়ী কর্মী পূর্নীমা কোলে, অঞ্জনা চ্যাটার্জি কে। তারা দীর্ঘ ৩০ বছর সমাজের বিভিন্নস্তরে শিশু ও মায়েদের দেখভালে ও শিশুদের পড়াশোনা দায়িত্বে ছিলেন।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী কর্মীরা সহ আইসিডিএস, সুপার ভাইজার কর্মী ও আশুতোষ অঞ্চলের সকল অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা। অনুষ্ঠানটি হয় আমিনপুর শিশু আলয়কেন্দ্রে।

ব্যবসার বিকাশ, বিস্তার ও সম্প্রসারণের মঞ্চ

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চঃ নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে কথোপকথনের প্রাণস্পন্দিত পরিবেশ, সদ্য প্রস্তুত কফির সুগন্ধ এবং উদ্ভাবনী খাদ্য প্রদর্শনীতে ভরে উঠেছিল প্রদর্শনী হলগুলি। সেখানে এবছর ১০ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক খাদ্য ও আতিথ্য মেলার ৪০তম সংস্করণ। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক এবং ইন্ডিয়া ট্রেড প্রোমোশন অর্গানাইজেশন যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে। খাদ্য ও আতিথ্য ক্ষেত্রের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-থেকে-ব্যবসা মঞ্চ হিসেবে AAHAR প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বড় পরিসরের অংশগ্রহণ এই মেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একই সঙ্গে খাদ্য ও আতিথ্য শিল্পের ব্যবসার বিকাশ ও সম্প্রসারণে এটি একটি নির্ভরযোগ্য মঞ্চ। AAHAR -এ হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান, আমদানিকারক, পরিবেশক এবং সরবরাহকারী একত্রিত হন। এখানে আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যমে বহু ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব তৈরি হয়। গত কয়েক বছরে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখা গেছে। বহু উদ্যোক্তা প্রথমে দর্শক বা ক্রেতা হিসেবে মেলায় অংশ নেন। পরবর্তী সময়ে তারা নিজেদের ব্র্যান্ড নিয়ে প্রদর্শক হিসাবে ফিরে আসেন। এই অভিজ্ঞতা উদ্যোক্তাদের বাজার সম্পর্কে ধারণা বাড়ায় এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ২০২৬-এ বিভিন্ন রাজ্যের প্যাভিলিয়নের মধ্যে কেরলের প্যাভিলিয়ন আঞ্চলিক ব্যবসার বিস্তারের একটি উদাহরণ তুলে ধরেছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আরজি ফুডস -এর সূচনা ১৯৪০ সালে কেরলের কোঝিকোড়ে। প্রতিষ্ঠানটি তিলের তেল, সরষের তেল ও নারকেল তেল-সহ ভোজ্য তেল, পালাক্কাডান ভাদি মাট্টা চাল, প্রাতরাশের গুঁড়ো, কেরলের ঐতিহ্যবাহী স্ন্যাকস।

ঠাকুরনগরে শুরু হচ্ছে মতুয়া ধর্ম মহামেলা, ভোটার তালিকা বিতর্কে ভক্তরা চরম দ্বিধার সম্মুখীন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ ১৭ মার্চ থেকে গাইঘাটা ঠাকুরনগরে শুরু হচ্ছে প্রতিবছরের মতুয়া ধর্ম মহামেলা। ঠাকুরবাড়ি, যা ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত, ইতিমধ্যেই মেলার আয়োজনের জন্য সেজে উঠেছে। মেলার মাঠে দোকানপাট বসানো শুরু হয়েছে, এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছেন। এবারের মেলা ঘিরে মতুয়া ভক্তদের মধ্যে এক দিকে উৎসাহ আছে, অন্য দিকে আছে অস্বস্তি ও আতঙ্ক। কারণ, এবারই প্রথম তিনটি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ একসঙ্গে মেলার আয়োজন করছে। মতুয়া ভক্তরা জানাচ্ছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরেই চাইছিলেন যে তিনটি মহাসংঘ একসাথে মেলা আয়োজন করুক। ঠাকুরবাড়ি শুধু একটি মেলা বা আনন্দ উৎসবের জায়গা নয়, এটি তাঁদের জন্য ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতার কেন্দ্র। এখানে তারা ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, কামনাসাগরে পুণ্যস্নান করেন, এবং প্রার্থনা করেন। কিন্তু এবারের মেলায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে কিছুটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। একদিকে মেলার আনন্দ-উদ্দীপনা থাকলেও, ভোটার তালিকা নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে অনেকের মনে। সম্প্রতি এসআইআর-এর চূ।ান্ত ভোটার তালিকায় বহু মতুয়ার নাম বাদ পড়েছে। সেই কারণে তারা মেলায় যাবেন কি না তা নিয়ে দ্বিধা-বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। গণেশ বাইন নামের একজন ভক্ত জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে কি না জানি না। মন ভালো নেই। তবুও এবার মেলায় গিয়ে কামনাসাগরে পুণ্যস্নান করব। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যেন ভোটার তালিকায় নাম উঠে যায়। যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা অনেকেই এবার আর মেলায় যেতে চান না। তাঁদেরই একজন, অনিরুদ্ধ বিশ্বাস বলেন, মন ভালো নেই, তাই এবার মেলায় যাওয়ার ইচ্ছা নেই। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে অনেক ভক্ত ঠাকুরবাড়িতে যাবেন। তারা আশ্বাস পেয়েছিলেন যে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকবে, কিন্তু বাস্তবে নাম বাদ পড়ায় তারা হতাশ। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একাধিক মতুয়া ভক্ত জানাচ্ছেন,ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের কাছে আমরা কখনো এমন আশা করিনি। ওঁর কাছ থেকে সঠিক উত্তর না পেলে আমরা রাস্তায় নামব। মেলার আয়োজনকে কেন্দ্র করে তিনটি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ একত্রিত হয়েছে। তারা যৌথ কমিটি গঠন করেছেন, যাতে মেলার নির্বিঘ্ন আয়োজন সম্ভব হয়। এই তিন মহাসংঘের নেতৃত্বে আছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, কেংদ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুর এবং গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। রাজনৈতিক দিক থেকে এদের মধ্যে অনেক সময় উত্তেজনা এবং তর্কাতর্কি লেগেই থাকে। সাম্প্রতিককালে নাটমন্দিরে সুব্রত ঠাকুর ও তার ভাই শান্তনু ঠাকুরের মধ্যে বিবাদও প্রকাশ্যে এসেছে, যা মূলত সিএএ সহায়তা ক্যাম্প নিয়ে। মেলার আয়োজকরা জানিয়েছেন, তারা প্রত্যেক ভক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি, মেলার সময় সকল প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হবে। এবারের মেলা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

জীর্ণ সরকারি বাস সংস্কারের উদ্যোগ, কম খরচে নতুন রূপ দিতে বড় পরিকল্পনা পরিবহণ দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ সরকারি বাসে যাতাযাত করা বহু যাত্রীর কাছে পরিচিত এক অভিজ্ঞতা হল বাসের জীর্ণ অবস্থা। জানলা দিযে. বাইরে তাকালে শহরের দৃশ্য দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু বর্ষার সময় সেই জানলা দিযেই বাসের ভিতরে ঢুকে পড়ে জল। অনেক বাসে বসার সিটের গদি প্রায় উধাও, কোথাও আবার ফেটে বেরিয়ে এসেছে স্প্রিং। যাত্রীদের অভিযোগ, চলন্ত বাসে জানলার কাচ অনবরত কাঁপতে থাকে, যা যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি করে। বাসের ভিতরে পর্যাপ্ত আলোও থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে টিমটিমে এলইডি বাতি বা ঝুলে থাকা খোলা তার যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহু সরকারি বাসের অবস্থা কার্যত কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। পরিকল্পনা অনুযাযী, যেসব বাস এখনও যান্ত্রিকভাবে সচল রয়েছে কিন্তু বাহ্যিক কাঠামো বা অভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়েছে, সেগুলিকে বাতিল না করে নতুন করে সংস্কার করা হবে। কম খরচে সেই বাসগুলিকে আবারও পরিষেবা উপযোগী করে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে দপ্তর। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে পরিবহণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করা যাবে, অন্যদিকে সরকারি কোষাগারের উপর অতিরিক্ত চাপও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা স্বীকার করেছেন যে বহু পুরনো বাসের ইঞ্জিন এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু সেগুলির বডি, মেঝে এবং জানলা-দরজার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বাস বাতিল করার পরিবর্তে যদি কাঠামোগত সংস্কার করা যায়, তাহলে সেই বাসের আয়ু আরও কয়েক বছর বাড়ানো সম্ভব। একই সঙ্গে যাত্রীদের জন্য তুলনামূলক আরামদায়ক এবং নিরাপদ যাত্রার পরিবেশ তৈরি করা যাবে। এই সংস্কারের কাজের জন্য হাওড়ার দ্য শালিমার ওযার্কস লিমিটেডের ওয়ার্কশপকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেখানে বাসগুলির ক্ষতিগ্রস্ত বডি, ফ্লোর এবং অন্যান্য কাঠামোগত অংশ সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা হবে। প্রয়োজন হলে পুরনো অংশ সরিয়ে নতুন অংশ বসানো হবে। জানলা ও দরজার কাঠামোও নতুন করে তৈরি করা হবে। পাশাপাশি বাসের ভিতরের বৈদ্যুতিক সংযোগ, আলোর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নতুন করে বসানো হবে, যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং আরাম নিশ্চিত করা যায়। সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার পর বাসগুলিকে নতুন করে ভিতরে ও বাইরে রং করা হবে। এর ফলে বাসের চেহারাতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। তবে শুধু বাহ্যিক রূপ বদল করেই বাসগুলিকে রাস্তায় নামানো হবে না। পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, প্রতিটি বাসকে রাস্তায় নামানোর আগে সম্পূর্ণ ফিটনেস পরীক্ষা করা হবে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই বাসগুলি আবার যাত্রী পরিষেবায় ফিরবে। দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে প্রায় ১,৩০০টি সরকারি বাস বর্তমানে এমন জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, যেগুলির ইঞ্জিন সচল হলেও বাহ্যিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। পরিকল্পনা অনুযাযী. ধাপে ধাপে এই বাসগুলির সংস্কার করা হবে। একটি বাসের সম্পূর্ণ সংস্কার করতে প্রায় ৪০ দিন সময় .লাগতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। খরচের দিক থেকেও এই প্রকল্প তুলনামূলকভাবে সাশযী. বলে জানিয়েছে দপ্তর। প্রায .১০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের একটি বাস সংস্কার করতে আনুমানিক ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় হবে। অন্যদিকে ১০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের বাসের ক্ষেত্রে সেই খরচ প্রায .৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তার কথায, বর্তমানে একটি নতুন বাস কিনতে প্রায় এক কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে। সেই তুলনায় পুরনো বাসকে সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা অনেকটাই সাশ্রয়ী। তাঁর মতে, মোটামুটি এক-তৃতীযাংশ খরচেই একটি বাসকে প্রায় নতুনের মতো করে তোলা সম্ভব। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন গণপরিবহণ বিশেষজ্ঞরাও। তাঁদের মতে, পুরনো বাস বাতিল করে নতুন বাস কেনার তুলনায় এই পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে পুরনো কাঠামোর উপর নতুন বডি বসানোর সময় যান্ত্রিক স্থিতিশীলতা এবং ফিটনেস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করা জরুরি। কারণ সেই বিষয়টি যথাযথভাবে পরীক্ষা না করা হলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে যেতে পারে। সব মিলিয়ে পুরনো সরকারি বাসগুলিকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগ রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন গতি আনতে পারে বলেই মনে করছেন পরিবহণ মহলের একাংশ। যাত্রীদের আশা, সংস্কারের পর বাসগুলিতে যাত্রা আরও নিরাপদ ও আরামদায়ক হয়ে উঠবে।

দুর্গাপুরে লরির ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

দুর্গাপুর, ১৫ মার্চ (হি. স.)ঃ দুর্গাপুরে পথ দুর্ঘটনায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার অন্তর্গত এসবি মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি লরি পিসিবিএল রোড হয়ে এসবি মোড়ের দিকে আসছিল। অভিযোগ, লরিটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় থাকা এক মহিলাকে সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর আঘাতে ঘটনাস্থলেই মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতার নাম আশা দেবী (৫০)।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোক ওভেন থানার পুলিশ এবং মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। পুলিশ লরিটি আটক করার পাশাপাশি চালককেও আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

উদ্বোধন হলো কোচবিহারের প্রেসক্লাবের নতুন ভবন.... ৪র্থ পিলার

শিল্পী দত্ত কোচবিহার ১৫ মার্চঃ রবিবার কোচবিহার প্রেসক্লাবের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল। নতুন ভবনের নাম দেওযা. হযেছে ৪ র্থ পিলার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেযারম্যান দিলীপ সাহা পৌরসভার কাউন্সিলর তথা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজি দে ভৌমিক কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সম্পাদক গৌরহরি দাস সভাপতি অনুপম সাহা সহ অন্যান্য সকল সাংবাদিকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিযে .কিভাবে নতুন রূপে গড়ে উঠলো সেসব তুলে ধরেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজি দে ভৌমিক। উদ্বোধনের পর চেযারম্যান ছাড়াও পৌরসভার কাউন্সিলর সহ অন্যান্যরা বিভিন্ন ঘর ঘুরে দেখানো। রবীঃদ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গ উন্নযন় মন্ত্রী থাকাকালীন তিনিও কোচবিহার প্রেস ক্লাবকে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হন। পরবর্তীতে উদযন় গুহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হওয়ার সেই কাজের সূচনা হয়। কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ অনেকেই। প্রায় দেড় বছরের মাথায় এদিন নতুন ঘরের উদ্বোধন হতেই খুশি সাংবাদিকরা। বর্ষায় জলে ভিজে তত্ত্ব গরমে খবরের সন্ধানে সকাল থেকে রাত অব্দি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সাংবাদিকরা খবর পরিবেশন করেন সাধারণ মানুষের জন্য। এমত অবস্থায় কোচবিহার প্রেস ক্লাবের এই নতুন ভবন তাই তাদের কাছে জানো কল্পতরু। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার প্রেসক্লাবের সভাপতি অনুপম সাহা বলেন - রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রেসক্লাব নতুন ভবনের উদ্বোধন করতে আমরা সমর্থ্য হলাম পাশাপাশি তিনি বলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ সাহায্য ছাড়া অসম্ভব ছিল। দূর দূরান্ত থেকে সাংবাদিকরা কোচবিহারে খবর করতে আসেন তাদের থাকার জন্য একটি মাথাগোজার ঠাই হলো পাশাপাশি রোদে বৃষ্টিতে ভিজে যারা খবর সংগ্রহ করে অর্থাৎ আমরা সাংবাদিকরা তাদের জন্য নিজের একটি বাড়ি তৈরি হলো যেখানে একসাথে সপরিবারে সকলে কাজ করতে সমর্থ্য হবো।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও সামাজিক দায়িত্ব, উপলক্ষ্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিবেকানন্দ কলেজের উইমেন সেল এবং ইন্টারন্যাল কমপ্লেন কমিটি (আইসিসি)র উদ্যোগে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও সামাজিক দাযিত্ব বিষয়ের উপর একটি একদিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে নারী , পুরুষের সমতার গুরুত্ব তুলে ধরা, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। কলেজের অধ্যক্ষ ড. ভাস্কর মহানায়ক বলেন , আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিবেকানঃদ কলেজের উইমেন সেল ও ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি (আইসিসি)-র উদ্যোগে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ক সেমিনার আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষ সমতার মূল্যবোধ, নারীর অধিকার এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি অর্থবহ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা কেবল আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভব নয় এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, শিক্ষা এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। আমরা আশা করি, এই ধরনের আলোচনা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের আরও সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা সকল নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সুরক্ষার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অনুষ্ঠানটির সার্বিক

তত্ত্বাবধান করেন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চ্যাটার্জি। তিনি তাঁর বক্তব্যে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা , নারীর অধিকার এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, যে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করতে হলে আইনের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেকগার্ডেনস ওম্যান এন্ড চিল্ড্রেন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের প্রতিনিধি সুরঞ্জনা বসু। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমাজে নারীদের নিরাপত্তা, সচেতনতা এবং নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে শিক্ষা, সচেতনতা এবং পারস্পরিক সম্মানই জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবির মুখার্জি। তিনি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার আইনি দিক, ভুক্তভোগীদের জন্য আইনগত সহায়তা এবং সমাজের সকল মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে আইনগত সহায়তা পাওয়ার বিভিন্ন উপায় ও প্রক্রিয়ার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।সেমিনারে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার মাধ্যমে সবাই জেন্ডার সমতা, নারীর অধিকার এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে ওঠেন। অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল অতিথি, বক্তা এবং অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই সেমিনারটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিগেডে আলু চাষিদের দুরবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যঃ কেন্দ্রকেই দায়ী করছেন কৃষকেরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ মার্চঃ ব্রিগেডের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আলু চাষিদের দুরবস্থা নিয়ে মুখ খুললেও সেই পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে কৃষকদের একাংশের দাবি, তাঁদের এই দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই দায়ী। কৃষকদের মতে, গত কয়েক বছরে সারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কীটনাশকের দামও অগ্নিমূল্য হওয়ায় আলু চাষের খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাঁদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার যদি সারের ভর্তুকি বাড়াত, তাহলে চাষিদের এত বড় লোকসানের মুখে পড়তে হত না। কিন্তু এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কোনও প্রতিশ্রুতি শোনা যায়নি।

এদিকে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আলু চাষিদের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। যেসব সমবায় সমিতির হিমঘর রয়েছে, তারা আলু কেনা শুরু করেছে। হিমঘর মালিকদের ঋণ সংক্রান্ত সমস্যাও রাজ্য সরকার মিটিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে আরও জোরকদমে আলু কেনার কাজ শুরু হবে বলে আধিকারিকদের দাবি। এছাড়াও ‘ বাংলা’ স্টলের জন্যও আলু কেনা হচ্ছে। প্রায় এক হাজার মেট্রিক টন আলু কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, শনিবার জামালপুরে হিমঘর মালিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে এবং খুব শিগগিরই তারা আলু কেনা শুরু করবেন। কৃষকদের একাংশের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু ও শস্যবিমার মতো প্রকল্প তাঁদের

অনেকটাই সহায়তা করেছে। আলুর ফলন বেশি হলে প্রতি বছরই সরকার আলু কিনে থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে চাষিরা কাঁদছে। আমরা চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনছি, কিন্তু সেই রাজ্যগুলির সরকার এভাবে এগিয়ে আসে না। অন্যদিকে আলু চাষি সামসুর হাসান বলেন, সারের দাম এত বেশি না হলে আমরা সমস্যায় প।তাম না। বিশেষ করে ১০.২৬.২৬ সারের দাম গত পাঁচ বছরে অনেকটাই বে।ছে। পর্যাপ্ত সার সরবরাহ না হওয়ার সুযোগে কিছু ব্যবসায়ী কালোবাজারিও করছে।

আর এক চাষি ভৈরব দাসের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী চাষিদের নিয়ে রাজনীতির কথা বলেছেন। যদি সত্যিই কৃষকদের উন্নতি চাইতেন, তাহলে কৃষকদের জন্য কিছু ঘোষণা করতেন। কেন্দ্র চাইলে ধানের সহায়ক মূল্য বাড়াতে পারে, কিন্তু সেটাও করা হচ্ছে না। কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও সব জায়গায় আলু কেনা শুরু না হওয়ায় কিছু চাষির মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের উপর তাঁদের আস্থা রয়েছে বলেই দাবি প্রশাসনের। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য হিমঘরে আলু রাখার জায়গাও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সরকার সাড়ে ন’টাকা কেজি দরে আলু কেনা শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০৪ সংখ্যা, সোমবার, ১ চৈত্র, ১৪৩২

বাঙালি সঙ্গীত শিল্পী প্রতিমা

বাঙালির সঙ্গীতাভিজ্ঞতায় 'ছুটি' চলচ্চিত্রের সেই শীর্ণকায় ভ্রমরের মুখাবয়ব আর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ নিঃসৃত মরমী সুর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অরুন্ধতী দেবীর এই শিল্পকর্মে 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা' গানটি যখন পর্দার বিষণ্ণতায় প্রাণভোমরার মতো স্পন্দিত হয়েছিল, তখন থেকেই এটি প্রজন্মের কাছে এক পরম প্রাপ্তি হয়ে ওঠে। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই চিরচেনা গায়কিতে যে আত্মনিবেদন আর গভীর নির্ভরতা ফুটে উঠেছিল, তা বহু দশক ধরে শ্রোতাদের অশ্রুসজল করেছে। শিল্পীর কণ্ঠের সারল্য গানটিকে পৌঁছে দিয়েছিল আমজনতার অন্দরমহলে, যার রেশ আজও অম্লান। অনেকেই ধারণা করেন, এই অমর সৃষ্টি হয়তো গত শতকের ষাটের দশকেরই কোনো মৌলিক কাজ, যা আধুনিক চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই সুরের মায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো সুদূর অতীতের কাহিনী। স্মৃতির পর্দা সরালে দেখা যায়, এই গান প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক সৃষ্টি নয়, বরং এর শিকড় বিস্তৃত রয়েছে আরও চল্লিশ বছর আগের ইতিহাসে। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে, যখন ৭৮ আরপিএম গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে বাংলা গানের স্বর্ণযুগ সূচিত হচ্ছে, তখনই এই সুরের জয়যাত্রা শুরু। অনেকের মনে বিভ্রম জাগে যে এটি হয়তো রবীন্দ্রনাথ কিংবা সমকালীন কোনো পঞ্চকবির কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তবে এই কালজয়ী সৃষ্টির কারিগর ছিলেন এক বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভা। ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য শব্দচয়ন ও সুরমূর্ছনায় ১৯২৭-২৮ সাল নাগাদ এই গানটির জন্ম হয়। সে সময়কার প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আঙুরবালা দেবী প্রথম এই গানটি রেকর্ড করেছিলেন। আঙুরবালা দেবীর সেই আদি রেকর্ডেও ছিল একই রকম সমর্পণ, যা পরবর্তীকালে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা দেয়। ১৯২৭ সালের সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আঙুরবালা দেবী যখন গানটি গাইছেন, তখন তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী, এমনকি তাঁর নামাঙ্কিত পোশাক ও অলঙ্কার বাজারে চলত। সেই ঐতিহাসিক কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল 'আমি যে পথ চিনি না';র এই আকুতি। এই সৃষ্টির নেপথ্যে থাকা কারিগরের পরিচয়টিও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মানুষ ছিলেন এই ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদী সঙ্গীতের ছোঁয়া এই গানের কাঠামোকে দিয়েছিল এক অমোঘ আভিজাত্য। গানের প্রতিটি পঙক্তিতে যে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, তা মূলত সেই সময়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশের ফল। সৃষ্টির রহস্যটা এখানেই যে, স্রষ্টারা আড়ালে থেকে গেলেও সৃষ্টিটি মানুষের মুখে মুখে বেঁচে থেকেছে। কোনো বিশালাকার প্রচার ছাড়াই লোকশ্রুতির অন্তরালে এই গান প্রায় এক শতাব্দী ধরে বাঙালি সংস্কৃতির ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছে। আঙুরবালা দেবী থেকে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়;দুই প্রজন্মের দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী গানটিকে দুভাবে সজীব রেখেছেন। গানের মূল দর্শনটি লুকিয়ে আছে চরম আত্মসমর্পণের ভাবধারায়। জীবনের অন্ধকার ও পিচ্ছিল পথে যখন নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস টালমাটাল হয়ে পড়ে, তখনই কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির কাছে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বাসনা এখানে মূর্ত হয়েছে। 'সন্দেহের কণা কিছু রাখিব না';এই দৃঢ়তা কেবল প্রিয়জনের প্রতি নয়, বরং সমস্ত অস্তিত্বের মূলে থাকা পরম সত্তার প্রতি এক চিরন্তন আশ্বাস। অরুন্ধতী দেবী যখন তাঁর চলচ্চিত্রে গানটি ব্যবহার করেন, তিনি মূলত এই নির্ভরতার দর্শনটিকেই উপজীব্য করেন।

চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস

গত ১৪ মার্চ বিকেলবেলা ঠিক পৌনে তিনটের সময়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত চিন্তাবিদের সকল চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটে গেল। মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্যে তাঁকে একা রেখে একটু অন্যত্র গিয়েছিলাম আমরা, আর যখন ফিরে এলাম তখন দেখলাম নিজস্ব আরাম কেদারাটিতে শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি, তবে সে-নিদ্রা ছিল তাঁর চিরনিদ্রা। এই মানুষটির প্রয়াণে ইউরোপ ও আমেরিকার সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাসবিজ্ঞান উভয়েরই অপরিমেয় ক্ষতি হল। এই বিরাট প্রাণের মহাপ্রস্থানে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হল অতি দ্রুত তা অনুভূত হতে থাকবে। জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম যেমন আবিস্কার করেছেন ডারউইন, তেমনই মার্কস আবিস্কার করেছেন মানব-ইতিহাসের বিকাশের সূত্র। মতাদর্শের পর্দা পড়ে পড়ে আবরণ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এতকাল যা লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, মার্কস উদ্ধার করেছেন সেই সহজ-সরল সত্যটিকে , অর্থাৎ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করার আগে মানুষের একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন হল খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় আর পরনের বস্ত্রের; অর্থাৎ জীবনধারনের জন্যে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক বৈষয়িক উপাদানসমূহের উৎপাদন এবং, ফলত, এক নির্দিষ্ট যুগকালের মধ্যে অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ভিত্তি যার উপর বিবর্ধিত হয়ে উঠেছে একেকটি বিশেষ জনসমাজের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইন,সম্পর্কিত ধ্যানধারণা, শিল্প এবং এমনকী ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত , আর, সে-কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই উপরোক্ত ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত, এ -পর্যন্ত যেমনটা হয়ে এসেছে তেমন উল্টো দিক থেকে নয়। কিন্তু এই-ই সব নয়। আজকের দিনের পুঁজিবাদী উৎপাদন,পদ্ধতি এবং যে,বুর্জোয়া সমাজ এই উৎপাদন,পদ্ধতির সৃষ্টি তাদের নিয়ন্ত্রিত করে থাকে যে বিশেষ গতিতত্ত্ব তারও আবিষ্কর্তা মার্কসই। যে,সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় কী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, কী সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়পক্ষেরই পূর্ববর্তী সকল অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর সামিল হয়েছিল, উদ্বৃত্ত মূল্যের আবিষ্কার একেবারে সহসা সেই সমগ্র সমস্যাটির উপর আলোকপাত করল। এই জাতীয় দুটি আবিষ্কারই যেকোন মানুষের সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। এমন ধরনের একটি আবিস্কারের সৌভাগ্যও।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

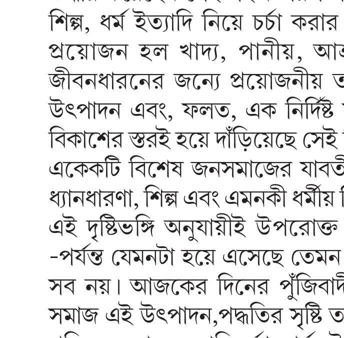

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া হবে না।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি চাই।

ব্রিটিশ শাসন কালে বঙ্গদেশের ভোট নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা ও গান রচনা করে গিয়েছেন দাদাঠাকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল

স্বদেশ প্রেমিক বাংলার ভোট রাজনীতি নিয়ে দাদাঠাকুর বহু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি একটি ভোট নিয়ে গানও রচনা করেন। ব্রিটিশ যুগে ভারতের শাসন কর্তা ব্রিটিশরা হলেও তারা কিন্তু আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে। তখন কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলররা নিজেদের নিজেদের ওয়ার্ডে কাজ করতেন। ছিল জেলা

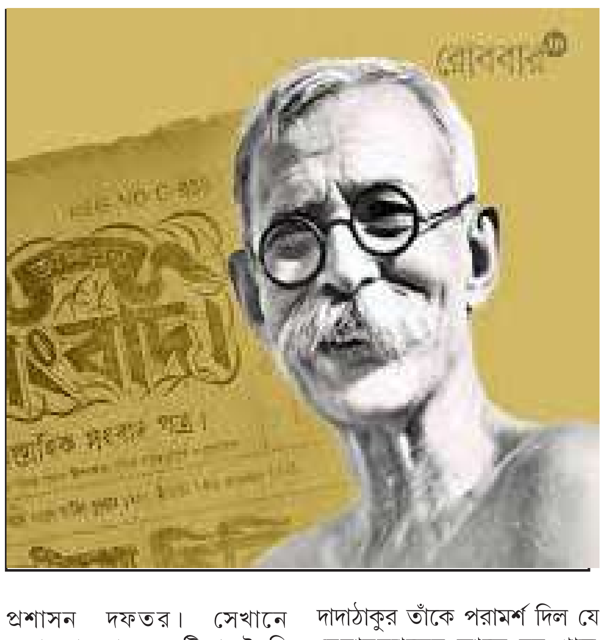

প্রশাসন দফতর। সেখানে চেয়ারম্যান নামে একটি পদ তৈরি করা হয়েছে। জেলার উন্নয়নের জন্য চেয়ারম্যান সব কিছু দেখভাল করতেন। তিনি জেলার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইংরেজরা শুধু দেশের দেশের প্রশাসনিক শাসন ক্ষমতার ধারক এবং বাহক ছিলেন। বাকি কাজ করতো নির্বাচিত দেশিয় প্রতিনিধিরা। ইংরেজ আমলে বাংলায় যত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে তা করেছে দেশিয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা। সেখানে কিন্তু ইংরেজরা কোনও রকমভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। তারা শুধু দেখভাল করার দায়িত্বে ছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরা প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তারাই আইন বলবৎ করতেন এবং জেলার প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে জেলাকে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব নিতেন। জেলার উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থায় যাতে কোনও গলদ না থাকে তার জন্য নেটিভদের কাছে ব্যবহার করতেন সাহেবরা। আসলে সাহেবরা নেটিভদের দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তখন ভোট হতো। ভোট করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা হতো। সেই ভোট গ্রহণে সরাসরি অংশ গ্রহণ না করে গান রচনা করে গিয়েছেন দাদাঠাকুর। ভোট নিয়ে যে গান রচনা করে আজও তিনি অমর হয়ে রয়েছেন সকলের মনে। ব্যঙ্গ রসিকতা করতে ভালোবাসতেন দাদাঠাকুর।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিকচন্দ্রের ওপরে তিন আনা বদলে ছয় আনা কর দেওয়ার কথা বলা হয় তিন মাস অন্তর। তিন মাসে ছয় আনা পুরসভার ট্যাক্স দিতে হবে কার্তিকচন্দ্রকে। কার্তিক চন্দ্র এর প্রথাগত শিক্ষা ছিল না বলা যেতে পারে। কিন্তু সে ছিল পরোপকারী, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী। পুরসভার ওপরে গালমন্দ করতে শুরু করলে দাদাঠাকুর তাঁকে পরামর্শ দিল যে চেয়ারম্যানের কাছে দর খাস্ত করতে। দাদাঠাকুরের কথা শুনে কাঁপতে শুরু করল কার্তিকচন্দ্র। কার্তিকচন্দ্র যখন বারবার দরখাস্ত করে তাঁর কর মকুব করলেন না চেয়ারম্যান যখন দাদাঠাকুর ঠিক করে ফেললেন যে কার্তিকে জঙ্গিপুরের চেয়ারম্যান করে ছাড়বেন। তখনকার আইনানুযায়ী যারা দেড় আনা টাকা করে কর দেয় তারা চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার অধিকার অর্জন করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও চলবে। কার্তিকের ট্যাক্স যেহেতু দেড় টাকা বেড়ে গিয়েছে তাই সে পদের জন্য সে প্রার্থী হওয়ার অধিকারী। দাদাঠাকুর কার্তিককে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রার্থী করে দিলেন। এদিকে পুরসভার উচ্চবর্ণ এবং অভি জাতদের কর্তাদের মাথায় হাত। কোনওদিন যে এরজন চানাচুর ওয়ালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার ম্যান পদে প্রার্থী হবে সেটা কিন্তু তারা কল্পনা করতে পারেনি। তাদের মান সম্মান ধুলায় একেবারে লুটিয়ে যাবে সেই দিকে চিন্তাভাবনা করে তারা কার্তিকের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পেছনে দাদাঠাকুর মতো অমিত শক্তিশালী প্রতিভাধর ব্যক্তি রয়েছেন তখন তার খুঁত ধরবে কে? সুতরাং লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। দাদাঠাকুরের পরামর্শ মতো কার্তিক লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোট চাইতে শুরু করে দিল। দাদাঠাকুরের কথা মতো কার্তিক সবাইকে ভরসা দিয়ে ছিলেন যাদের পুর কর বেড়েছে তাদের কর কমিয়ে দেবে। বছরে এত কর দিতে হবে না গরিব পরিবারদের। দাদাঠাকুরের বলে দেওয়া কথাগুলো কার্তিক প্রচার করতে শুরু করলো। প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় কার্তিক তার সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী মিছিল করা করে তাকে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করতো। দাদাঠাকুর নির্বাচনী মিছিলের জন্য একটি গানও রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই বিখ্যাত গানটি হচ্ছে-'ভোট দিয়ে যা আয় ভোটার আয়,/ মাছ কুটলে মুড়ো দিব, /গাই বিয়োলে দুধ দিব,/ দুধ খেতে বাটি দিব, সুদ দিলে টাকা দিব, / ফি দিলে উকিল হব / চাল দিলে ভাত দিব,/ মিটি-এ যাব না, অবসর পাব না, /কোনো কাজে লাগবো না,/ যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।' বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন অভিনব প্রচারে কার্তিকের তো কপাল খুলবে। ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে জঙ্গিপুর পুরসভার নির্বাচন সে বারে জয়ী হল চানাচুরওয়ালা কার্তিক। গাঁয়ের তেলেভাজার দোকান দার, হতদরিদ্র কার্তিক হল জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালের চেয়ার ম্যান। সব কমিশনারদের মাথায় হাত পড়ে গেল। তাদের পাশে বসবে অশিক্ষিত কার্তিক। সবাই একযোগে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের কাছে গিয়ে নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানাল। তার ফলে নির্বাচনে জয়ী হয়েও ক্যালকাটা গেজেটে কার্তিকের নাম বের প্রকাশ হল না। সব দেখে শুনে দাদাঠাকুর সোজা কলকাতায় এসে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। মরা কুকুরের গল্প থেকে শুরু করে ট্যাক্স বাড়িয়ে কার্তিকের মতো গরিব মানুষকে নির্যাতন করা ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনা করলেন দাদা ঠাকুর। বিষয়টি অনুধাবন করে কমিশনার আদেশ দিলেন কার্তিকের নাম গেজেটে প্রকাশ করতে। দুই দিন পরে গেজেটে কার্তিকের নাম প্রকাশ হল। দাদাঠাকুর এক কপি কিনে জঙ্গিপুরে ফিরলেন। দাদাঠাকুর গেজেটটি কার্তিকের নাম প্রকাশ পেয়েছে শুনে সে সোজা দাদাঠাকুরের পায়ে প্রণাম করলেন। দাদাঠাকুর তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে দর্প করে যেসব পুর কর্তারা তখন ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের সঙ্গে নিরক্ষর এক তেলেভাজার দোকানিকে সম মর্যাদার আসনে বসিয়ে মনুষ্যেত্বের গরিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন দাদাঠাকুর। শুধু নিজের নামটা সই করতে পারতো কার্তিক। কার্তিক নিজের নাম সই করে শুধু নিচে লিখে দিত জং মং কং অর্থাৎ জঙ্গিপুর মিউনিসি প্যালিটি কমিশনার। এইভাবে একজনকে মাটি থেকে টেনে নিয়ে এসে পুরসভার আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন দাদাঠাকুর। বহরমপুর পুরসভার সদস্য নির্বাচন। নির্বাচনে দুই প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী ছিলেন রমণী মোহন সেন এবং নীলমণি ভট্টাচার্য। তাঁদের মধ্যে কে জিতবেন সে ব্যাপারে দাদাঠাকুরকে ভবিষ্যত বাণী করতে অনুরোধ করা হল। দাদাঠাকুর বলেছিলেন,'এ তো একেবারে জলের মতো পরিস্কার, জয় হবে রমণীরই।' ফল বের হলে দেখা গেল সত্যিই জিতেছেন রমণীবাবুই। সবাই ধরলেন দাদাঠাকুরকে। 'আপনি কী করে জানতেন?' তাঁর উত্তর-'ও আমি আগেই বুঝে গিয়েছিলাম। Raw Money -সঙ্গে Nil Money পারবে কী করে?'। জঙ্গিপুর সংবাদে ১৩৩৪ সালে ৩৭ সংখ্যায় 'বাঙ্গালার ভিখারী' নিবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য-' বাঙ্গালয় ভিখারি অভাব নাই। .. গ্রন্থকার সমালোচনার ভিখারি। দেশভক্ত চাঁদার ভিখারি, সমস্ত দেশ অধিকারের ভিখারি। স্বর্ণগর্ভ চাটুর ভিখারি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈভবের ভিখারি, নিন্দুক পরগ্লানির ভিখারি, সংস্কারক পুঁজরক্তের ভিখারি, গোঁড়া কপটতার ভিখারি, রাত ভিখারি, দিন ভিখারি, বড়ো ভিখারি, ছোটো ভিখারি, ভোটের ভিখারি, খোদ নামের ভিখারি, ভিখারির সংখ্যা হয় না। এই সকল ভিখারির মধ্যে রাজদ্বারে ভিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ।' সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে দাদাঠাকুর একটি কবিতা রচনা করেছিলেন সেটা প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজারে ১৯৪৬ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের ৪৯ তম জন্মদিনে। সম্ভবত এটিই ছিল পদ্মবন্ধে রচিত প্রথম কবিতা দাদাঠাকুরের।

ভারতীয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হন নির্মলচন্দ্র। তাঁর প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীর প্রচার ঠেকাতে নির্মলবাবুর অনুগামীরা দাদাঠাকুরকে ধরে বসেন একটি জম্পেশ প্যারডি লিখে দেওয়ার জন্য। তিনিও সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ একটি গান রচনা করেন। সেটি শুনে নির্মলচন্দ্র খুব মজা পেয়ে কাগজখানি চেয়ে নিয়ে বলেন, ' এমন উঁচুমানের লেখাটি নির্বাচনের কাজে লাগানোর দরকার নেই, এটি আমার কাছে থাক।' তবে সেই গানখানির আর হদিশ মেলেনি। দিল্লিতে গিয়েছিলেন দাদাঠাকুর নির্মলচন্দ্রের অনুরোধে। সেখানে প্রচণ্ড শীত। নির্মলচন্দ্র গরম জামা কাপড় কিনে দিতে চাইলেও দাদাঠাকুর তা কিনতে নিষেধ করেন। দিল্লির প্রচণ্ড শীতে খালি পা, খালি গায়ে আলগা করে জড়ানোর সূতির একটা চাদর এবং পরণে ছোটো ধুতি এমন বেসেই সেখানে ঘুরে বেড়ালেন।

কলকাতার ডায়েরি ঃ কলকাতা ও প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধি

বুদ্ধদেব মিশ্র

'এ কলকাতার মধ্যে আছে আর একটি কলকাতা। কলকাতাকে দেখতে গেলে হেঁটে দেখা উচিত। এই কথা বলতেন কবি শঙ্খ ঘোষ। শহর কলকাতাকে আমাদের হেঁটে দেখতেহয়। তখন দেখা যায় যে তিলোত্তমার কলকাতার সঙ্গী হয় ইতিহাস।

শুরুটা আমাদের সদর দফতর থেকেই করা যাক। লালবাজার যে একটা গোটা এলাকা, স্রেফ একটা বড় লাল বাড়ি নয়, সেকথা খেয়াল

থাকে না অনেকেরই। জানতেন, এই লাল বাড়ি থেকে বড়জোর এক কিলোমিটার দূরে নেতাজী সুভাষ রোডের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে লন্ডনের পরেই পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম চা নিলাম কেন্দ্র অর্থাৎ tea auction house আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৮৮৬ সালে গঠিত হয় ক্যালকাটা টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন, কিন্তু কলকাতায় চায়ের নিলাম চলছে কমপক্ষে ১৮৬১ সাল থেকে। আজও এই কেন্দ্রে নিলাম হয় আসাম এবং দার্জিলিঙের বিশ্ববিখ্যাত চায়ের সম্ভার।

আরও শ'খানেক বছর পিছিয়ে যেতে চান? লালবাজারের 'ইন গেট' থেকে নাক বরাবর সোজা ঢুকে যান মিশন রো অর্থাৎ আর.এন. মুখার্জি রোডে। খুব বেশি হলে ২০০ মিটার হাঁটলেই 'ওল্ড মিশন চার্চ', যার নামে এই রাস্তার আদতে নামকরণ। জানতেন, ১৭৭০ সালে এই গির্জার নির্মাণ সম্পন্ন করান সুইডিশ পাদ্রী যোহান জাকারিয়া কিয়েরনান্ডার? শুধু তাই নয়, জন্মলগ্নে গির্জার রঙ ছিল টকটকে লাল, এবং তার ছায়া পড়ত যে দীঘিতে, সেটাই অনেকের মতে পরবর্তীকালে হয়ে যায় লালদীঘি। সেখান থেকেই কি লালবাজারও? এই থিওরি অনেকেই পোষণ করেন বটে, তবে এই নামকরণ নিয়ে আরও নানা মত রয়েছে। এই গির্জাতে মাইকেল খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। আজ সেই ঘটনার স্মৃতি স্বরূপ সাদামাটা চেহারার এই গির্জার দেওয়ালে দেখতে পাবেন ফলক।

ওল্ড মিশন চার্চ কিন্তু কলকাতার প্রাচীনতম গির্জা নয়। সেই সম্মানের অধিকারী যে উপাসনাগৃহ, তার পোশাকি নাম Church of the Holy Nazareth– লোকমুখে আর্মেনিয়ান চার্চ, পুরনো কলকাতার ভাষায় আর্মানি গির্জা। মোটামুটি জোব চার্নকের সময়কালেই , অর্থাৎ ১৬৯০-এর দশকে, কলকাতায় ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেন প্রধানত পশ্চিম এশিয়া থেকে আসা আর্মেনিয়ানরা। আজও তাঁদের নাম বহন করছে সুকিয়া স্ট্রিটের মতো কিছু রাস্তা, পার্ক স্ট্রিটে স্টিফেন কোর্টের মতো বাড়ি (নির্মাতা অ্যারাটুন স্টিফেন), বা মির্জা গালিব স্ট্রিটে আর্মেনিয়ান কলেজ।

অত্যন্ত দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন এঁরা। গোড়ার দিকে ধনসম্পত্তির নিরিখে অনায়াসেই ছাপিয়ে যেতেন ব্রিটিশদের। সেই বৈভবের আজও কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় লাল বাজার সদর দফতর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আর্মানি গির্জায়। আদতে কাঠের তৈরি এই ভবন নির্মাণ শেষ হয় ১৭০৭ সালে, কিন্তু কয়েক বছর পর এক বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় এবার ইট-চুন-সুরকি দিয়ে নতুন ভবন নির্মাণ হয় ১৭২৪ সালে। যদি কখনও ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে হয়, দেখে আসবেন এই গির্জার ঘণ্টা ঘর, এবং কলকাতার প্রাচীনতম কবরের বেশ কয়েকটি। লালবাজারের সদর দফতর থেকে বিবাদী বাগের দিকে মিনিট তিনেক হাঁটলেই সেন্ট অ্যানড্রুজ গির্জা। কলকাতার প্রতিটি রাস্তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। সেই সব ইতিহাসের পাতা খুলে ধরলে দেখতে পাওয়া যাবে কযেক শত বর্ষ প্রাচীন তার ইতিহাস। সেই সব আজানা ইতিহাস চর্চা এখন হয়ে থাকে। **ছবিতে ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

ক্ষতিকারক ডিজিটাল তথ্য থেকে শিশুদের রক্ষা করা দরকার

অনীক নস্কর

ডিজিটাল যুগে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষাঙ্খ সামাজিক মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা ও প্রযুক্তির সুফল রক্ষার জটিল সমীকরণ। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার আজকের পৃথিবীকে একেবারে অন্যরকম করে তুলেছে। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যম এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে এই প্রযুক্তি যেন জীবনের স্বাভাবিক পরিসর। তথ্য জানার জন্য বইয়ের পাতায় আর শুধু চোখ রাখতে হয় না, একটি মোবাইল ফোনেই পৃথিবীর বিশাল জ্ঞানভান্ডার খুলে যায়। শিক্ষা, বিনোদন, যোগাযোগ; সব ক্ষেত্রেই ডিজিটাল প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু এই বিপুল সম্ভাবনার পাশাপাশি একটি গভীর উদ্বেগও ক্রমশ সামনে আসছে। সেই উদ্বেগের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে শিশু ও কিশোররা। প্রশ্ন উঠছে, সামাজিক মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কীভাবে রক্ষা করা যাবে, অথচ একই সঙ্গে প্রযুক্তির সুফল থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হবে না;এই জটিল সমীকরণের সমাধান কোথায়।

সামাজিক মাধ্যমের বিস্তার মানুষের যোগাযোগের ধরন বদলে দিয়েছে। আগে বন্ধু বা আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ সীমাবদ্ধ ছিল নির্দিষ্ট পরিসরে, কিন্তু এখন বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে থাকা মানুষের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা যায়। শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি অনেক নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে তারা নতুন দক্ষতা শিখতে পারে, সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে, বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম তরুণদের আত্মপ্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তাদের চিন্তা, প্রতিভা ও স্বপ্ন প্রকাশের জন্য এই প্ল্যাটফর্মগুলির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রযুক্তির এমন কিছু দিকও রয়েছে যা শিশু-কিশোরদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য উদ্বেগজনক। সামাজিক মাধ্যমের অবারিত জগতে প্রবেশ করার পর তারা এমন অনেক বিষয়বস্তুর মুখোমুখি হয় যা তাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সহিংসতা, অশালীনতা, ভুয়ো তথ্য কিংবা ঘৃণামূলক বক্তব্য;এইসব বিষয় তাদের মানসিক জগতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শিশুদের মন অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গঠনপর্বে থাকে। এই সময় যদি তারা অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল পরিবেশে বড় হতে থাকে, তবে তাদের মানসিক ভারসাম্য ও সামাজিক আচরণে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি বড় সমস্যা;আসক্তি। সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে ব্যবহারকারীরা দীর্ঘ সময় ধরে প্ল্যাটফর্মে যুক্ত থাকে। একের পর এক ভিডিও, ছবি বা পোস্ট দেখার প্রবণতা শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্রুত আসক্তি তৈরি করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় তারা পড়াশোনা, খেলাধুলা কিংবা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিবর্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর ফলে শুধু পড়াশোনার ক্ষতি হয় না, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মাধ্যমে অন্যদের জীবনযাপনের ঝলমলে ছবি দেখে অনেক কিশোর-কিশোরীর মনে তুলনামূলক হীনমন্যতা তৈরি হয়। তারা মনে করতে শুরু করে যে অন্যরা অনেক বেশি সফল, সুন্দর বা জনপ্রিয়। এই ধরনের তুলনা অনেক সময় আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় এবং হতাশা বা উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। আবার অনলাইন ট্রোলিং বা সাইবার বুলিংয়ের মতো ঘটনাও ক্রমশ বাড়ছে। সামাজিক মাধ্যমে অপমান, বিদ্রুপ বা হুমকির শিকার হলে একটি কিশোরের মনে গভীর মানসিক আঘাত তৈরি হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করেন যে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মাধ্যম থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা উচিত। কিন্তু বাস্তবে এটি খুব সহজ সমাধান নয়। কারণ আজকের পৃথিবীতে ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকা প্রায় অসম্ভব। শিক্ষা, তথ্যপ্রাপ্তি এবং ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র; সবকিছুই ক্রমশ ডিজিটাল হয়ে উঠছে। যদি শিশুদের প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে পুরোপুরি বিরত রাখা হয়, তবে তারা ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক সমাজে পিছিয়ে পড়তে পারে। তাই প্রয়োজন এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ খুঁজে বের করা, যেখানে প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হবে কিন্তু তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষাও নিশ্চিত করা যাবে।

এই ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে পরিবার। শিশুদের প্রযুক্তি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে ওঠে অনেকাংশে পরিবারের পরিবেশে। যদি বাবা-মা নিজেরাই দীর্ঘ সময় মোবাইল বা সামাজিক মাধ্যমে ব্যস্ত থাকেন, তবে শিশুরাও সেই আচরণ অনুসরণ করবে। তাই প্রথমেই প্রয়োজন পরিবারের মধ্যে একটি সচেতন সংস্কৃতি তৈরি করা। শিশুদের বোঝাতে হবে প্রযুক্তি একটি উপকারী মাধ্যম, কিন্তু সেটিই জীবনের সবকিছু নয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সরাসরি কথোপকথন, একসঙ্গে সময় কাটানো এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব শিশুদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান দেওয়ার জায়গা নয়, বরং জীবনযাপনের মূল্যবোধ শেখানোর ক্ষেত্রও। শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। তাদের বোঝাতে হবে কীভাবে সামাজিক মাধ্যম দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে ভুয়ো তথ্য চিনতে হয় এবং কীভাবে অনলাইন হয়রানির মোকাবিলা করতে হয়। যদি ছোট বয়স থেকেই এই সচেতনতা তৈরি করা যায়, তবে ভবিষ্যতে তারা প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আরও সতর্ক ও পরিণত হতে পারবে।

সরকার এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলির দায়িত্বও কম নয়। তারা শিশুদের মনোযোগ ধরতে কৌশল নিচ্ছে।

বিদেশিরা বাংলার মন্দির ও সংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে

রসময় রায়

হংসেশ্বরী মন্দির। যাব বর্ধমান। প্রতিবারই হয় বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে অথবা নিবেদিতা সেতু হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে গিয়ে পড়ি। তারপর বুঝতে না বুঝতেই বর্ধমান পৌঁছে যাই। এই ঘর থেকে ওই ঘর যাওয়ার মত।

বহুবছর আগে এক সাক্ষাৎকারে একঘেয়েমি কাটাতে একটি মোক্ষম নিদান দিয়েছিলেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। বলেছিলেন, রোজ এক রাস্তা দিয়ে গন্তব্যে না গিয়ে দু'স্টপেজ আগে নেমে হেঁটে যাওয়া অথবা তিনটে স্টপ পেরিয়ে ফের গাড়ি ঘুরিয়ে ফেরার কথা। এতে নাকি ক্লান্তি কমে, সব কিছু একটু একটু নতুন লাগে।

শুনেছিলাম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের একটা বড় অংশ খুলে গেছে। নতুন রাস্তা দেখার কৌতূহল। তাই গুরু বাক্য মেনে আজ সেই পথেই গাড়ি বাড়ালাম। সাহেবরা একেই বলেন ডিট্যুওর।

রাস্তা নতুন, বেশ ফাঁকা। দিব্যি লাগছিল। হুগলী নদীর ওপর ঈশ্বর গুপ্ত সেতু পেরিয়ে হঠাৎ গুগল ম্যাপে চোখে পড়ল, ডানদিকে একটু দূরে ত্রিবেণী মহাশ্মশান। মনে পড়ে গেল ঐখানে দিদাকে নিয়ে এসেছিলাম ১৯৯০ সালের শীতকালে। আর বাবাকে নিয়ে ২০০৬ সালের ঘোর বর্ষায়। একটু আনমনাই হয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি বাঁদিকের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুব চেনা একটা মন্দিরের চুড়া। আরে এ তো হংসেশ্বরী মন্দির! নামটা বহুবার শুনেছি, ছবি দেখেছি কিন্তু যাওয়া হয়নি কখনও। আর সত্যি বলতে কি হংসেশ্বরী মন্দির যে এত কাছে, খেয়ালই ছিল না। মনে পড়ল, বছর দশ আগে কলকাতায় এসেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত ত্বকবিশেষজ্ঞ ও গবেষক ড. রবার্ট শোয়ার্টস। মানুষটি আদতে পোল্যান্ডের। সারাজীবন কাটিয়ে ছেন মার্কিন মুলুকে। সম্মেলনের মাঝে হঠাৎ একদিন তিনি জানালেন, বাংলার ক্রেমলিন দেখতে চান।প্রথমে ভেবেছিলাম সাহেব হয়ত আলিমুদ্দিন বা রাইটার্স বিল্ডিং দেখতে চাইছেন। ভুল ভাঙল একটু পরেই। বুঝলাম তিনি বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির দেখতে চান। একটু অবাকই হয়েছিলাম। আর বেশ সমস্যাতেও পড়েছিলাম। কারণ, কিভাবে যে সেখানে যেতে হয় সেটা আমাদের কারোই ভালো ভাবে জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত খোঁজখবর নিয়ে, তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, একটি গাড়িতে, সঙ্গে জনা দুই স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রী সহ। ফিরে এসে সেই সন্ধ্যায় দীর্ঘদেহী প্রবীণ মানুষটি হাসতে হাসতে আমায় বলেন,দেখো কৌশিক, আমি এত দূর থেকে এসে দেখে গেলাম, আর তোমরা এত কাছে থাকো, অথচ কোনোদিন যাওয়ার সময় পাওনি! কথাটা শুনে একটু লজ্জাই লেগেছিল। সেই সময় এসেছে আজ। আর না ভেবে গাড়ি ঘুরিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। ফের নৈকষ্য নাস্তিকটি পৌঁছে গেলেন একটা মন্দিরে। এবং আবার কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই। মন্দির পৌঁছতে পৌঁছতে উইকি খুলে পড়ে নিলাম। হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া শহরে অবস্থিত এই হংসেশ্বরী মন্দির বাংলার মন্দির স্থাপত্যের এক অভিনব নিদর্শন। দেবী হংসেশ্বরীকে হিন্দু পুরাণে মা আদি পরা শক্তি জগৎজননী দক্ষিণা কালীর এক রূপ হিসেবে পূজা করা হয়। ১৭৯৯ সালের ডিসেম্বরে রাজা নৃসিংহদেব রায় এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু ১৮০২ সালে দ্বিতীয় তলা নির্মাণের পরই তাঁর মৃত্যু ঘটে। পরে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রানী শঙ্করী ১৮১৪ সালে মন্দিরের নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন।

ভোটার তালিকায় নাম নেই মুর্শিদাবাদের তিন তৃণমূল বিধায়কের, ফের কি দল তাঁদের মনোনয়ন দেবে -উঠেছে বড় প্রশ্ন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৫ মার্চ ঃ রবিবারই পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গ সহ অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরির ভোটের নির্ঘণ্টা ঘোষণা করবেন বলে জানা গেছে। নির্বাচন কমিশন আজই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিলেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের তিন বিধায়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কিনা তা এখনও অনিশ্চিত হয়ে রইল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন, জলঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক এবং সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের নাম নেই। এই তিন তৃণমূল বিধায়কের নামই 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বর্তমানে এসআইআর-এর তথ্যগত অসঙ্গতির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করার জন্য ৭০০ জনেরও বেশি বিচারক এই কাজে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯৮ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই কাজ করছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে যে অসম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে 'বিচারাধীন' ছিল ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম। তার মধ্যে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ১১ লক্ষর বেশি ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়ে গেছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, গত ৯ বা ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে একটি 'সাপ্লিমেন্টারি' ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও রবিবার দুপুর পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন নতুন কোনও ভোটার তালিকা প্রকাশ করেনি। তার ফলে যে সমস্ত ভোটারের নাম এখনও 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়ে গেছে তাঁদের ভবিষ্যত কী হতে চলেছে তা এখনোও ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়ে গেছে। তবে তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ মনে করছেন, আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নিস্পত্তি হয়ে যাওয়া 'বিচারাধীন' ভোটারদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের তিন তৃণমূল বিধায়কের নাম ওই তালিকায় থাকবে। তৃণমূল সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের নাম এখনও 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়ে গেছে। তৃণমূল বিধান বাইরন বিশ্বাসের বাবা বাবর আলী বিশ্বাসের মোট পাঁচ সন্তান। ভোটার তালিকার 'ম্যাপিং' করার সময় এই নিয়ে কিছু সমস্যা হওয়ায় তৃণমূল বিধায়কের নাম প্রথম তালিকায় ওঠেনি বলে জানা গেছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের পিতা জহেদ আলী বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পদবির মিল না থাকায় 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে এই তৃণমূল বিধায়কের নাম প্রথম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে জলঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে। সূত্রের খবর জলঙ্গীর তৃণমূল বিধায়কের পিতার নাম কৈফতুল্লা মন্ডল। যদিও বিধায়ক নিজের পদবী লেখেন রাজ্জাক। 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে তাঁর নাম এখনও ভোটার তালিকায় নেই বলেই সূত্রের খবর। বিধায়ক ইতিমধ্যে যাবতীয় নথি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদেরকে জমা দিলেও এখনও তাঁর নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উঠেছে কিনা তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য তৃণমূল দলের কাছে নেই। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, কোনও আদালতের নির্দেশ না থাকলে ভোটার তালিকায় নাম না থাকা কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। কোনও রাজনৈতিক দল যেকোনও ব্যক্তিকে প্রার্থী করতেই পারেন। সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির নাম মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকায় অবশ্যই উঠতে হবে। অন্যদিকে নিজের বিধানসভার ক্ষেত্রে কোনও বৈধ ভোটারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় না থাকলে তাঁর হয়ে বিনা খরচে মামলা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। রাজ্যের মন্ত্রী রবিবার জানান, আমার এলাকার কোনও বৈধ ভোটারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় না থাকলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক তাঁদের সকলেরই ট্রাইবুনালে যাওয়ার অধিকার থাকবে। যদি কোনও বৈধ ভোটার ট্রাইবুনালে যেতে চান তাঁর মামলার খরচ আমি বহন করব। আখরুজ্জামান বলেন, বিচারাধীন তালিকায় থাকা ভোটারের 'কেস'গুলো কীভাবে সমাধান হচ্ছে, কতজনের 'কেস' নিস্পত্তি হয়েছে তা নিয়ে আমরা পুরোপুরি অন্ধকারে রয়েছি। তিনি জানান, ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' তালিকায় থাকা তিন বিধায়ককে যদি দলের তরফে ফের প্রার্থী করা হয় এবং তখনও যদি তাঁদের নাম তালিকায় না ওঠে সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ওই তিনজনকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে, যাতে তাঁদের 'কেস'গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত শুনানি করে সমাধান করে দেওয়া হয়। আমার ধারণা নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ভোটার তালিকার যে 'সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট' প্রকাশ করা হবে তাতে আমাদের দলের তিন বিধায়কের নাম থাকবে। তাঁরা কেউই অবৈধ ভোটার নন। কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনের তৈরি করা এক অদ্ভুত 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র শিকার এই তিনজন।

প্রাক্তন সেনাকর্মীদের কাজে লাগাতে আর্মি ওয়েলফেয়ার প্লেসমেন্ট অর্গানাইজেশন-এর সাথে হাত মেলাল শিয়ালদহ ডিভিশন

কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীদের অবসরের পর অর্থবহ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন আর্মি ওয়েলফেয়ার প্লেসমেন্ট

অর্গানাইজেশন (AWPO)-এর সাথে একটি মৌ স্বাক্ষরের চুক্তি (MoU) সম্পাদন করেছে। এই কৌশলগত সহযোগিতার মূল লক্ষ্য হলো ডিভিশন জুড়ে বিভিন্ন রেল স্টেশনে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের 'পয়েন্টসম্যান' হিসেবে নিয়োগ করা। এই অংশীদারিত্বের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তা ও রেল পরিচালনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কর্মী সংকট মেটানো পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধ, অভিজ্ঞতা এবং পেশাদারিত্বকে কাজে লাগানো। এই চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী, AWPO-এর সুপারিশকৃত প্রার্থীদের দ্বারা ১৬টি 'পয়েন্টসম্যান' পদ পূরণ করা হবে। রেলের 'স্টেশন ওয়ার্কিং রুলস' (SWR) এবং 'জেনারেল অ্যান্ড সাবসিডিয়ারি রুলস' (GSR) কঠোরভাবে মেনে চলে, ট্রেন চলাচলকে আরও মসৃণ ও নিরাপদ করে তোলার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। ট্র্যাকের পয়েন্টগুলো নিখুঁতভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে পয়েন্টসম্যানরা এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেন মাঠপর্যায়ের নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে চলার ক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠাই রেল ব্যবস্থায় যাত্রী নিরাপত্তার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। প্রাক্তন সেনাকর্মীদের তাঁদের প্রথম পেশাজীবন থেকে দ্বিতীয় পেশাজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটি একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তাঁদের নতুন দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তুলতে, নির্বাচিত প্রাক্তন সেনাকর্মী প্রার্থীদের ২২ দিনের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ এবং এরপর রেল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ২ দিনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই নিয়োগটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী প্রকৃতির এর মেয়াদ হবে এক বছর অথবা 'রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল' (RRC)-এর মাধ্যমে নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত-এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে, সেই সময়সীমা পর্যন্তই এই নিয়োগ বহাল থাকবে। শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং 'আর্মি ওয়েলফেয়ার প্লেসমেন্ট অর্গানাইজেশন'-এর পরিচালকের উপস্থিতিতে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এই সহযোগিতা জাতীয় সেবার প্রতি উভয় পক্ষের যৌথ অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রেলের পরিচালনাগত চাহিদার সাথে একীভূত হয়ে শিয়ালদহ ডিভিশন জুড়ে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নজরদারির মানকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি পুলিশের প্রধানগর থানা। শহরের দার্জিলিং মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার-সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হওয়া এই মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অভিযুক্তদের নাম এমডি সাদ্দাম ও রাজা মাহাতো। তারা দুজনেই মালদার বাসিন্দা। শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে দার্জিলিং মোড় এলাকায় ওত পাতে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সেই সময় দুই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করা হয়। পরে তাদের তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার। এরপর ওই দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ধৃত যুবকরা মালদা থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে শিলিগুড়িতে এসেছিল। দার্জিলিং মোড়ে নামার পর তারা একটি ছোট গাড়িতে করে ঝঙ্কার মোড়ের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবাসনে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ১৫ মার্চ ঃ হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের জেরে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুরের রূপনারায়ণপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রূপনারায়ণপুর এলাকার গুরুদ্বার সংলগ্ন একটি আবাসনে হঠ্যাৎই আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন দেখে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশকে ও দমকলে খবর দেয়। দমকলকর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। আগুনে হতাহতের কোনও খবর না থাকলেও আবাসনে থাকা বেশ কিছু আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে জানা গেছে।

বহিরাগত প্রার্থীর বিরোধিতায় পোস্টার বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ মার্চ ঃ বহিরাগত প্রার্থীর বিরোধিতা করে পোস্টার পড়ল বাঁকুড়ায়। রবিবার বাঁকুড়া জেলার ওন্দার নিকুঞ্জপুরের বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার দেখা যায়। পোস্টারের নীচে লেখা 'তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ'। গত বিধানসভা নির্বাচনে ওন্দা কেন্দ্র তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। তার আগে ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের বিধায়ক ছিলেন বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দা অরূপ খাঁ। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অতীতে বার বার ওন্দা বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাকে প্রার্থী করার দাবি তুলেছেন। এ বার বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই দাবিকেই জোরালো করতে তৃণমূলের একাংশ ওই পোস্টার দিয়েছে বলে দাবি। তবে ওন্দা ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন, কারা ওই পোস্টার দিয়েছেন জানা নেই, খোঁজ নিচ্ছি। বিষয়টি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বলে দাবি বিজেপির।

বন্দির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ মার্চ ঃ বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন এক বন্দির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার রতুয়া থানা এলাকা। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃতদেহ থানার সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখান পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ব্যক্তির নাম ভোলা মন্ডল (৫৫)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি ভাদো এলাকায় সেতাবুদ্দিন নামে এক ব্যবসায়ীকে আমবাগান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ভোলা মন্ডল-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছিল। ধৃত ভোলা মন্ডলকে প্রথমে চাঁচল মহকুমা সংশোধনাগার এবং পরে মালদা জেলা সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবারের দাবি, গত ১১ মার্চ ভোলা মন্ডল হঠাৎই বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে পুলিশি পাহারায় তাঁর চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলে, শনিবার রাতে পরিজন ও স্থানীয়রা রতুয়া থানার সামনে ভিড় জমান। পুলিশের বিরুদ্ধে সঠিক চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়। একপর্যায়ে তাঁরা মৃতদেহ রাস্তায় রেখে ১৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা নতুন সেবক-রংপো রেল প্রজেক্টের টানেল নং ৮-এ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন

মালিগাঁও, ১৫ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৬ সালের ১২ মার্চ সেবক-রংপো রেল প্রজেক্টে ৮ নম্বর টানেলের সফল খনন সম্পন্ন করার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। এই যুগান্তকারী সাফল্যটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড যৌথভাবে অর্জন করেছে, যা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই রেল সংযোগ প্রকল্পে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচনা করেছে। ৮ নম্বর টানেলটি এই প্রজেক্টের অন্যতম প্রধান টানেল, যার মোট দৈর্ঘ্য ৪.১৪৮ কিমি এবং একটি অতিরিক্ত অ্যাডিটের দৈর্ঘ্য ১.০১০ কিমি। টানেলটির খনন কার্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল - যার অন্তর্ভুক্ত ছিল অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষয়প্রাপ্ত ও ফাটলযুক্ত শিলাস্তর। পাহাড়ি ভূখণ্ডের অনিশ্চয়তা এবং সমীপবর্তী ন্যশনাল হাইওবে-১০ করিডোরের সাথে সম্পর্কিত সংবেদনশীলতার কারণেও এই কাজটি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। ৮ নম্বর টানেলে খনন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার সাথে, সেবক-রংপো রেলওয়ে প্রজেক্টের মোট ১৪টি টানেলের মধ্যে ১৩টিতেই এখন টানেল খনন কার্য শেষ হয়েছে। এই সাফল্যটি প্রজেক্টের সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রজেক্টের অন্যান্য প্রধান অংশেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হযেছে। মোট ৩২.৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের টানেল লাইনিংয়ের কাজ ১২টি টানেলে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, টানেললোর অভ্যন্তরে ২১ কিলোমিটার জুড়ে ব্যালাস্টবিহীন রেললাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রজেক্টটিকে পরিচালনগত প্রস্তুতির দিকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগ প্রজেক্টটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ প্রকল্প। এই প্রজেক্টের লক্ষ্য হলো সিকিম রাজ্যকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা এবং এটি ভারতীয় রেলওয়ের 'ক্যাপিটাল কানেক্টিভিটি' প্রকল্পের বৃহত্তর পদক্ষেপের একটি অংশ। প্রজেক্টটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৪.৯৬ কিমি, যার মধ্যে ৪১.৫৫ কিমি পশ্চিমবঙ্গে এবং ৩.৪১ কিমি সিকিমে অবস্থিত। এই রুটের প্রায় ৩৮.৬২৩ কিমি (প্রায় ৮৬ শতাংশ) টানেলের মধ্য দিয়ে, ২.২৪ কিমি ব্রিজের ওপর দিয়ে এবং ৪.৭৯ কিমি উন্মুক্ত কাটিং ও স্টেশন ইয়ার্ড নিয়ে বিস্তৃত। নির্মাণকাজে ১৪টি টানেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে দীর্ঘতম টানেলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫.৩০ কিলোমিটার এবং ক্ষুদ্রতম টানেলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৩৮ মিটার। এই প্রজেক্টে ১৩টি মেজর ব্রিজ এবং ১০টি মাইনর ব্রিজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নতুন রেলপথে পাঁচটি স্টেশন থাকবে - যা সেবক, রিয়াং, মেলি, রংপো এবং তিস্তা বাজারে একটি ভূগর্ভস্থ হল্ট স্টেশন যা এই প্রজেক্টের অনন্য পরিকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হবে। এই প্রজেক্টটি সম্পন্ন হওয়ার পর, সিকিমকে সংযুক্ত করবে - যা পরিবহণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাবে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। সিভিল কাজ, রেললাইন স্থাপন এবং রেল বৈদ্যুতিকরণ - সকল ক্ষেত্রেই নির্মাণ কার্য ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বাকি থাকা কাজ সম্পন্ন করে ২০২৭-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সেবক-রংপো রেলওয়ে প্রজেক্ট চালু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে যা সিকিম রাজ্যের রেল সংযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করবে এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ও যাতায়াত ব্যবস্থাকে মজবুত করবে।

'কবচ' ভার্সন ৪.০ চালুর মাধ্যমে পূর্ব রেলের বড়সড় নিরাপত্তা মাইলফলক অর্জন

কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ 'কবচ' হলো ভারতের নিজস্ব স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা (Automatic Train Protection - ATP) ব্যবস্থা, যা রেল নেটওয়ার্কে 'শূন্য দুর্ঘটনার' লক্ষ্য অর্জনের জন্য রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন (RDSO) দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সিস্টেম যা সেফটি ইন্টিগ্রিটি লেভেল ৪ (SIL-4) দ্বারা শংসাপত্রপ্রাপ্ত, যার অর্থ হলো এর ত্রুটির মাত্রা ১০,০০০ বছরে মাত্র একবার হতে পারে। এই ব্যবস্থাটি ট্র্যাকের ওপর থাকা আরএফআইডি ট্যাগ, টাওয়ার এবং ট্রেনের ভেতরের যন্ত্রপাতির একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্রমাগত ট্রেনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে কাজ করে। এর প্রাথমিক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে- লোকো পাইলট ব্রেক কষতে ব্যর্থ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করে সিগন্যাল অমান্য করা (SPAD) রোধ করা, উচ্চগতি বা কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় রিয়েল-টাইম 'ইন-ক্যাব' সিগন্যালিং প্রদান করা এবং মুখোমুখি বা পেছন থেকে সংঘর্ষ প্রতিরোধ করা। গতির তদারকি এবং জরুরি ব্রেকিং ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় করার মাধ্যমে, কবচ উচ্চ-ঘনত্বের রুটগুলোর নিরাপত্তার ধরন বদলে দিচ্ছে এবং ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলকে সহায়তা করছে। রেল নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, পূর্ব রেল ২৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাওড়া-বর্ধমান- ছোটাআম্বানা সেকশন জুড়ে দেশীয়ভাবে তৈরি 'কবচ' ভার্সন ৪.০ সফলভাবে চালু করেছে। হাওড়া ও আসানসোল বিভাগের অধীনে থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হাওড়া-নয়াদিল্লি হাই ডেনসিটি রুটের একটি অত্যন্ত জরুরি উপাদান। এই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেকশনের কাজ সম্পন্ন হওয়া দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য আরও নিরাপদ, স্মার্ট এবং নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করল। ২০২২ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি আজ বর্ধমান- ছোটাআম্বানা সেকশন চালুর মাধ্যমে তার চূড়ান্ত মাইলফলক অর্জন করেছে। এর আগে হাওড়া থেকে বর্ধমান (কর্ড লাইন হয়ে) সেকশনে এটি কার্যকর করা হয়েছিল। ট্রেনের গতিবেগ ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় উন্নীত করার বৃহত্তর কৌশলের একটি মূল অংশ হলো এই উদ্যোগ। এই পরিকাঠামোটি এখন পশ্চিমবঙ্গের ২২৯ রুট কিমি এবং ঝাড়খণ্ডের ৩১ রুট কিমি এলাকাকে কভার করছে, যার ফলে ৪৭টি স্টেশন এবং ১৩টি লেভেল ক্রসিং গেট এই উন্নত নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রযুক্তিগত পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এর অধীনে সুনির্দিষ্ট অবস্থান নির্ধারণের জন্য স্লিপারের ওপর ৭,৮৯৭টি আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো হয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন রেডিও কভারেজ নিশ্চিত করতে ইউএইচএফ অ্যান্টেনা সম্বলিত ৬০টি ল্যাটিস টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। ব্যবস্থার যোগাযোগের ভিত্তি হিসেবে ৫২০ কিমি ডেডিকেটেড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। রেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে, হাওড়া ও শিয়ালদহ শেডের ডাব্লিউএপি৫ এবং ডাব্লিউএপি৭ মডেলের ১১৮ টি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ এবং একটি ইএমইউ -তে আরডিএসও -র সর্বশেষ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কবচ সরঞ্জাম লাগানো হয়েছে। 'কবচ' ভার্সন ৪.০ স্বয়ংক্রিয় ব্রেক প্রয়োগের মাধ্যমে সিগন্যাল অমান্য করার ঝুঁকি রোধ করে একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এটি লোকো পাইলটদের 'ইন-ক্যাব' সিগন্যালিং প্রদান করে, যা উচ্চগতিতে ট্রেন চালানোর সময় এবং কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই ব্যবস্থাটি ক্রমাগত গতির তদারকি

করে, ট্রেনের অনিচ্ছাকৃত মুভমেন্ট প্রতিরোধ করে এবং এতে একটি এসওএস ফিচার রয়েছে যার মাধ্যমে স্টেশন মাস্টার বা লোকো পাইলটরা জরুরি পরিস্থিতিতে আশেপাশে থাকা সমস্ত কবচ-সজ্জিত ট্রেনকে সতর্ক করতে পারেন। এই প্রযুক্তিকে সহায়তা দিতে পূর্ব রেল বিভাগীয় সদর দফতরে সেন্ট্রালাইজড ইন্টেলিজেন্ট কবচ নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম এবং আসানসোলে কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য একটি ডেডিকেটেড ল্যাব সিমুলেটর স্থাপন করেছে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.37/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Egra Phase-III, PS- Contai Phase-IV, PS- Bhupatinagar Phase-II, PS- Talpati Ghat Coastal Phase-III, PS- Patashpur Phase-III, PS- Ramnagar Phase-II, PS- Junput Coastal Phase-II, PS- Bhagawanpur Phase-II, PS- Mandarmoni Coastal Phase-II, PS- Digha Mohana Phase-II.
Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in
Last date of application: 16.03.2026 up to 4.00 PM
Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 16.03.2026
Date and time of bid opening: 4.45 pm 16.03.2026

Sd/- Executive Engineer
Purba Medinipur
Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.36/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Bhabanipur Phase-II, PS- Haldia Phase-II, PS- Nandigram Phase-II, PS- Chandipur Phase-II, PS- Mahishadal Phase-II, PS- Sutahata Phase-II, PS- Durgachak Phase-II.
Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in
Last date of application: 16.03.2026 up to 4.00 PM
Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 16.03.2026
Date and time of bid opening: 4.45 pm 16.03.2026

Sd/- Executive Engineer
Purba Medinipur
Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.35/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Panskura Phase-II, PS- Moyna Phase-II, PS- Tamluk Phase-III, PS- Kolaghat Phase-II, PS- Nandakumar Phase-II.
Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in
Last date of application: 16.03.2026 up to 4.00 PM
Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 16.03.2026
Date and time of bid opening: 4.45 pm 16.03.2026

Sd/- Executive Engineer
Purba Medinipur
Electrical Division, P.W.Dte.

ঈদের জামাকাপড় কিনতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় একসঙ্গে মৃত্যু তিনজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ মার্চ ঃ বন্ধুদের সঙ্গে বিরিয়ানি খেয়ে ঈদের বাজার করতে গিয়ে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই কিশোর সহ মোট তিনজনের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তিন ব্যক্তির নাম আসিফ শেখ (১৫), মারফাজ শেখ (১৫) এবং সিরাজ শেখ (২১)। আসিফ এবং মারফাজ সামশেরগঞ্জের একটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো এবং সিরাজ শেখ স্নাতক শ্রেণীর পড়ুয়া ছিল। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, মৃত তিনজনেরই বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত চাঁদনীদহ গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে একটি বাইক করে আসিফ, মারফাজ এবং সিরাজ বাসুদেবপুর এলাকায় যাচ্ছিলো ঈদের জন্য নতুন জামা কাপড় কিনতে। এরপর স্থানীয় একটি বিরিয়ানির দোকানে খাওয়া-দাওয়া করে তিনজনেরই বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর , ঘোষপাড়া এলাকা দিয়ে ওই তিনজন যখন জাতীয় সড়কে বাইক নিয়ে উঠে আসছিল সেই সময় ফরাক্কার দিক থেকে জঙ্গিপুরমুখী একটি লরি দ্রুত গতিতে এসে ওই বাইকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় আসিফ এবং মারফাজের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। সিরাজকে গুরুতর আহত অবস্থায় অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রেফার করে দেন। কিন্তু পথেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় বাইক আরোহী কোনও ব্যক্তির মাথায় হেলমেট ছিল না। লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বাইক থেকে ছিটকে পড়েন তিনজন। মাথায় গুরুতর আঘাত লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই কিশোরের। খুশির ঈদের ঠিক আগে একই গ্রামের দুই কিশোর এবং এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রাম জুড়ে। সামশেরগঞ্জ থানার তরফ থেকে ইতিমধ্যেই মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বেশ কিছু বাসিন্দা অভিযোগ করেন, ঈদের কেনাকাটার করার জন্য এবং বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে রমজান মাসে ইফতার শেষ করে প্রতিদিনই বেশ কিছু যুবক জাতীয় সড়ক ধরে বেপরোয়া গতিতে বাইক চালিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। দুর্ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেন, জাতীয় সড়ক ধরে ঘাতক লরিটি যেমন দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল তেমনি বাইকটিও দ্রুত গতিতে চলছিল। জাতীয় সড়কের ওঠার আগে দু'পাশে না দেখে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাইকটি জাতীয় সড়কের অপরপ্রান্তে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। লরিটির গতি বেশি থাকার কারণে ব্রেক কষলেও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানিয়েছেন, ওই বাইকের কোনও আরোহীর মাথায় হেলমেট না থাকায় দুর্ঘটনার পর রাস্তায় পড়ে গিয়ে তাদের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং ঘটনাস্থলে দু'জনের মৃত্যু হয়।

বর্ধমানের ক্যারাটে প্রতিযোগিতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৫ মার্চ ঃ আজ বর্ধমানের নারায়ণ দীঘিতে জে কে এ ক্যারাটে একাডেমীর এক বিশেষ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্যারাটে কোচ ইসমাইল স্যার এবং সোমনাথ পাল চৌধুরী। প্রতিযোগিতা শেষে ছাত্র- ছাত্রীদের হাতে ব্ল্যাক, রেড, অরেঞ্জ বেল্ট তুলে দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা ক্যারাটে কোচ ইসমাইল স্যারের ভুয়শী প্রশংসা করেন। একজন অভিভাবিকা জানান, আমি শুধু ছেলেদের আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি না, আগামী দিনে তারা যাতে শরীরচর্চার মাধ্যমে সমাজের বুকে মানুষ হতে পারে, তার জন্য এখানে আসা। তিনি অত্যন্ত

আনন্দের সঙ্গে জানান তার সন্তানরা এখানে ক্যারাটে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পড়াশোনাতেও খুব ভালো রেজাল্ট করছে। উপস্থিত এক ক্লাবের সম্পাদক জানান এখানকার ছাত্র- ছাত্রীরা বহুদিন ধরে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা বিগত দিনে জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে । আগামী দিনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাতে অংশ নিতে পারে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য যত রকম সহযোগিতা করার, তিনি করবেন। বিশিষ্ট কোচ সোমনাথ পাল চৌধুরী বলেন জাপানে যাওয়ার জন্য তোমাদের যত রকম ভাবে সহযোগিতা করা যায় সেটা আমি করব । আর তোমাদের যদি প্রতিভা থাকে তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাদেরকে আটকাতে পারবে না। আগামী দিনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তোমরা চ্যাম্পিয়ন হবে আমি এই আশা রাখি।

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKI HAKOLA, PANCHLA, HOWRAH

NIT NO. - 91/MISC.-PPS/EO/PANCHLA/2025-2026

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for 3 (Three) nos. different works at different places. **Bid Submission start from 12.03.2026 at 18.00 Hrs. Last date of submission of Bid 23.03.2026 at 17.00 Hrs. Date of opening of Bid 25.03.2026 at 17.00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডার নিবন্ধন

১. ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের জন্য ২০২৬-২৭ সালের নিয়োগ বছরের জন্য অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (CEE) জন্য নিবন্ধন **১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত** শুরু হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা **www.joinindianarmy.nic.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন এবং আবেদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার ভিডিও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. প্রার্থীদের প্রথমে একটি অনলাইন সিইই -তে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন সিইই- তে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে ২৫০ /- টাকা পরীক্ষার ফি দিতে হবে। অনলাইন সিইই ২০২৬ সালের জুন মাসে নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন সিইই-এর জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি পরে ঘোষণা করা হবে। অনুগ্রহ করে **www.joinindianarmy.nic.in** দেখুন।

৩. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং সিকিমের অগ্নিবীর জিডি (মহিলা সামরিক পুলিশ) জেলার প্রার্থীরা কলকাতার রিক্রুটিং অফিস (সদর দপ্তর) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। **যোগাযোগ নম্বর ০৩৩২২২৩৬৮৮১।**

গণপিটুনির ভয়ে গাছে উঠলো অভিযুক্ত, কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় নামালো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ চুরির সময় হাতেনাতে ধরা পড়ার পর গণপিটুনির ভয়ে সোজা গাছে চড়ে বসল চুরির দায়ে অভিযুক্ত এক যুবক। রবিবার সকালে জলপাইগুড়িতে এই অদ্ভুত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, পুলিশ এবং দমকল কর্মীদের কয়েক ঘণ্টার টানা প্রচেষ্টায় ওই যুবককে গাছ থেকে নামানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে অভিযুক্ত কেরানিপাড়ার একটি বাড়িতে ঢুকে টাকা চুরির চেষ্টা করছিল। সেই সময় বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীরা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। উত্তেজিত জনতার রোষ এবং মারধরের হাত থেকে বাঁচতে যুবকটি তড়িঘড়ি পাশের একটি উঁচু গাছে উঠে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও সে নিচে নামতে অস্বীকার করায় খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার টানটান উত্তেজনার পর পুলিশ ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপে তাকে অক্ষত অবস্থায় নিচে নামিয়ে আনা হয়। পুলিশ ওই যুবককে হেফাজতে নিয়ে থানায় নিয়ে যায় এবং চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রোজ পান করুন এই ৫ স্বাস্থ্যকর শরবত, ফিরে পান উজ্জ্বল ত্বক

ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে অনেকেই দামি বিদেশি কসমেটিক্স বা নানা ধরনের স্কিনকেয়ার পণ্যের ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু বাহ্যিক যত্নে সব সমস্যার সমাধান হয় না। শরীর যদি ভিতর থেকে সুস্থ না থাকে, তাহলে কোনও প্রসাধনই দীর্ঘদিন ত্বককে জেল্লা ধরে রাখতে পারে না। তাই নিয়মিত

স্কিনকেয়ারের পাশাপাশি শরীরের ভেতরের সুস্থতার দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। শরীরে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা বজায় থাকছে কি না, খাবার থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টি মিলছে কি না, হজম ঠিকমতো হচ্ছে কি না- এসব বিষয়ই ত্বকের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। অনেক সময় ত্বকের দাগছোপ বা নিস্তেজ ভাবের কারণ হয় অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার খাওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। সেই ক্ষেত্রে সহজ কিছু স্বাস্থ্যকর পানীয় শরীরের ভেতর থেকে সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। এখানে এমন পাঁচটি শরবতের কথা জানানো হল, যা নিয়মিত পান করলে শরীর সতেজ থাকবে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতাও ধীরে ধীরে বাড়তে পারে।

১. লেবু-মধুর শরবত

এই পানীয় বানানো অত্যন্ত সহজ। এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে এক টেবিল চামচ মধু এবং অর্ধেক পাতিলেবুর রস মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এটি পান করলে উপকার পাওয়া যায়। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি শরীরে কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে, যা ত্বককে কোমল ও মসৃণ রাখে। অন্যদিকে মধুতে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা পেটের সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে। পেট সুস্থ থাকলে তার প্রভাব ত্বকেও পড়ে।

২. বিট ও গাজরের শরবতঃ এই শরবত তৈরি করতে মিক্সার-গ্রাইন্ডারে আধ গ্লাস জলের সঙ্গে বিট এবং গাজরের টুকরো দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। চাইলে এক টুকরো আদা যোগ করা যেতে পারে, এতে স্বাদ বাড়ে এবং হজমেও সাহায্য করে। বিট রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে এবং ত্বকের কোষে অক্সিজেন পৌঁছাতে সহায়তা করে। গাজরে থাকা বিটা-ক্যারোটিন শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়, যা ত্বকের দাগছোপ কমাতে সাহায্য করে। এই শরবত ছেঁকে না খেয়ে সরাসরি পান করলে পুষ্টিগুণ বেশি পাওয়া যায়।

৩. ডাবের জলঃ ডাবের জলকে আলাদা করে বানাতে হয় না, কিন্তু এর উপকারিতা অনেক। শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এটি অত্যন্ত কার্যকর। পেটের সমস্যা বা গরমে ক্লান্তি দূর করতেও চিকিৎসকেরা প্রায়ই ডাবের জল খাওয়ার পরামর্শ দেন। এতে রয়েছে প্রচুর পটাশিয়াম এবং অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে সতেজ রাখে এবং ত্বককে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বাইরে বেরোনোর আগে বা ব্যায়ামের আগে ডাবের জল পান করা যেতে পারে।

৪. আমলকির শরবতঃ আমলকির রস বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। দুই চামচ আমলকির রস এক গ্লাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। স্বাদে কষাভাব কমাতে এক চামচ মধু যোগ করা যেতে পারে। সকালে খালি পেটে এটি পান করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে, যা ত্বককে সতেজ রাখে এবং দূষণ বা মানসিক চাপের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। শুধু ত্বক নয়, চুলের স্বাস্থ্য রক্ষাতেও আমলকি বেশ উপকারী।

৫. হলুদ মেশানো দুধঃ এটি শরবত না হলেও শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি পানীয়। এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ দুধে অল্প পরিমাণ হলুদগুঁড়ো মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে পান করা যেতে পারে। সম্ভব হলে বাজারের গুঁড়ো হলুদের বদলে গোটা হলুদ বেটে ব্যবহার করা ভালো। হলুদের প্রদাহনাশক গুণ শরীরের অভ্যন্তরীণ জ্বালাভাব কমাতে সাহায্য করে এবং ত্বকের লালচে ভাবও কমাতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, কোনও স্বাস্থ্যকর পানীয় বা শরবতের ফল একদিনে দেখা যায় না। নিয়মিত এবং ধৈর্য ধরে এগুলি পান করলে ধীরে ধীরে শরীরের ভেতরের সুস্থতা বাড়ে। তারই প্রতিফলন দেখা যায় ত্বকের সতেজতা ও উজ্জ্বলতায়।

রাতভর হামলায় ৯৭টির মধ্যে ৯০ টি রুশ ড্রোন মাটিতে আছড়ে পড়ল, দাবি ইউক্রেনের

কিয়েভ, ১৫ মার্চ ঃ রাশিয়া - ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে রাতভর রুশ ড্রোন হামলার বড় দাবি করল ইউক্রেন। ইউক্রেনের মতে, রাশিয়া মোট ৯৭ টি ড্রোন দিয়ে হামলা চালায়, যার মধ্যে ৯০টিই গুলি করে নামানো বা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় নিষ্ক্রিয় করার ফলে মাটিতে আছড়ে পড়ল। ইউক্রেনের জাতীয় সংবাদ সংস্থা ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনাল নিউজ (ইউএনএন) সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে রাশিয়ার বড় ড্রোন হামলা প্রতিহত করেছে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ইউক্রেনীয় বিমানবাহিনীর দাবি, প্রতিরক্ষা বাহিনী ৯৭টি ড্রোনের মধ্যে ৯০টিকেই গুলি করে নামিয়েছে বা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করেছে। ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর বিমানবাহিনী জানিয়েছে, হামলায় রাশিয়া বিভিন্ন ধরনের আক্রমণকারী ড্রোন ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে ছিল শাহেদ, জেরবেরা এবং ইটালমাস মডেলের ড্রোন। এর মধ্যে প্রায় ৭০টি ছিল শাহেদ শ্রেণির কামিকাজে ড্রোন, যা বড় আকারের হামলায় ব্যবহৃত হয়। ইউক্রেনের দাবি, এসব ড্রোন রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক, ওরিওল, কুরস্ক এবং মিলেরোভো অঞ্চল ছাড়াও দখলকৃত ক্রিমিয়া থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিট, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ইউনিট, ড্রোন ইউনিট এবং মোবাইল ফায়ার গ্রুপ যৌথভাবে এই হামলা প্রতিহত করে। তবে সেনাবাহিনীর মতে, পাঁচটি ড্রোন পাঁচটি পৃথক স্থানে পড়ে যায় এবং মাটিতে আছড়ে পড়া ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ দুই জায়গায় পড়েছে বলে খবর। বিমানবাহিনী জানিয়েছে, ভোর পর্যন্ত হামলা চলছিল এবং কিছু মানববিহীন(ইউএভি) ড্রোন এখনও ইউক্রেনের আকাশসীমায় সক্রিয় ছিল।

অসমে এক দফায় নির্বাচন, ভোটগ্রহণ ৯ এপ্রিল, গণনা ৪ মে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ ১২৬ আসনের ষোড়শ অসম বিধানসভা নির্বাচন হবে এক দফায়, নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। আজ রবিবার বিকাল চারটায় দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দুই নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সাঁধু এবং ড. বিবেক জোশিকে দুপাশে বসিয়ে অসম সহ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর দিনক্ষণ ইত্যাদি ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। প্রথমবারের মতো অসমে এক দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অসমের নির্বাচনী সূচি ঘোষণা করে জানান, রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পূর্বালোচনা ও পরামর্শ এবং রঙালি বিহুর ব্যস্ততা বিবেচনা করে অসমে এক দফায় ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী বিহুর আগে ৯ এপ্রিল একদিনেই অসমের ১২৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের সবকয়টিতে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে। অন্যদিকে সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ৪ মে ভোট গণনা করা হবে, জানান তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আজ ১৬ মার্চ নির্বাচনী গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে এবং সেই সঙ্গে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩ মার্চ। মনোনয়নপত্র যাচাই হবে ২৪ মার্চ এবং প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ। এর পর ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ৪ মে ভোটগণনা সম্পন্ন হবে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, অসমে মোট ২.৫০ কোটি ভোটারের মধ্যে এবার ৫.৭৫ লক্ষ ভোটার প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। মোট ভোটারের মধ্যে ২,৫৮৬ জন শতবর্ষী ভোটার, ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে ১.০৪ লক্ষ, ২.০৪ লক্ষ বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার, ২০ থেকে ২৯ বছর বয়সি ৬৬.৩০ লক্ষ ভোটার এবং ৬৩,২৬৯ জন সার্ভিস ভোটার রয়েছেন। অসমের মোট ১২৬টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৯৮টি সাধারণ শ্রেণির জন্য, নয়টি (৯) তফশিলি জাতি এবং ১৯টি তফশিলি জনজাতির জন্য সংরক্ষিত। প্রসঙ্গত, বর্তমান পঞ্চদশ অসম বিধানসভার কার্যকাল আগামী ২০ মে শেষ হবে। সংক্ষেপে অসম বিধানসভা নির্বাচন সূচি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি ১৬ মার্চ ২০২৬। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩ মার্চ ২০২৬। মনোনয়নপত্র যাচাই ২৪ মার্চ ২০২৬। প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ ২০২৬। ভোটগ্রহণ ৯ এপ্রিল ২০২৬ এবং ও ফলাফল ৪ মে ২০২৬।

রেলপথ শক্তিশালী করা, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং নিরাপদ যাত্রার পথ প্রশস্ত করাই আমাদের লক্ষ্য

কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ গত ১৪-১৫ মার্চ, ২০২৬-এর রাতে বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার সেকশনে একগুচ্ছ

বৃহৎ পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক একটি পদক্ষেপ হিসেবে, সেতু নং S/34-এর কাছে ১০টি প্রিকাস্ট আরসিসি (RCC) বক্স বসিয়ে একটি অতিরিক্ত জলপথ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে এই প্রকল্পটি সম্পাদন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো আদিগঙ্গা অববাহিকা এলাকার নিকাশি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর ফলে সোনারপুর ও বারুইপুর পৌরসভা এলাকা এবং সূর্যপুর পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন কারণ এটি বর্ষার জল দ্রুত নিষ্কাশনে সাহায্য করবে এবং রেলপথকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ রাখার পাশাপাশি স্থানীয় এলাকায় জলমগ্ন হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করবে। একই সাথে, মগরাহাট স্টেশনে ৩ মিটার চওড়া একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ চালুর মাধ্যমে স্টেশনের বড়সড় মানোন্নয়ন করা হয়েছে। এই কাজের মধ্যে ছিল তিনটি ২১.৭৫ মিটার লম্বা গার্ডার এবং তিনটি ১২.৬৪ মিটার লম্বা গার্ডারের নিখুঁত স্থাপন, যা যাত্রীদের লাইন পারাপারের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ ও সুবিধাজনক পথ প্রদান করবে। সমগ্র সেকশনটি যাতে সর্বোত্তম অবস্থায় থাকে তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণ কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি বিশেষায়িত ব্যাচ কর্তৃক ৩২টি ওয়েল্ডিং অপারেশন, মগরাহাটে একটি উন্নত সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট স্থাপন এবং রেল টেন্সর ব্যবহার করে ১৭৭২ মিটার রেলের ডি-স্ট্রেসিং। এ ছাড়াও, রেললাইনের ভিত্তি মজবুত করতে ডায়মন্ড হারবার প্ল্যাটফর্ম এলাকায় একটি ব্যালাস্ট ক্লিনিং মেশিনের সাহায্যে ৩৭৭ ট্র্যাক মিটার এলাকা জুড়ে ডিপ-স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এই পাওয়ার ব্লকের সময় বিদ্যুৎ পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আপ লাইনে প্রায় ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১৫ টি স্প্যানের জরাজীর্ণ কনট্যাক্ট ওয়্যার পরিবর্তন করা হযেছে। এছাড়াও, হোটর ও বারুইপুর সেকশনের মধ্যে একাধিক স্প্লাইস (জোড়া) থাকা প্রায় ৭৫০ মিটার ওজনের ১২টি স্প্যানের মেয়াদোত্তীর্ণ তার বদলে ফেলা হযেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকরের নির্দেশনায় এবং শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর সফল সমাপ্তি প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি যাত্রীদের জানান যে, রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করা, পরিচালনার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং এই অঞ্চলের প্রত্যেকের দৈনন্দিন যাতায়াতের অভিজ্ঞতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রেডিং প্রতারণা মামলায় সুরাট বিমানবন্দর থেকে মূল অভিযুক্ত আটক

সুরাট, ১৫ মার্চ ঃ প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা চক্রের মূল অভিযুক্ত অল্পেশ ভাগাসিয়াকে সুরাট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছে গুজরাট পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শেয়ার ট্রেডিং ও কারেন্সি ট্রেডিংয়ের নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করে দুবাইয়ে বসে পুরো চক্রটি পরিচালনা করছিল অভিযুক্ত। এই ব্যক্তি প্রায় ১৫৩৬ কোটি টাকার লেনদেনের একটি সাইবার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। উল্লেখ্য, মাত্র নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা অল্পেশের। দুবাইয়ের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় অল্পেশ ভারতে ফিরতে চাইছিল। এছাড়া, ইংরেজি না জানার কারণে বিদেশে থাকতে তার সমস্যা হচ্ছিল বলেও জানা গেছে। সুরাট বিমানবন্দরে পৌঁছাতেই তার নামে জারি থাকা লুক আউট নোটিসের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্তে জানা গেছে, প্রতারণা চক্রটি সুরাট এবং রাজকোটে দফতর খুলে আইভি ট্রেড এবং স্কাই গ্রোথ ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট নামে বহুমাত্রিক বিপণন প্রকল্প চালাত। বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ও মুদ্রা ট্রেডিংয়ে বেশি লাভের লোভ দেখিয়ে টাকা নেওয়া হত। পরে সেই অর্থ অঙ্গদিয়া ও ভুয়ো সংস্থার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে দুবাই পাঠানো হত। এ পর্যন্ত তদন্তে ৩৫ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় ৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা প্রতারণার তথ্য মিলেছে। তবে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশের। এই মামলায় এর আগে দানিশ ওরফে হেমল ধনক, জয়সুখ পাটোলিয়া, যশ পাটোলিয়া এবং অজয় ওরফে গোপাল ভিভিকে গ্রেফতার করা হযেছে। তাদের জেরাতেই অভিযুক্ত অল্পেশ ভাগাসিয়াকে দুবাই সংযোগ এবং অর্থের গতিপথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, অঙ্গদিয়া হলো ভারতে প্রচলিত এক ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র পরিবহণ ব্যবস্থা। এটি এক ধরনের হাওয়ালা জাতীয় ব্যবস্থা, যেখানে নগদ টাকা, গয়না, হীরের প্যাকেট বা মূল্যবান নথি এক শহর থেকে আরেক শহরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

কাশ্মীরের উঁচু এলাকায় নতুন তুষারপাত, সমতলে বৃষ্টি

শ্রীনগর, ১৫ মার্চ ঃ পর্যটনকেন্দ্র গুলমার্গসহ কাশ্মীরের একাধিক উঁচু এলাকায় নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। অন্যদিকে সমতল এলাকায় রবিবার বৃষ্টি হয়েছে। গুলমার্গের আফরওয়াত এবং কংদুরি বোল-সহ উপরের এলাকাগুলিতে তুষারপাত হয়েছে, যা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চলছিল। দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় মুঘল রোডের পির কি গলি এবং সোনমার্গ-জোজিলা পাসেতেও তাজা তুষারপাত হয়েছে। অধিকারীরা জানিয়েছেন, জোজিলা গিরিপথে তুষারপাতের কারণে শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দিতে হয়েছে। একই সঙ্গে শ্রীনগরসহ উপত্যকার সমতল এলাকাগুলিতে বৃষ্টিও হয়েছে, যা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বৃষ্টির ফলে উপত্যকায় দিনের তাপমাত্রা কমে গেছে। রবিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২০ মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়া অস্থির থাকতে পারে। সোমবার সকাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবারও উঁচু এলাকায় কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে। ১৮ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে এবং অনেক জায়গায় মাঝেমধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ২৪-২৫ মার্চ আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি বা উঁচু এলাকায় তুষারপাত হতে পারে।

এলপিজি সংকট, প্রতারণার ফাঁদ সাইবার প্রতারকদের

শিমলা, ১৫ মার্চ ঃ হিমাচল প্রদেশে এলপিজি গ্যাসের ঘাটতি নিয়ে চলা খবরের মাঝেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে সাইবার প্রতারকরা। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে প্রতারণার চেষ্টা করছে তারা। মোবাইলে ভুয়ো বার্তা পাঠিয়ে বলা হচ্ছে, এলপিজির পেমেন্ট বাকি রয়েছে বা কেওয়াইসি অসম্পূর্ণ, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শিমলা পুলিশের সাইবার সেলের মতে, অনেকের কাছে এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ ও ই-মেলের মাধ্যমে এমন বার্তা পাঠানো হচ্ছে, যার সঙ্গে একটি লিঙ্কও দেওয়া থাকে। সেখানে দ্রুত লিঙ্কে ক্লিক করে পেমেন্ট করা বা তথ্য আপডেট করার কথা বলা হয়। এলপিজি ঘাটতির খবরের কারণে অনেকেই আতঙ্কে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে বসছেন। রবিবার সাইবার পুলিশের সতর্কবার্তা দিয়ে জানান , কেউ ওই ভুয়ো লিঙ্কে ক্লিক করলেই মোবাইল ফোন হ্যাক হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

দিল্লি- কলকাতায় সোনা পাচারচক্রের পর্দাফাঁস গ্রেফতার ৬, বাজেয়াপ্ত ১৪ কোটি টাকার বেশি সম্পদ

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ দিল্লি ও কলকাতায় সক্রিয় বিদেশি সোনা পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করে ছয়জনকে গ্রেফতার করল রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদফতর (ডিআরআই)। অভিযানে সোনা, রুপো ও ভারতীয় মুদ্রা মিলিয়ে মোট ১৪.১৩ কোটি টাকার বেশি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রবিবার ডিআরআই সূত্রে জানা গেছে, চোরাই পথে আনা বিদেশি সোনা রেলপথে দিল্লিতে আনা হত। সেখানে অবৈধভাবে সোনা গলিয়ে তার উপর থাকা পরিচয়- চিহ্ন মুছে ফেলা হত এবং পরে স্থানীয় বাজারে গোপনে বিক্রি করা হত। অভিযানে মোট ৮২৮৬.৮১ গ্রাম সোনা (মূল্য প্রায় ১৩.৪১ কোটি টাকা), ৭৩৫০.৪ গ্রাম রূপো (মূল্য প্রায় ১৯.৬৭ লক্ষ টাকা) এবং ৫১ লক্ষ ৭৪ হাজার ১০০ টাকা ভারতীয় মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৯৬২ সালের শুল্ক আইনের আওতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিআরআই আধিকারিকরা কলকাতা থেকে ট্রেনে যাওয়া এক যাত্রীকে নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে আটক করেন। তার কাছ থেকে বিদেশের সোনা উদ্ধার হয়, যা স্টেশনের বাইরে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। পরে বাহক ও যার নেওয়ার কথা ছিল, দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। তদন্তের ভিত্তিতে দিল্লির একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে একটি অবৈধ সোনা গলানোর জায়গার হদিস মেলে। সেখানে বিদেশি সোনা গলিয়ে তার চিহ্ন মুছে ফেলা হত। ওই জায়গা থেকে অতিরিক্ত সোনা, রূপো ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয় এবং সেখানকার একজনকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে পরে

কলকাতায় মূলচক্রীর খোঁজ মেলে। সেখানে আর একটি অবৈধভাবে মূল্যবান ধাতু গলানোর স্থান থেকে সোনা উদ্ধার করা হয়। মূল পরিকল্পনাকারী সহ আরও দুই বাহককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে, চোরাই সোনা গলিয়ে তার পরিচয়চিহ্ন মুছে ফেলে রেলপথে দিল্লিতে পাঠিয়ে বাজারে বিক্রি করা হত। এই মামলায় চোরাচালান, পরিবহণ, সোনা গলানো এবং বিক্রির সঙ্গে যুক্ত মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কলকাতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন বিচার মঞ্চের উদ্যোগে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ঊষা উত্থুপ কে জীবন কৃতি সম্মাননা প্রদান করেন সংস্থার সভাপতি সরদার্মল কাঙ্করিয়া, রবিবার নিউ টাউনে। ছবি- আশিস কুমার ঘোষ

কাঁকসায় বেসরকারি কারখানায় নিখোঁজ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ মার্চ ঃ কাঁকসার বামুনাড়া শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি কারখানার ভিতর থেকে নিখোঁজ এক শ্রমিকের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে বসেন পরিবারের সদস্যারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম পার্থ দত্ত (২২)। তিনি বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানার কেন্দুয়াডিহি গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার সকালে কারখানার ভিতর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, পার্থ গত প্রায় দেড় বছর ধরে বামুনাড়া শিল্পতালুকের ওই কারখানায় জুনিয়র ফিটার হিসেবে কাজ করছিলেন। ১৩ মার্চ রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তখন তিনি কর্মরত ছিলেন। এরপর থেকে আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। মৃতের জ্যাঠাতো ভাই বাম দত্ত জানান, ১৪ মার্চ সকালে ফোনে যোগাযোগ না হওয়ায় তাঁরা কারখানায় যান। কিন্তু তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কোনওভাবে একজনকে ঢুকতে দেওয়া হলে কারখানার ভিতরে পার্থর জুতো পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিরাপত্তারক্ষীরা দাবি করেন, তিনি সকাল ৭টার সময় কারখানা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরিবারের দাবি, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে রাত ১০টা পর্যন্ত পার্থকে ট্যাঙ্কের উপর কাজ করতে দেখা গেলেও তার পরের কোনও ফুটেজ দেখানো হয়নি। এমনকি সকাল ৭টায় বেরিয়ে যাওয়ার কথাও সিসি ক্যামেরাতে দেখা যায়নি। এরপরই সন্দেহ হওয়ায় গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া ও কাঁকসা থানায় নিখোঁজ মামলা দায়ের করা হয়। মৃতের মাসতুতো ভাই রাজীব ঘোষের অভিযোগ, পার্থর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাঁদের আশঙ্কা, কারখানার ভিতরেই তাঁকে খুন করা হয়েছে এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চলছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত ও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যারা।

Name Change

I, Sahedraraman Mandal (old name) son of Ganimahammad Mondal, residing at Vill: Uttar Hathibandha, P.O - Santinagar, Hanskhali, Nadia - 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Saheda Rahaman Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit SL No. 23, dated 13/02/2026. Sahedraraman Mandal (old name) and Saheda Rahaman Mondal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sumanata Mondal (Old Name) S/O– Kashinath Mondal residing at Vill-Kalishankarpur , PO Purandarpur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742171 do hereby declared that I have changed my name from Sumanata Mondal to Sumanta Mondal and henceforth I shall be known as Sumanta Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/03/2026. My name Sumanta Mondal & Sumanata Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pinki Dey (Old Name) wife of Anindya Dey Resident of, Adarshapally, P.O & P.S-Ashok Nagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743222. W.B., shall henceforth be known as Pinki Dey Ghosh (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM'S Court on 14.03.2026. So, Pinki Dey (Old Name) and Pinki Dey Ghosh (New Name) is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samsuddin Siddiqui (Old Name) S/o Sarfuddin Residing at N0302, Near Wahabi Masjid, Chak Banshberia Bauri Para, Hooghly Rural - 712502, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Samsuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Samsuddin Siddiqui (Old Name) and Md Samsuddin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pooja Surana (old name) Wife of Padam Veer Surana, residing at Green Field City, Block-47, Flat no-5B, Joth Shibrampur, Kolkata-700141, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Puja Surana (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 13/03/2026. Pooja Surana (old name) and Puja Surana (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

Mansifa Farhana Sekh (old name) wife of Raich Ali Sekh, residing at Uttar Panikhali, Khalisakhali, Basanti, Baruipur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Munsifa Farhana Sekh (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 4, dated 14/03/2026. Mansifa Farhana Sekh (old name) and Munsifa Farhana Sekh (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bibha Jha (old name) Wife of Nageshwar Jha, residing at Duplex no 10B, Hazelwood, Akankha More, New Town Rajarhat, New Town Action Area IIC, North 24 Parganas Pin-700161, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Biva Jha (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 13/03/2026. Bibha Jha (old name) and Biva Jha (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manika Sarkar (Old Name) W/o Dipankar Sarkar Residing at 90/1, Kalibari Girls School Road, New Barrackpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700131, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Manika Sarkar Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-03-2026. Manika Sarkar (Old Name) and Manika Sarkar Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Amal Kumar Neogi (old name) Son of Late Satkari Neogy, residing at 16A, Gopal Chatterjee Road, Kolkata-700002, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Amal Kumar Neogy (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 13/03/2026. Amal Kumar Neogi (old name) and Amal Kumar Neogy (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Sajjed (Old Name) S/o Sk Aymat Residing at Vill - Ashwathapur, P.o - Ashwatthapur, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Sajjad (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Sk Sajjed (Old Name) and Sk Sajjad (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, AMBIA BIBI (old name) W/O - SUROJ MONDAL residing at KAMURDIAR PO - MOMINPUR PS - DOMKAL DIST - MURSHIDABAD PIN - 742303. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from AMBIA BIBI (old name) to AMBIA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as AMBIA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 16/03/2026. AMBIA KHATUN (new name)& AMBIA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, Begrul Sekh S/O–Bani Israil Mondal resident of Vill-Chandrasinghabati , Po- Kandi Balia , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742137 do hereby declared that I have changed my name from Begrul Sekh to Begrul Seikh and henceforth I shall be known Begrul Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 02/03/2026. My name Bani Begrul Seikh & Begrul Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Alok Pal S/o Late Ajay Kumar Pal Residing at 107/A, Anandalok, P.o - Sodepur, P.s - Ghola, District - North 24 Parganas, Pin- 700110, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Ajoy Kr Pal, Ajoy Paul (Old Name) shall henceforth be known as Ajay Kumar Pal (New Name) as declared before the Notary public at Barrackpore, North 24 Parganas vide affidavit dated 19-02-2026. I declare that my deceased father Ajoy Kr Pal, Ajoy Paul (Old Name) and Ajay Kumar Pal (New Name) is same and one identical person.

Name Change

I, PONKOJ KUMAR MONDAL, S/O Late Dhirendranath Mondal, resident of Trisulapatty, Sabujpally, Ward No 11, PO & PS Bolpur, PIN 731204, Dist Birbhum, WB , do hereby declare that PONKOJ KUMAR MONDAL and PANKAJ KUMAR MONDAL is the same one as an identical person, affidavit done by Ld. J. M. (1st class), Bolpur, Birbhum, Dated 13/03/2026.

Name Change

আমি, Rajaba Bibi W/O-Moti Sk গ্রাম ও পোস্ট- তেঁতুলিয়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২৩০২, আমি, Rajaba Bibi W/O-Moti Sk, যেটা আমার আধার কার্ড (8458-5625-3681) উল্লেখিত আছে। এবং আমার ভুল নাম Rajo Bibi W/O-Mati Sk যেটা আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে উল্লেখিত আছে। আমার নাম Rajaba Bibi W/O-Moti Sk এবং Rajo Bibi W/O-Mati Sk দুজনেই একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Saurav Mukherjee (Old Name) S/o Amit Mukherjee Residing at Ramkrishna Road By Lane, Chatra Serampore, District - Hooghly, Pin - 712204, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sourav Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-03-2026. Saurav Mukherjee (Old Name) and Sourav Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shantilata Bairagi, W/o- Late Haran Bairagi, residing at Vill. & P.O.- Baksa, P.S.- Bagdah, North 24 Parganas, Pin-743232. Bidyut Bairagi, S/o- Late Haran Bairagi is my son. In my husband's Land Deed being No.-2835, dated 25.09.1984, where my husband's name has been recorded as Haran Chandra Biswas. Bidyut Bairagi, S/o- Haran Bairagi and Bidyut Bairagi, S/o- Haran Chandra Bairagi and Bidyut Biswas, S/o- Haran Biswas is same and one identical person in the eye of law vide Court Affidavit by Ld. Executive Magistrate at Bongaon being Sl. No. 3217 dated 09.03.2026.

মেট্রো রেল সুস্থায়ী নগর উন্নয়ন

দুরন্তবার্তা, সায়নি ভট্টাচার্য, ১৫ মার্চঃ মূল বিষয়সমূহ ভারতের মেট্রো নেটওয়ার্ক ২০১৪ সালের ২৪৮ কিমি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ১,০৯৫ কিমিতে পৌঁছেছে। মেট্রো পরিষেবা ২০১৪ সালের মাত্র পাঁচটি শহর থেকে ২০২৫ সালে ২৬টি শহরে বিস্তৃত হয়েছে। বার্ষিক মেট্রো বাজেট ২০১৩-১৪ সালের ৫,৭৯৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ সালে ২৯,৫৫০ কোটি টাকা হয়েছে। গত এক দশকে ভারতের মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে, যা ২০টিরও বেশি শহরে পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিষেবা যানজট কমিয়ে দ্রুত, পরিচ্ছন্ন এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহনের মাধ্যমে নগর চলাচলের (urban mobility) উন্নতি ঘটিয়েছে। মেট্রো ব্যবস্থা ব্যক্তিগত যানবাহনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে, পরিবহন খরচ হ্রাস করে এবং কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ভারতে মেট্রো রেলের প্রসার, পরিধি ও ব্যাপ্তি। ভারতের মেট্রো নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী অন্যতম বৃহৎ নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে, যা পরিকাঠামোগত প্রসারণের সাথে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সমন্বয় ঘটিয়েছে। দিল্লি-মিরাট RRTS করিডোর-সহ বর্তমানে ২৬টি শহরে ১,০৯৫ কিমি মেট্রো নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে। দিল্লি-এনসিআর, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, লক্ষ্ণৌ, পুনে এবং আহমেদাবাদের মতো প্রধান শহরগুলোতে মেট্রো পরিষেবা চালু আছে। ২০১৪ সাল থেকে নেটওয়ার্কটি ২৪৮ কিমি থেকে ১,০৯৫ কিমি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, যা দ্রুত পরিকাঠামোগত প্রবৃদ্ধির প্রতিফলন। সরকার ৩.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে ১,০৫১ কিমি দীর্ঘ ৩৮টি মেট্রো প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যা দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। অর্জন এবং উদ্ভাবন নমো ভারত ট্রেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে ভারত দিল্লি-মিরাট করিডোরে প্রথম সেমি হাই-স্পিড 'নমো ভারত' আঞ্চলিক ট্রেন চালু করে। ১৬০ কিমি/ঘণ্টা গতির এই ট্রেন আঞ্চলিক সংযোগে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। আন্ডারওয়াটার মেট্রো ভারত ২০২৪ সালে কলকাতায় হুগলি নদীর তলদেশ দিয়ে এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দানের মধ্যে প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো টানেল চালু করে উন্নত প্রকৌশল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ওয়াটার মেট্রো ২০২৩ সালের এপ্রিলে কোচি ভারতের প্রথম 'ওয়াটার মেট্রো' চালু করে, যা বৈদ্যুতিক-মিশ্র নৌকার মাধ্যমে ১০টি দ্বীপকে যুক্ত করেছে এবং পরিবেশবান্ধব নগর পরিবহনকে উৎসাহিত করেছে। মেট্রো নিরাপদ, দ্রুত এবং স্মার্ট সমাধান ভারতের মেট্রো ব্যবস্থায় সুরক্ষা, দক্ষতা এবং স্থায়িত্ব বাড়াতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে ইউরোপীয় ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম (ETCS) দিল্লি-মিরাট RRTS করিডোরে নমো ভারত ট্রেনের জন্য হাইব্রিড লেভেল-III সিগন্যালিং। প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোরস (PSD) যাত্রী নিরাপত্তা বাড়াতে BEL এবং NCRTC কর্তৃক উদ্ভাবিত। ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ড SNCMCV 'এক দেশ-এক কার্ড' ধারণার অধীনে মেট্রো এবং বাস ব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমণের সুবিধা। QR টিকেটিং সুবিধাজনক ভ্রমণের জন্য মোবাইল-ভিত্তিক ডিজিটাল টিকেটিং। চালকমুক্ত ট্রেন অপারেশন (UTO) দিল্লি মেট্রোর পিঙ্ক এবং ম্যাজেন্টা লাইনে চালকবিহীন ট্রেন। স্বদেশী দিল্লি মেট্রোর রেড লাইনে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রেন সুপারভিশন সিস্টেম। জ্বালানি দক্ষতা শক্তি খরচ এবং নির্গমন কমাতে 'রিজেনারেটিভ ব্রেকিং' এবং সোলার প্যানেলের ব্যবহার। পরিকাঠামো ব্যয় এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে একীকরণ ২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ১১.২১ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ৩.১%) বরাদ্দ করা হয়েছে। মেট্রো বাজেট ২০১৩-১৪ সালের ৫,৭৯৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ২৯,৫৫০ কোটি টাকা হয়েছে। মেট্রো প্রকল্পগুলিকে পিএম গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান-এর সাথে সুসংবদ্ধ করা হয়েছে এবং মাল্টিমোডাল সংযোগ নিশ্চিত করতে 'নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপ' (NPG) দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়। শহরে পরিবারে মেট্রোর প্রভাব (PMEAC)। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ (EAC-PM)-এর ২০২৩ সালের জানুয়ারির একটি গবেষণা মেট্রো প্রসারণের ব্যাপক অর্থনৈতিক সুবিধা তুলে ধরেছে: মেট্রো সংযোগ পরিবহন খরচ কমায়, যা অবশেষে কিস্তি পরিশোধের ক্ষমতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে। হায়দ্রাবাদ হোম লোনের কিস্তি মিস করার হার ১.৭% কমেছে। বেঙ্গালুরুতে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ২.৪% হ্রাস পেয়েছে। দিল্লি বকেয়া পেমেন্ট ৪.৪২% কমেছে। মেট্রো সংযোগ টু-হুইলার এবং এন্ট্রি-লেভেল গাড়ির ওপর নির্ভরতা কমায়, যা পরিবারের পরিবহন খরচ এবং ঋণের বোঝা হ্রাস করে। ভারতের দ্রুত মেট্রো পরিষেবার সম্প্রসারণ আধুনিক এবং সুস্থায়ী নগর উন্নয়নের প্রতি এক দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ করে। মেট্রো রেল ব্যবস্থা যাতায়াত ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করছে এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। ধারাবাহিক বিনিয়োগ এবং সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মেট্রো নেটওয়ার্কগুলি ভারতের শহরগুলিকে আরও সংযুক্ত, স্থিতিস্থাপক এবং অন্তর্ভুক্তি মূলক করে তুলতে সহায়তা করে চলেছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

ভারতের পরিষেবা রপ্তানিতে নতুন গতি ভারতের মজবুত পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ ২০২৫,২৬ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে জানুয়ারি সময়কালে পরিষেবা রপ্তানি ৩৪৮.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। ২০২৫, ২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ছয় মাসে পরিষেবা রপ্তানি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১০ শতাংশে পৌঁছেছে। সফটওয়্যার পরিষেবা ভারতের পরিষেবা রপ্তানির প্রধান অংশ। ব্যবসা ও পরামর্শ পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে উঠে এসেছে। ২০২৬,২৭ কেন্দ্রীয় বাজেটে বিদেশি সংস্থার জন্য ২০৪৭ সাল পর্যন্ত কর ছাড়, তথ্যভিত্তিক পরিষেবা সংক্রান্ত সেফ হারবার সংস্কার, এবং অগ্রিম মূল্য নির্ধারণ চুক্তি সংস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। গ্লোবাল কেপেবিলিটি সেন্টারের সম্প্রসারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত হওয়ায় ভারতের পরিষেবা রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের পরিষেবা ক্ষেত্র অর্থনীতির অন্যতম শক্তিশালী অংশ হিসাবে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনে পরিষেবা ক্ষেত্রের অংশ ৪৯.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। অতিমারীর আগের সময়ের তুলনায় এটি ১.৫ শতাংশ বেশি। এই বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক গড়ের থেকেও বেশি। ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক উৎপাদন শৃঙ্খলে ভারতীয় সংস্থার অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬,২৭ পরিষেবা রপ্তানির এই অগ্রগতি আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবার জন্য কর সংস্কার, তথ্যকেন্দ্র উন্নয়ন, বিধি সরলীকরণ এবং বাণিজ্য সহায়তা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে পরিষেবা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারের ১০ শতাংশ অংশীদারিত্ব অর্জন করা। এই লক্ষ্য পূরণে 'শিক্ষা থেকে ক্ষমতায়ন ও উদ্যোগ' বিষয়ক একটি উচ্চস্তরের স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারতের পরিষেবা রপ্তানির অগ্রগতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পরিষেবার চাহিদা স্থিতিশীল রয়েছে। এপ্রিল থেকে জানুয়ারির মধ্যে পরিষেবা রপ্তানির মূল্য ৩৪৮.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। পরিষেবা রপ্তানির প্রধান চালিকা শক্তি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৪,২৫ অর্থবর্ষে সফটওয়্যার পরিষেবা রপ্তানি ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার পরিষেবা ভারতের মোট সফটওয়্যার রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি। তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা রপ্তানিতে বিপিও পরিষেবা সবচেয়ে বড় অংশ। সফটওয়্যার, ব্যবসা প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা, পরামর্শ পরিষেবা এবং আর্থিক প্রযুক্তি পরিষেবা পরিষেবা রপ্তানির প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছে। বাজেটে পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর জোর ভারত সফটওয়্যার উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা, জ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া আউটসোর্সিং এবং সফটওয়্যার গবেষণা পরিষেবায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি সক্ষম পরিষেবার বৃদ্ধির জন্য একাধিক সংস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ক্লাউড পরিষেবা রপ্তানি বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় বাজেটে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, তথ্যকেন্দ্র পরিকাঠামোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে উৎসাহ দেওয়া। ভারতে অবস্থিত পরিকাঠামো ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী বিদেশি সংস্থাকে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, তথ্যকেন্দ্র পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার জন্য ১৫ শতাংশ সেফ হারবার মার্জিন নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবায় সেফ হারবার সংস্কার বিধি সরলীকরণের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি সক্ষম পরিষেবা, জ্ঞানভিত্তিক আউটসোর্সিং পরিষেবা এবং সফটওয়্যার গবেষণা পরিষেবা একত্র করে তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা নামে একটি বিভাগ তৈরি করা হয়েছে।

ব্রিগেড ফেরত ট্রেনে পাথরবৃষ্টি, উত্তপ্ত শিলিগুড়ির কয়লাডিপো

দুরন্তবার্তা, সায়নি ভট্টাচার্য, ১৫ মার্চ ঃ ব্রিগেড সমাবেশ সেরে ফেরার পথে বিজেপি কর্মী,সমর্থক বোঝাই একটি বিশেষ ট্রেনকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল শিলিগুড়িতে। রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কয়লাডিপো এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারগামী ওই বিশেষ ট্রেনটি কয়লাডিপো এলাকায় প্রায় দশ মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। অভিযোগ, ট্রেনে থাকা কিছু বিজেপি কর্মী,সমর্থক স্থানীয়দের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি ও উস্কানিমূলক আচরণ করেন। এর জেরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপি ও শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর ট্রেনটি পুনরায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে আকস্মিক এই ঘটনায় ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। এদিকে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছেন, তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পিতভাবে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়েছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, ট্রেন থেকে উস্কানিমূলক আচরণের জেরেই স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় পুলিশি টহল ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

'ডেলিভারড' মেসেজ, কিন্তু সিলিন্ডার নেই! রানিগঞ্জে গ্যাস ডিলার ঘিরে বিক্ষোভ, উঠছে কালোবাজারির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মার্চ ঃ দেশজুড়ে চলা রান্নার গ্যাসের সংকট এখনও কাটেনি। সেই সংকটের প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। বহু জায়গাতেই সাধারণ মানুষকে রান্নার গ্যাস পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কোথাও ভোর থেকে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে, কোথাও আবার বুকিং করার পরেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যেই পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জে এক গ্যাস ডিলারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। গ্রাহকদের দাবি, তাঁরা নিয়ম মেনে গ্যাস বুকিং করেছেন এবং তার জন্য অর্থও পরিশোধ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের মোবাইলে মেসেজ আসছে যে সিলিন্ডার ডেলিভারি হয়ে গেছে; অথচ বাস্তবে তাঁদের বাড়িতে কোনও গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছয়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রবিবার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা ওই গ্যাস ডিলারের অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। সংকটে সাধারণ মানুষ। গত কয়েকদিন ধরেই রানিগঞ্জ এবং আশপাশের এলাকায় রান্নার গ্যাসের জোগান কমে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে। ফলে বহু মানুষকে গ্যাসের জন্য দফায় দফায় ডিলারের অফিসে যেতে হচ্ছে। অনেকেই আবার সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন, তবু সিলিন্ডার হাতে পাচ্ছেন না। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে গ্যাস ডিলারের তরফে সঠিক তথ্যও দেওয়া হচ্ছে না। কখন গ্যাস আসবে, কতজনকে দেওয়া হবে; এসব বিষয়েও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। এই ঘটনার মধ্যেই সামনে আসে আরও এক বিস্ময়কর অভিযোগ। একাধিক গ্রাহক জানান, তাঁদের মোবাইলে গ্যাস কোম্পানির তরফে মেসেজ এসেছে যে বুক করা সিলিন্ডার ডেলিভারি হয়ে গেছে। এমনকি অনেকের অ্যাপেও দেখাচ্ছে সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের বাড়িতে কোনও সিলিন্ডার পৌঁছয়নি। এই অমিলই ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। গ্রাহকদের প্রশ্ন; যদি সিলিন্ডার ডেলিভারি না-ই হয়, তাহলে ডিজিটাল সিস্টেমে তা 'ডেলিভারড' দেখাচ্ছে কেন? গ্রাহকদের ক্ষোভ - স্থানীয় বাসিন্দা মুনমুন ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, 'শনিবার আমাদের বলা হয়েছিল রবিবার গ্যাস দেওয়া হবে। সেই মতো আমরা পেমেন্টও করে দিয়েছি। কিন্তু আজ সকালে এসে শুনছি দোকান বন্ধ। কেউ ঠিক করে কিছু বলছেও না। তাহলে আমরা গ্যাস পাব কখন?' আরেক গ্রাহক জানান, তআমি গত মাসেও গ্যাস বুক করেছি, এই মাসেও করেছি। কিন্তু আমার এইচপি অ্যাপে দেখাচ্ছে গ্যাস ডেলিভারি হয়ে গেছে। মোবাইলেও মেসেজ এসেছে। অথচ আমি তো কোনও সিলিন্ডার পাইনি। তাহলে বুকিং করা গ্যাসটা গেল কোথায়?দ এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি বলেই দাবি গ্রাহকদের। কালোবাজারির সন্দেহ। ঘটনার পর থেকেই স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধছে যে বুকিং করা গ্যাস অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারি চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্যাসের ঘাটতির সময় অনেক জায়গাতেই বেশি দামে সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ গ্রাহকের জন্য বরাদ্দ সিলিন্ডার অন্যত্র বিক্রি করা হচ্ছে কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। আরেকটি সম্ভাবনার কথাও সামনে আসছে; ডিজিটাল জালিয়াতি। অনেকের মতে, সিস্টেমে কারচুপি করে সিলিন্ডার ডেলিভারি দেখানো হচ্ছে, যাতে হিসাব মেলানো যায়। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি। ঘটনার পর সাংবাদিকরা গ্যাস ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। গ্রাহকদের দাবি, বুকিং করা সিলিন্ডার কোথায় গেল, কেন ডেলিভারি দেখানো হচ্ছে; এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ডিলারকে। একই সঙ্গে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন তাঁরা। রবিবার সকাল থেকেই ডিলারের অফিসের সামনে ভিড় জমতে শুরু করে। পরে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে এবং এই রহস্যজনক 'ডেলিভারি মেসেজ'-এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। বিক্ষোভকারীরা বলেন, তগ্যাস ছাড়া রান্না বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন লাইনে দাঁড়িয়েও সিলিন্ডার পাচ্ছি না। তার উপর আবার মেসেজ আসছে ডেলিভারি হয়ে গেছে। এটা কীভাবে সম্ভব?দ স্থানীয়দের দাবি, গোটা ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। বুকিং করা সিলিন্ডার কোথায় যাচ্ছে, কেন ডিজিটাল সিস্টেমে ডেলিভারি দেখানো হচ্ছে; এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা উচিত। তাঁদের মতে, যদি সত্যিই কালোবাজারি বা কারচুপি হয়ে থাকে, তাহলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ রান্নার গ্যাস সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। বর্তমানে গ্যাসের সংকটের কারণে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির জন্য রান্নার গ্যাস অত্যন্ত জরুরি। এই পরিস্থিতিতে বুকিং করার পরেও সিলিন্ডার না পাওয়া এবং উল্টে ডেলিভারির মেসেজ পাওয়া; এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রানিগঞ্জের এই ঘটনা শুধু একটি এলাকার সমস্যা নয়; বরং গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট গ্যাস কোম্পানি এই ঘটনার তদন্তে কী পদক্ষেপ নেয় এবং গ্রাহকদের এই সমস্যার সমাধান কত দ্রুত করা হয়। কারণ সাধারণ মানুষের দাবি একটাই; বুকিং করা গ্যাস যেন সত্যিই তাঁদের বাড়িতে পৌঁছয়, শুধু মোবাইলের মেসেজে নয়।

অকালবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে দোলাচল আমের ফলন নিয়ে আশঙ্কা ও আশার লড়াই কৃষকদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মার্চঃ আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপরই বাজারে আসতে শুরু করবে বাঙালির প্রিয় ফল;আম। কিন্তু মরসুমের শুরুতেই বীরভূম জেলায় দু'দিনের অকালবৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া এবং কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির ঘটনায় আমচাষিদের মনে তৈরি হয়েছে দোলাচল। কেউ মনে করছেন এই বৃষ্টি ফলনের জন্য আশীর্বাদ, আবার অনেকের মতে ঝোড়ো হাওয়ায় ইতিমধ্যেই ক্ষতি হয়েছে মুকুল ও ছোট আমের। ফলে এবারের আমের ফলন কেমন হবে, তা নিয়ে এখন থেকেই উদ্বেগে রয়েছেন কৃষকেরা। গত দু'দিন ধরে বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিছু জায়গায় বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও বইছে, আবার কোথাও শিলাবৃষ্টির খবরও পাওয়া গেছে। আবহাওয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তন আমচাষিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। বৃষ্টিতে উপকারের আশাও দেখছেন অনেক চাষি। একদল চাষির মতে, এই সময়ের বৃষ্টি আম গাছের জন্য উপকারী। কারণ ফাল্গুন মাসের শেষ এবং চৈত্র মাসের শুরুতে সাধারণত আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। এই সময় গাছে পর্যাপ্ত জল না পেলে মুকুল থেকে ফলের সঠিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। সাধারণত এই সময়ে আমগাছের গোড়ায় জল দিতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পাতাতেও স্প্রে করতে হয়, যাতে গাছ সতেজ থাকে। কিন্তু বড় বড় গাছে নিয়মিত জল দেওয়া বা স্প্রে করা ছোট চাষিদের পক্ষে বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে অনেকেই প্রাকৃতিক বৃষ্টির উপর নির্ভর করেন। এই পরিস্থিতিতে অকালবৃষ্টি অনেক চাষির কাছে স্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টির ফলে গাছের গোড়ায় জল পৌঁছেছে, পাশাপাশি পাতায় জমে থাকা ধুলো-ময়লাও ধুয়ে গিয়েছে। এতে গাছের সতেজতা ফিরে আসার পাশাপাশি রোগের আশঙ্কাও কমতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। কৃষি দপ্তরের মতামত, জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (উদ্যান পালন) সুবিমল মণ্ডল জানিয়েছেন, এই সময়ের বৃষ্টি আমচাষের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই উপকারী। তাঁর মতে, গাছের পাতায় দীর্ঘদিন ধুলো জমে থাকলে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হতে পারে, যা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে। বৃষ্টির জলে সেই ধুলো ধুয়ে যাওয়ায় গাছ আরও সুস্থভাবে বাড়তে পারে। তিনি আরও জানান, আমের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিপুল পরিমাণ মুকুল আসে। কিন্তু তার সবকটি থেকে ফল হয় না। সাধারণত প্রায় এক হাজার মুকুলের মধ্যে একটি মাত্র আম পূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হয়। ফলে কিছু মুকুল ঝরে যাওয়া নিয়ে খুব বেশি চিন্তার কারণ নেই। এছাড়া হিমসাগর ছাড়া অন্য বেশিরভাগ জাতের আমে এখনও মুকুল থেকে গুটি পুরোপুরি আসেনি। ফলে বৃষ্টির কারণে কিছু মুকুল ঝরে পড়লেও তা বড় ক্ষতির কারণ নাও হতে পারে। বরং পর্যাপ্ত জল পেলে গাছের বৃদ্ধি এবং ফলের বিকাশ আরও ভালো হতে পারে। তবে সব চাষির মত এক নয়। অনেকেই জানিয়েছেন, যেসব এলাকায় বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বা শিলাবৃষ্টি হয়েছে, সেখানে ইতিমধ্যেই কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছ থেকে মুকুল ঝরে পড়েছে এবং ছোট ছোট আমও অনেক জায়গায় মাটিতে পড়ে গেছে। বিশেষ করে যেসব গাছে ইতিমধ্যেই ছোট ফল ধরতে শুরু করেছিল, সেখানে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। ফলে অনেক কৃষক এখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ছোট চাষিদের দুশ্চিন্তা। সিউড়ি ১ ব্লকের পাথরচাপুড়ি এলাকার এক আম চাষি রহিম মণ্ডল বলেন, তঝড়ের সময় অনেক মুকুল ঝরে গেছে। কিছু ছোট আমও নষ্ট হয়েছে। তবে যদি আর ঝড় না হয়, তাহলে সেই ক্ষতি কিছুটা সামলে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আবার ঝড়বৃষ্টি হলে ছোট চাষিদের পক্ষে ফলন ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে যাবে।দ তার মতে, এই সময় গাছের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি হলে সেই সমস্ত প্রস্তুতিই অনেক সময় ভেস্তে যায়। ভবিষ্যৎ আবহাওয়াই নির্ধারণ করবে ফলন। ফসল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মুহূর্তে বড় ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলেও আগামী কয়েক সপ্তাহের আবহাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আবার ঝড়, শিলাবৃষ্টি বা প্রবল বৃষ্টি হয়, তাহলে তা আমের ফলনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে মুকুল থেকে ফলের গুটি তৈরি হওয়ার এই সময়টিতে ঝোড়ো হাওয়া গাছের ক্ষতি করতে পারে। ফলে চাষিরা এখন আকাশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে বৃষ্টিতে গাছের জন্য উপকারের সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টির কারণে কিছু ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে। তবে কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি আগামী দিনগুলোতে আবহাওয়া স্থিতিশীল থাকে এবং বড় ধরনের ঝড়বৃষ্টি না হয়, তাহলে এবছরও ভালো আমের ফলন হতে পারে। বাঙালির প্রিয় ফল আমের মরসুম শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই এখন কৃষকদের একটাই আশা;আবহাওয়া যেন আর বড় কোনও বিপত্তি না ঘটায়। তাহলেই গাছে গাছে ঝুলবে সোনালি আম, আর বাজারে ফিরবে সেই চিরচেনা গ্রীষ্মের স্বাদ।

দেওয়াল দখল ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ হাওড়ায়

দুরন্তবার্তা, সায়নি ভট্টাচার্য, ১৫ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার দিনই তার আগে হাওড়ায় দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলো। মারামারিতে আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। হাওড়ার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের হরিপদ চ্যাটার্জি লেনে রবিবার ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, দেওয়ালে রঙ করার কাজ করছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থিত কয়েকজন তাতে বাধা দেয়। এনিয়েই বিবাদ শুরু হয়। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি বেধে যায়। বিজেপির পাল্টা অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা জোর করে এখানে দেওয়াল রঙ করছিল। দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ।

সরকার ন্যায্য মূল্যে আলুর দাম বেঁধে দেওয়ায় উপকৃত হবে চাষিরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৫ মার্চ ঃ সিঙ্গুরে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, অনুকূল আবহাওয়ার কারণে চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও গুজরাটে আলুর উৎপাদন ব্যাপক হারে বেড়েছে। ফলে বাজারে দাম কিছুটা কম রয়েছে। রাজ্যে আলুর ব্যাপক ফলন হলেও বাজারে সঠিক দাম না মেলায় চিন্তায় চাষিরা। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ ঘোষণা রাজ্য সরকারের। জানা গিয়েছে, কুইন্টাল পিছু ৯৫০ টাকা দরে আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার থেকেই রাজ্য জুড়ে আলু কেনার কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সরকারি ও সমবায় হিমঘরগুলোর। এ ছাড়া, কৃষকরা তাঁদের নিকটবর্তী বিডিও বা এডিও অফিস থেকে স্লিপ নিয়ে নির্ধারিত স্টোরে আলু জমা দিতে পারবেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য হিমঘরগুলোতে ৩০ শতাংশ জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া রাজ্যের ৮৪৪টি সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমেও সরাসরি কৃষকদের থেকে আলু সংগ্রহ করছে সরকার। একই সঙ্গে আলু রপ্তানি নিয়ে চলা অপ্রচার নিয়েও এ দিন কড়া নির্দেশ দেন বেচারাম মান্না। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যে আলু পাঠাতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বাধা বা নিষেধ নেই। ভিন রাজ্যে আলু যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে যে খবর ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ দিন মন্ত্রী আরও বলেন, 'রাজ্যের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত আলু বাণিজ্যিক ভাবে বাইরে পাঠাতে কোনও আপত্তি নেই।'

৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ৯ এপ্রিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আগরতলা, ১৫ মার্চ ঃ ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গননা করা হবে আগামী ৪ মে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়েছে উপনির্বাচন সম্পর্কিত গেজেট নোটিফিকেশন আগামীকাল ১৬ মার্চ প্রকাশিত হবে। উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে আগামী ২৩ মার্চ। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে ২৪ মার্চ এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন হচ্ছে ২৬ মার্চ।

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিও ঘিরে পুষ্পক গ্যাস সার্ভিসকে শোকজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিদ্বার, ১৫ মার্চ ঃ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ক্লিপের জেরে কাঁখালের পুষ্পক গ্যাস সার্ভিস (বিপিসিএল)-কে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়েছে প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট গ্যাস এজেন্সিকে দু'দিনের মধ্যে নিজেদের ব্যাখ্যা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঁখালের সরবরাহ পরিদর্শক জানান, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৪০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। এরপরই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ইউকে ০৮ সিএ ৬০১৩ নম্বরের একটি গাড়ি, যার গায়ে 'পুষ্পক গ্যাস এজেন্সি, হরিদ্বার (ভারত গ্যাস)' লেখা রয়েছে। সেখানে এক ব্যক্তি গাড়ির ভিতরে দাঁড়িয়ে গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে কারচুপি করছেন, আরেক ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছেন। উপস্থিত লোকজন বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই গাড়িচালক দ্রুত সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যান বলেও ভিডিওতে দেখা যায়। সরবরাহ পরিদর্শকের বক্তব্য, উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনা গ্যাস এজেন্সির গুরুতর গাফিলতির ইঙ্গিত দেয়।

বে আইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৫ মার্চ ঃ বিধানসভার নির্বাচনের আগে বড়সড় সাফল্য পেল আবার পুলিশ।এবার বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম শনিবার রাতে জয়নগর থানার সরবেড়িয়া বাজার এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের নাম উওম প্রামানিক (৩২), বাড়ি জয়নগর থানার নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সরবেড়িয়া প্রামানিক পাড়া এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু দেশী মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

নির্বাচনের আগে বিজেপির 'মাস্টারস্ট্রোক'

নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিলেন আইনজীবী বিদ্যুৎ কুমার রায়ের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মার্চঃ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার প্রাক্কালে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিল বিজেপি। রবিবার বালুরঘাটের বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার রায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁর এই যোগদানকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক অন্দরে শুরু হয়েছে নানান জল্পনা-কল্পনা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বালুরঘাট কেন্দ্র থেকে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবেই বিদ্যুৎ কুমার রায়ের নাম সামনে আসতে পারে। বর্তমানে এই কেন্দ্রের বিধায়ক অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী হলেও, দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত মিলছে যে এবার প্রার্থী নির্বাচনে পরিবর্তন ঘটতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে 'ভূমিপুত্র' হিসেবে পরিচিত বিদ্যুৎ রায়ের ওপর ভরসা রাখতে পারে গেরুয়া শিবির। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার। নির্বাচনী ঘোষণা ঘিরে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় এই যোগদান বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দলে যোগ দিয়ে বিদ্যুৎ কুমার রায় বলেন, তরাজ্যের বর্তমান সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের পাশে দাঁড়াতেই আমি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মানুষের স্বার্থ রক্ষাই আমার মূল লক্ষ্য।দ অন্যদিকে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার বলেন, 'বিদ্যুৎবাবু বালুরঘাটের একজন সুপরিচিত আইনজীবী ও সমাজসেবী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নমূলক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি আজ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর যোগদান দলকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আমরা আশাবাদী।' এই যোগদান ঘিরে জেলায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রাজ্যের দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল হাওড়া জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মার্চ ঃ রাজ্যের দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল হাওড়া জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ করা হবে। সাংবাদিক বৈঠক জেলাশাসকের। রবিবার নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আসন্ন বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই হাওড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করলেন জেলাশাসক ডঃ পি দীপাপপ্রিয়া। তিনি জানান, হাওড়া জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ করা হবে আগামী ২৯ এপ্রিল। ভোটগণনা ৪ঠা মে। এসআইআর এর খসড়া ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' বাদে হাওড়া জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৯৮ জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৪ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৭৮ জন। জেলাশাসক জানান, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর থেকেই ভোটের আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকর করা হয়েছে। ভোটদান যাতে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য হাওড়া জেলা প্রশাসন সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চলেছে।

রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও অনিয়মিত সরবরাহের প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, হুগলি, ১৫ মার্চ ঃ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও নিদারুণ গ্যাস সংকট গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রতিবাদ হুগলির উত্তরপাড়ার কংগ্রেস কার্যালয়ে গ্যাসের সিলিন্ডার সামনে রেখে চলল অবস্থান-বিক্ষোভ, গলায় প্লাকার্ড ঝুলিয়ে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রজনী সিং রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডালিয়া দে রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিঠু নাগ রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব টাউন কিশান কংগ্রেসের সভাপতি মিলন চক্রবর্তী কংগ্রেস নেতা দেবাশীষ মুখার্জী সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাদের বক্তব্য অবিলম্বে গ্যাসের দাম না কমালে ও গ্যাস সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক না করলে আন্দোলন আরও তীব্রভাবে জনগণকে সাথে নিয়ে চলবে আন্দোলন।

হরিপালে হিমঘরে আলু রাখার জন্য চাষীদের দীর্ঘ লাইন । স্টোর থেকে কুপন সংগ্রহ করার জন্য মানুষের হয়রানির শেষ নেই।সাথে ক্রমশ বাড়ছে আলু বোঝাই গাড়ির সংখ্যা। ছবি বিনয় সিংহ রায়

বিশ্বকাপ বিতর্কে কড়া বার্তা জয় শাহর-আইসিসির উর্ধ্বে কোনও দল নয়

মুম্বাই, ১৫ মার্চ ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই যে বিতর্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, অবশেষে সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অবস্থানকে ইঙ্গিত করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন-কোনও দলই আইসিসির উর্ধ্বে

নয়। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার অবস্থান নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য কার্যত দুই বোর্ডের উদ্দেশেই সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আইপিএল ঘিরে। বিসিসিআইয়ের নির্দেশে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। সেই আবহেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানায়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে তারা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে রাজি নয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে তৈরি হয় তীব্র বিতর্ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে আইসিসি একাধিকবার বাংলাদেশ বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে। তবে শুরুতে তাদের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। বরং বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও। এমনকি গ্রুপ পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করার হুমকিও দেয় তারা। ফলে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই অনিশ্চয়তার মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। অবশেষে আইসিসির হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। আলোচনার পর পাকিস্তান তাদের বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। এরপর ধীরে ধীরে বিশ্বকাপ আয়োজনের পথ পরিষ্কার হয়।

সম্প্রতি মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ জানান, টুর্নামেন্ট শুরুর আগে পরিস্থিতি মোটেও সহজ ছিল না। তাঁর কথায়, এই বিশ্বকাপ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কয়েকটি দল আদৌ অংশ নেবে কি না, বিশ্বকাপ কীভাবে এগোবে-এসব নিয়ে শুরুতে অনেক আলোচনা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। তবে সেই সময় আইসিসি নিজেদের অবস্থান থেকে একচুলও সরে আসেনি বলেই দাবি করেন তিনি। সংস্থার নীতির কথা উল্লেখ করে শাহ বলেন, আইসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারি-কোনও দলই সংস্থার চেয়ে ব। নয়। একটি দল দিয়ে কোনও সংগঠন তৈরি হয় না। সব দল মিলেই সংগঠন তৈরি হয়। ক্রিকেট মহলের অনেকের মতে, এই মন্তব্য মূলত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির উদ্দেশেই করা। কারণ বিশ্বকাপকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তার কেন্দ্রে ছিল এই দুই বোর্ডের অবস্থান। তবে সমস্ত বিতর্কের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত সফলভাবেই শেষ হয়েছে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। শুধু মাঠের লড়াই নয়, দর্শকসংখ্যা এবং সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও একাধিক নতুন রেকর্ড গড়েছে এই টুর্নামেন্ট। জয় শাহ জানান, দর্শক উপস্থিতির দিক থেকে এবারের বিশ্বকাপ ইতিহাস তৈরি করেছে। তিনি বলেন, এই বিশ্বকাপ দর্শকসংখ্যার দিক থেকে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ইতিহাসে প্রথমবার একসঙ্গে ৭২ লক্ষ দর্শক মাঠে খেলা দেখেছেন। শুধু স্টেডিয়াম নয়, টিভি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মিলিয়েও মোট ভিউয়ারশিপ আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও তিনি সহযোগী দলগুলোর পারফরম্যান্সেরও বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, এবারের বিশ্বকাপ প্রমাণ করে দিয়েছে যে ক্রিকেট এখন আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই দিয়েছে। নেদারল্যান্ডস পাকিস্তানকে কঠিন চাপে ফেলেছিল। জিম্বাবোয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বড় চমক দেখিয়েছে। একইভাবে নেপালও ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। সবশেষে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলকেও বিশেষ বার্তা দেন আইসিসি চেয়ারম্যান। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং কোচ গৌতম গম্ভীরকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, শীর্ষে পৌঁছতে যেমন সময় লাগে, সেই জায়গা ধরে রাখাও ততটাই কঠিন। শাহর কথায়, শীর্ষে উঠতে অনেক বছর সময় লাগে। কিন্তু সেখান থেকে নিচে নামতে লাগে মাত্র কয়েক মাস। তাই কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে এবং নিয়মিত ট্রফি জিততে হবে। তিনি আরও জানান, বিসিসিআইয়ে থাকার সময় থেকেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ২০২৮ সালের অলিম্পিক পর্যন্ত একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে তিনি আইসিসির দায়িত্বে থাকলেও মনে করেন, ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন থেকেই ২০৩০-৩১ বা ২০৩৬ পর্যন্ত পরিকল্পনা করা উচিত। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ বিতর্কের প্রেক্ষাপটে জয় শাহর এই মন্তব্য স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিল-আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আইসিসির সিদ্ধান্তই শেষ কথা, আর সেই নিয়মের বাইরে যাওয়ার সুযোগ কোনও দলের নেই।

২০২৬ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজিত হবে ভারতে

গোয়া, ১৫ মার্চ (হি.স.) ঃ গোয়ায় আয়োজিত হতে যাচ্ছে ২০২৬ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। আগামী ২৫ মে থেকে ৭ জুন গোয়ার ফতোর্দার নেহরু স্টেডিয়ামে মহিলা সাফের আয়োজন করতে যাচ্ছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। আর ভারতে আয়োজিত হতে যাওয়া সাফে দক্ষিণ এশিয়ার সব দলের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন সাফের সাধারণ সম্পাদক পুরোষোত্তম কট্টেল। টানা দুইবার মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছিল নেপাল। ২০২৬ মহিলা সাফ আয়োজন নিয়ে তৈরি হয়েছিলো সংকট। তবে সেই সংকট কেটে গেছে। টানা তিনবারের আয়োজক নেপাল থেকে সরিয়ে মহিলা সাফের আয়োজক সত্ত্ব দেয়া হয়েছে ভারতকে। ২০১৬ সালে সবশেষ মহিলা সাফ আয়োজন করেছিল ভারত।

আল-খালিজকে গোলবন্যায় ভাসাল আল নাসর

রিয়াদ, ১৫ মার্চ (হি.স.) সৌদি প্রো লিগে শনিবার রাতে দারুণ জয় পেল আল নাসর। দাম্মামের প্রিন্স মহম্মদ বিন ফাহদ স্টেডিয়ামে স্বাগতিক আল-খালিজকে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারাল রোনাল্ডোর দল আল নাসর। তবে এই ম্যাচে খেলেন নি রোনাল্ডো। ম্যাচের ৩১ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় আল নাসর। গোল করে দলকে এগিয়ে দেন আবদুল্লাহ আল-হামদান। এরপর বাকি চারটি গোল হয় দ্বিতীয়ার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪ মিনিটে আইমান ইয়াহিয়া দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়ান।

অভিষেককে দেখে হিংসে হয়-দলের ভেতরের গল্প ফাঁস করলেন সঞ্জু স্যামসন

১৫ মার্চ ঃ সাম্প্রতিক সময়ে সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের সাফল্য নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে ব্যাপক আলোচনা চলছে। গত তিন বছরে তিনটি আইসিসি ট্রফি জয়ের নজির গ।ছে টিম ইন্ডিয়া-দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই সাফল্যের পেছনে একাধিক ক্রিকেটারের অবদান থাকলেও আলোচনার কেন্দ্রে বারবার উঠে আসছেন তরুণ তারকা অভিষেক শর্মা। তবে মাঠের সাফল্যের পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে সমালোচনাও কম হয়নি। এই আবহেই সতীর্থ সঞ্জু স্যামসন অভিষেককে নিয়ে এমন মন্তব্য করলেন, যা নতুন করে আলোচনার ঝ। তুলেছে।

একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সঞ্জু মজা করেই বলেন, ভারতীয় দলে অনেকেই নাকি অভিষেককে হিংসে করেন। তাঁর কথায়, সব জায়গাতেই এখন শুধু অভিষেক আর অভিষেক। মানুষ কি শুধু ওকেই দেখতে চায়? সত্যি বলতে কী, ও এখন ভারতীয় দলের সুপারস্টার। তাই বলছি, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নাও ভাই! সঞ্জুর এই মন্তব্যে উপস্থিত দর্শকদের পাশাপাশি মঞ্চেই হেসে ফেলেন অভিষেক নিজেও। তবে এই কথার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সতীর্থের প্রতি একরাশ প্রশংসা। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন অভিষেক। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, আত্মবিশ্বাসী মানসিকতা এবং ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে দ্রুত জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। ড্রেসিংরুম থেকে শুরু করে গ্যালারির দর্শক-সব জায়গাতেই তাঁর জনপ্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। যদিও এই সাফল্যের পথ খুব একটা মসৃণ ছিল না। সাম্প্রতিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুটা ভালো হয়নি অভিষেকের। টানা কয়েকটি ম্যাচে রান না পাওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে যায় তীব্র সমালোচনা। বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার হয়েও কেন ধারাবাহিকতা নেই-এমন প্রশ্নও উঠতে থাকে। অনেকেই আবার অভিযোগ করেন, কোচ গৌতম গম্ভীরের ঘনিষ্ঠ বলেই নাকি বারবার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। এই কঠিন সময়েই মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন অভিষেক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আহমেদাবাদের ফাইনাল ম্যাচেই সব বদলে যায়। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি রান করেন, আর ভারতও জিতে নেয় শিরোপা। সেই আবেগঘন মুহূর্তে প্রায় চোখে জল চলে এসেছিল তরুণ এই ব্যাটারের। যেন সব সমালোচনার জবাব এক ম্যাচেই দিয়ে দেন তিনি। সঞ্জু স্যামসন অবশ্য অভিষেকের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ রাখেন না। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, তাঁদের জুটিকে অনেকেই ফায়ার অ্যান্ড আইস ভাবলেও বাস্তবে তা নয়। তাঁর কথায়, আমাদের জুটিটা আগুন আর বরফ নয়-ফায়ার অ্যান্ড ফায়ার। কখনও আমি আগুন, কখনও ও। এভাবেই আমাদের জুটি এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, গত কয়েক বছর ধরে তাঁদের মধ্যে দারুণ বোঝাপ।। তৈরি হয়েছে। ওপেনিং হোক বা মিডল অর্ডার-দু'জনেই দলের প্রয়োজন অনুযায়ী দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন। সঞ্জুর কথায়, ২০২৪ সাল থেকে আমরা একই কাজ করে যাচ্ছি। মাঠে কেরালা আর পাঞ্জাবের বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে। আমাদের বোঝাপড়াটা খুব সহজ। মাঠে ব্যাটিং করার সময় দু'জনের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তাও হয়। সঞ্জু জানান, পরিস্থিতি জটিল করে তোলার বদলে তাঁরা বিষয়গুলোকে সহজভাবে নেন। খেলার মাঝে আমরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করি-বল ব্যাটে ঠিকঠাক আসছে কি না। আমি যদি বলি ঠিক আছে, তখনই দেখবেন অভিষেক পরের বলটা ছয় মেরে দেবে, হাসতে হাসতেই বলেন সঞ্জু। অভিষেকের সাহসী মানসিকতারও প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর মতে, এই আত্মবিশ্বাসই অভিষেককে আলাদা করে দেয়। ও খুব সাহসী ক্রিকেটার। ওর মানসিকতা আমার খুব পছঃদের। মাঠে এবং মাঠের বাইরে ওর সঙ্গে জুটি গড়া সত্যিই উপভোগ করি, বলেন সঞ্জু। বিশ্বকাপের কঠিন সময়ের কথা বলতে গিয়ে অভিষেক নিজেও

আবেগঘন একটি দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, সেই সময় তাঁর বাবা রাজকুমার শর্মা ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। যদিও সামনে থেকে তা বোঝাতে চাননি। এখন যদি বাবাকে জিজ্ঞেস করি, বলবে কোনও চিন্তা করেনি। কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম, কতটা দুশ্চিন্তায় ছিল। তখন পুজোপাঠ থেকে শুরু করে সব রকম চেষ্টা করছিলেন-যা আগে কখনও করেননি, বলেন অভিষেক। ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তরুণ এই ক্রিকেটার জানান, তাঁর লক্ষ্য আরও বড়। তিনি চান ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে। নিজের প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে দীর্ঘদিন দেশের প্রতিনিধিত্ব করাই এখন তাঁর প্রধান স্বপ্ন। সমালোচনা, চাপ এবং প্রত্যাশার পাহাড়-সব কিছুর মাঝেই এগিয়ে চলেছেন অভিষেক শর্মা। আর সতীর্থ সঞ্জু স্যামসনের কথাতেই যেন ধরা প।ে সেই সত্যি-ভারতীয় দলের এই তরুণ তারকা ইতিমধ্যেই ড্রেসিংরুমের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছেন।

আবরার আহমেদকে এনওসি দিতে অনীহা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের

ইসলামাবাদ, ১৫ মার্চ ঃ পাকিস্তানের রহস্য স্পিনার আবরার আহমেদকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেড-এ দল পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেখানে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ব। প্রশ্নচিহ্ন। কারণ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সূত্রে জানা যাচ্ছে, আবরারকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিতে খুব একটা আগ্রহী নয় বোর্ড। ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি মাঠে নামতে পারবেন কি না, তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা।এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে ' লিডস' নামের একটি দল, যারা এবারের দ্য হান্ড্রেডে আবরারকে দলে নিয়েছে। দলটির মালিকানার সঙ্গে যুক্ত আছেন ভারতের প্রভাবশালী মারান পরিবার। বিশেষ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দয়ানিধি মারানের ভাইঝি কাব্য মারান এই ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম মুখ। সেই কারণেই বিষয়টি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষক। সূত্রের খবর, আবরার আহমেদকে দলে নিতে বড় অঙ্কের পারিশ্রমিকও দিয়েছে সানরাইজার্স লিডস। ইংল্যান্ডের মাটিতে রহস্যময় স্পিনের জাদু দেখানোর জন্যই তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু খেলতে গেলে প্রয়োজন নিজ দেশের বোর্ডের অনুমতি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেটার যদি বিদেশি লিগে খেলতে চান, তবে তাকে নিজের বোর্ডের কাছ থেকে এনওসি নিতে হয়। আর এখানেই তৈরি হয়েছে জটিলতা। পিসিবি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, দ্য হান্ড্রেড চলাকালীন সময়েই পাকিস্তান দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সিরিজ রয়েছে। সেই সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে ক্যারিবিয়ান সফরে যাবে পাকিস্তান দল। ওই সিরিজের সূচি দ্য হান্ড্রেডের সময়ের খুব কাছাকাছি। ফলে বোর্ড চাইছে দলের সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে-আবরার আহমেদ কি পাকিস্তান দলের পরিকল্পনায় রয়েছেন? যদি তাঁকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের স্কোয়াডে রাখা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি এনওসি পাবেন না। কারণ জাতীয় দলের দায়িত্বকে সবসময় অগ্রাধিকার দেয় ক্রিকেট বোর্ডগুলি। তবে বিষয়টি নিয়ে ক্রিকেট মহলে আরেকটি প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে। পাকিস্তানের আরেক স্পিনার উসমান তারিকও এবারের দ্য হান্ড্রেডে একটি দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এনওসি পাওয়া নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যা দেখা যায়নি। ফলে অনেকেই ভাবছেন, তাহলে কি শুধুমাত্র ভারতীয় মালিকানাধীন দলের হয়ে খেলবেন বলেই আবরারকে নিয়ে এত দ্বিধা? যদিও এ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও

মন্তব্য করেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ডের তরফে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবর, পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি চূড়ান্ত হয়নি। বোর্ড শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও করতে পারে।এদিকে আবরার আহমেদের সঙ্গে পিসিবির সম্পর্কও বেশ ভালো বলেই জানা যায়। বোর্ডের অনেক কর্তাই তাঁর বোলিং দক্ষতার প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। তাই কিছু মহলের মতে, শেষ পর্যন্ত হয়তো তিনি ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারেন। তবে আপাতত সেই সম্ভাবনা খুব বেশি উজ্জ্বল নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। ভারতীয় মালিকানাধীন দলে একজন পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অনেকেই। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও জাতীয় আবেগকে সামনে এনে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। টুইটার ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ট্রেন্ড করতে শুরু করেছে Shame-OnSRH এবং BoycottSunrisers-এর মতো হ্যাশট্যাগ। সমালোচকদের অভিযোগ, জাতীয় সংবেদনশীলতার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। অনেকেই সরাসরি কাব্য মারানকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করছেন। তাঁদের দাবি, ভারতীয় মালিকানাধীন দলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত এবং বিতর্কিত। তবে সানরাইজার্স লিডসের পক্ষ থেকে এই সমালোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। দলের হেড কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ক্রিকেটীয় কৌশলের কথা ভেবেই আবরার আহমেদকে দলে নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে আবরারের মতো রহস্য স্পিনার খুব একটা দেখা যায় না। ভেত্তোরি বলেন, আমরা প্রথম থেকেই আবরারকে দলে চাইছিলাম। আমাদের টিম স্ট্র্যাটেজিতে ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওর বোলিংয়ে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা এখনও ওর বোলিংয়ের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নয়। তাই আমরা বিশ্বাস করি, সে আমাদের দলের জন্য বড় অস্ত্র হতে পারে। এখন সব নজর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে। যদি এনওসি না দেওয়া হয়, তাহলে ব।স। ধাক্কা খাবে সানরাইজার্স লিডসের পরিকল্পনা। আবার যদি শেষ মুহূর্তে ছা।পত্র মিলে যায়, তাহলে দ্য হান্ড্রেডে নতুন এক রহস্য স্পিনারের জাদু দেখতে পারেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। শেষ পর্যন্ত আবরার আহমেদ ইংল্যান্ডের মাঠে খেলতে পারবেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরই এখন ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে বড় কৌতূহল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিনারের বিপক্ষে ফাইনালে ওঠার জন্য আলকারাজকে হারালেন মেদভেদেভ

ইন্ডিয়ান ওয়েলস, ১৫ মার্চ (হি.স.)ঃ শনিবার কার্লোস আলকারাজের টানা তৃতীয় ইন্ডিয়ান ওয়েলসের শিরোপার আশা থামিয়ে দেন ড্যানিল মেদভেদেভ। তিনি বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়কে ৬-৩, ৭-৬(৩) গেমে হারিয়ে ফাইনালে জ্যানিক সিনারের বিপক্ষে খেলবেন। মরসুম শুরু করার আগে আলকারাজের ১৬ ম্যাচের জয়ের ধারা ভেঙে মেদভেদেভ টাইব্রেকারে টানা ছয় পয়েন্ট জিতে ম্যাচের সমাপ্তি টানেন। দিনের শুরুতে, সিনার চতুর্থ বাছাই জভেরেভকে আউট করে তার প্রথম ইন্ডিয়ান ওয়েলসের ফাইনালে পৌঁছেছেন। সিনার এখন ছয়টি হার্ড-কোর্ট মাস্টার্স ১০০০ শিরোপার সেট সম্পূর্ণ করতে চাইছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ২০২৩ সালে টরন্টো, ২০২৪ সালে মিয়ামি, সিনসিনাটি এবং সাংহাই এবং গত বছর প্যারিসে ইভেন্ট জিতেছেন।

আইপিএলের আগেই দিল্লি ক্যাপিটালসে বড় ধাক্কা-মেন্টরের পদ ছাড়লেন কেভিন পিটারসেন

১৫ মার্চ ঃ আইপিএলের নতুন মরশুম শুরু হওয়ার আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল দিল্লি ক্যাপিটালস। টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে দলের মেন্টর পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ব্যাটার কেভিন পিটারসেন। ফলে আইপিএল শুরু হওয়ার মুখে দিল্লি শিবিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা এবং ব্যাকরুম স্টাফে এক গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা। আইপিএলের মতো দীর্ঘ ও প্রতিদ্বঃদ্বিতাপূর্ণ টুর্নামেঃট দলের মেন্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচের কৌশল নির্ধারণ থেকে শুরু করে তরুণ ক্রিকেটারদের মানসিক প্রস্তুতি-সব ক্ষেত্রেই মেন্টরের অভিজ্ঞতা দলের জন্য বড় সম্পদ হয়ে ওঠে। সেই জায়গাতেই পিটারসেনের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের উপস্থিতি দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর এই সিদ্ধান্ত দলকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলেছে। দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে পিটারসেনের সম্পর্ক বেশ পুরনো। খেলোয়াড় হিসেবেও তিনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএলে মাঠে নেমেছেন এবং নিজের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দিয়ে সমর্থকদের মন জয় করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং ক্রিকেট-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতেই গত মরশুমে তাঁকে দলের মেন্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। গত আইপিএলে দিল্লির শুরুটা বেশ আশাব্যঞ্জক ছিল। দলের কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার ভালো পারফরম্যান্সও করেছিলেন। তবে মরশুমের শেষদিকে ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে দলটি। শেষ পর্যন্ত প্লে-অফে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয় তারা। লিগ টেবিলে পঞ্চম স্থানে শেষ করতে হয় দিল্লিকে। অল্পের জন্য শেষ চার থেকে ছিটকে যাওয়ায় হতাশা ছিল দল ও সমর্থকদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে নতুন মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু ঠিক টুর্নামেন্ট শুরুর আগে পিটারসেনের দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত সেই পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে এই সিদ্ধান্তের কারণ নিজেই পরিষ্কার করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি বার্তা দিয়ে তিনি জানান, সময়ের অভাবই তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। পিটারসেন লিখেছেন, আসন্ন আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টরের দায়িত্ব পালন করতে পারব না। এই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে যে সময় ও মনোযোগ প্রয়োজন, তা আমি দিতে পারছি না। তাই এই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দলের সব ক্রিকেটারকে নতুন মরশুমের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। আইপিএলের মতো একটি বড় টুর্নামেন্টে মেন্টরের কাজ শুধু ম্যাচের সময় সীমাবদ্ধ থাকে না। পুরো মরশুম জুড়ে দলের সঙ্গে থেকে কৌশলগত পরিকল্পনা করা, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দেওয়া এবং ম্যাচ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার মতো নানা দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেই সময় দিতে না পারার কারণেই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তবে মেন্টরের পদ ছাড়লেও আইপিএল থেকে পুরোপুরি সরে যাচ্ছেন না পিটারসেন। বরং এবার তাঁকে দেখা যাবে অন্য ভূমিকায়। আগের মতোই কমেন্ট্রি বক্সে উপস্থিত থাকবেন তিনি এবং টুর্নামেন্টের বিভিন্ন ম্যাচে বিশ্লেষকের দায়িত্ব পালন করবেন। নিজের বার্তায় তিনি বলেন, কমেঃট্রি বক্সে আবার দেখা হবে। আইপিএল বিশ্বের সেরা টি-টোয়েন্টি লিগ। খুব শীঘ্রই আপনাদের সবার সঙ্গে আবার দেখা করার অপেক্ষায় রয়েছি। অর্থাৎ মাঠের ভেতরে নয়, মাঠের বাইরের বিশ্লেষণেই এবার আইপিএলের অংশ হয়ে থাকবেন এই প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। এদিকে নতুন মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের অভিযান শুরু করবে ১ এপ্রিল। প্রথম ম্যাচেই তারা মুখোমুখি হবে লখনউ সুপার জায়ান্টসের। সেই ম্যাচকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে দল। তবে পিটারসেনের মতো অভিজ্ঞ মেঃটরের অনুপস্থিতি দলকে কতটা প্রভাবিত করবে, তা নিয়ে এখনই আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, দিল্লি ক্যাপিটালস কি নতুন করে কাউকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ করবে, নাকি বর্তমান কোচিং স্টাফের ওপরই অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হবে। এদিকে সম্প্রতি একটি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভবিষ্য পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন পিটারসেন। তিনি বলেন, সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী। পিটারসেনের মতে, টেস্ট ক্রিকেটই খেলাটির সবচেয়ে কঠিন এবং পরিপূর্ণ ফরম্যাট। সেই ফরম্যাটে সঠিক মানসিকতা এবং কৌশলগত বোঝাপ।। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করেন, দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি তরুণ ক্রিকেটারদের সাহায্য করতে পারবেন। তাঁর কথায়, দীর্ঘতম ফরম্যাটে কাজ করার সুযোগ পেলে অবশ্যই আগ্রহী। আমি ক্রিকেটারদের বোঝাতে চাই কীভাবে সঠিকভাবে লাল বলের ক্রিকেট খেলতে হয়। পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি প্রায় সব ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই গিয়েছেন-সাফল্য, ব্যর্থতা, চাপ ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com